দিগের সামঞ্জস্য হয় না? বস্তুতঃ তাহাদিগের সমন্বয় করা যাইতে পারে। যে সকল মত আপাততঃ পরস্পর বিপরীত ও বিরোধী বলিয়া বোধ হয় তাহাও প্রকৃতপক্ষে এক ইহা প্রদর্শিত হইতে পারে। শাস্ত্র সকলের কি প্রকারে অর্থ করিতে হয় তাহার সঙ্কেত জানিলেই সমস্ত বিষয়ের সামঞ্জস্য হইয়া যায়। যাঁহারা বেদ অথবা উপনিষদের কেবল শব্দার্থের দিকে লক্ষ্য রাখেন তাঁহারা একরূপ অর্থ করেন। আর যাঁহারা স্বরের অর্থের প্রতি মনোযোগী হন তাঁহারা আর একরূপ অর্থ করেন। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত কেবল পাঠের সুবিধার জন্য নহে। স্বরকে জ্যোতিঃ কহে, কিন্তু জ্যোতিঃ শব্দের প্রকৃত অর্থ ভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা বেদ এবং উপনিষদে প্রয়োগ করেন না।

মনুষ্য সম্বন্ধে পৃথিবীতে নানা মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কেহ কেহ মনুষ্যকে দেহ ও আত্মা এই দুই সত্ত্বা প্রদান করেন এবং পাশ্চাত্য উপদেব উপাসকেরা (Spiritualists) বলেন যে, মনুষ্যের সত্ত্বা তিনটী—আত্মা, অর্দ্ধ আত্মা, এবং দেহ। (Spirit, Peri-spirit and Body) যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের কেবল বাক্যার্থ বুঝিয়াছেন তাঁহারাও এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন না। কোন শাস্ত্রে মনুষ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, কোন শাস্ত্রে আবার মনুষ্যের দেহ, আত্মা ও পরমাত্মার বিষয়ের উল্লেখ আছে। আবার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য পঞ্চকোষ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং ভগবদ্গীতায় অষ্টাদশ ভাগের বিষয় লিখিত আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন শাস্ত্রে ছয় ভাগ, কোথাও দ্বাদশ ভাগ, কোথাও পঞ্চবিংশতি ভাগ ইত্যাদি পাওয়া যায়। পাঠকগণের স্মরণ রাখা উচিত যে শাস্ত্রে যে সকল বিভাগ দেখিতে পান তাহা স্বেচ্ছাধীন নহে, শাস্ত্রকারেরা ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে একরূপ ভাগ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে অন্যবিধ। প্রণবযোগ, সাংখ্যযোগ, হটযোগ, কৌল আগম, শিব আগম, শক্তি আগম, শ্রীচক্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে। যাঁহারা শ্রেণী বিভাগের সঙ্কেত জানেন ইহার তাৎপর্য্য তাঁহাদের নিকট সহজবোধ্য। আমরা এক এক শাস্ত্রের মত লইয়া অন্যান্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিবার প্রয়াস না পাইয়া যাহাতে সহজ কথায় সকলকেই মনুষ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে পারি তাহারই চেষ্টা করিতেছি।

অধুনা বৈজ্ঞানিক জগতে অধ্যাপক টিণ্ডল (Professor Tyndal) মহামান্য। ঋষিবাক্য যেমন অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয় বলিয়া বৃদ্ধ হিন্দুর নিকট মান্য টিণ্ডলের মত ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকের নিকট তদ্রূপ মান্য। যাঁহারা টিণ্ডল কৃত "মূল কল্পনা" (Germ theory) পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে আকাশের অত্যল্প পরিমিত স্থানেও শত শত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাঙ্কুর (Protoplasmic Germs) বিদ্যমান আছে। ঐ সকল অঙ্কুরের একরূপ উৎপাদিকা শক্তি যে, এক গণ্ডূষ পরিষ্কার জলের সহিত তাহাদের সংস্রব হইবামাত্র এক এক প্রকার প্রাণী উদ্ভূত হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রাণীদিগের

জন্মের নিমিত্ত কি কি উপাদানের প্রযোজন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা তিনটী সামগ্রীর প্রযোজনীয়তা দেখিতে পাই —

১ম—জল। ইহাকে প্রাণী উৎপাদনের ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে, কেন না, ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া জীবাঙ্কুর প্রাণীরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

২য়—আকাশস্থিত জীবাঙ্কুর। ইহাই জল সংযোগে প্রাণীরূপে প্রকাশ পায়। এবং

৩য়—প্রাণী উৎপাদিকা শক্তি। জল এবং অঙ্কুরের সঙ্গমে এক প্রকার শক্তির আবির্ভাব হয় এবং এই শক্তির প্রভাবেই অঙ্কুর ও জল একত্র হইয়া প্রাণী উৎপাদন করে।

মনুষ্য সম্বন্ধে ও উপরোক্ত প্রণালীটী সম্পূর্ণ প্রযুজ্য এবং তাহার ও তিনটীমাত্র উপাদান —

১ম—ব্রহ্ম অর্থাৎ সৎ।

২য়—প্রকৃতি বা জড়। এবং

৩য়—শক্তি।

অপরাপর জীবাঙ্কুরীয় প্রাণীর উপাদানের শেষোক্ত উপাদানের অর্থাৎ 'শক্তি'র ন্যায় মনুষ্যের উপাদানের শেষোক্তটীও অর্থাৎ 'শক্তি' ও প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর মনুষ্যের উপাদানের স্থলে আপাততঃ দেখিতে গেলে ব্রহ্মকে অঙ্কুর এবং প্রকৃতিকে ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উপনিষদ ইহার বিপরীত অর্থ করেন। ঋষিরা ব্রহ্মকে ক্ষেত্র এবং প্রকৃতিকে অঙ্কুর কহেন। যাঁহারা উত্তমরূপে মনুষ্যতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই ব্রহ্মকে ক্ষেত্র এবং প্রকৃতিকে অঙ্কুর বলিবার কারণ অবগত আছেন। যাহা হউক এক্ষণে দেখা যাউক যে এই তিনটী মূল সত্ত্বা সমন্বিত মনুষ্যের কয়টী মিশ্র সত্ত্বা আছে।

বীজগণিত (Algebra) শাস্ত্রে অঙ্কের সমষ্টি (Combination) করিবার এক সঙ্কেত আছে। সে সঙ্কেত এই—

যদি 'ক' সংখ্যক বস্তুকে প্রথমতঃ একটী, পরে দুই দুইটী, তৎপরে তিন তিনটী ইত্যাদিক্রমে লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের সমষ্টি $২^{ক}-১$ হইবে। এই সঙ্কেত অনুসারে পূর্ব্বকথিত তিনটী মূলের সমষ্টি করিলে $২^{৩}-১$ অর্থাৎ ৮—১ অর্থাৎ ৭ হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি আমরা ব্রহ্মকে 'ক' প্রকৃতিকে 'খ' এবং শক্তিকে 'গ' কহি তাহা হইলে তাহাদিগের সমষ্টি ক খ গ এই তিনটী মূল হইতে যথাক্রমে সাতটী সত্ত্বা দেখা যাইবে, যথা—

১—ক,	৪—খ,
২ কখ,	৫—খগ,
৩—কগ,	৬—গ,

৭—ক খ গ।

এই সাতটী ব্যতীত ইহার ন্যূন বা অধিক আর কিছুই হইতে পারে না।

এক্ষণে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে আমাদিগের শাস্ত্রে যেখানে সপ্ত সত্ত্বার উল্লেখ আছে সেই খানেই তিনটী সত্ত্বা হইতে সাতটী উৎপন্ন হইয়াছে ইহা নির্দ্দেশ করাই ঋষিদিগের উদ্দেশ্য। এই তিন সত্ত্বা এক মূল সত্ত্বা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'এক' অর্থে 'দ্বিতীয়ের' অভাব অর্থাৎ 'এক' বলিলে 'দুই' নহে ইহাই

বুঝিতে হইবে। কিন্তু একমাত্র মন সত্তা হইতে দ্বিতীয় সত্তার আবির্ভাব কি প্রকারে সম্ভব ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। এ প্রশ্নের মীমাংসা কিছু দীর্ঘ বলিয়া এ স্থলে ক্ষান্ত থাকিলাম, তাহাতে এস্থলে প্রবৃত্ত হইবারও প্রয়োজন নাই কেন না তাহা জানিতে না পারিলেও মনুষ্যতত্ত্ব বুঝিতে কোন কষ্ট বা অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে পাছে কেহ এমন সন্দেহ করেন যে, হিন্দুরা একাত্মবাদী নহেন সেই জন্য এ স্থলে বলা হইল যে একমাত্র সত্তা হইতেই আবার পর্য্যায়ক্রমে তিনটী সত্তার উৎপত্তি হইয়াছে।

দুই সত্তা হইতে কি প্রকারে তৃতীয় সত্তার উৎপত্তি হইল তাহা পূর্ব্বোক্ত বীজ গণিত সূত্র অনুসারে সহজেই প্রদর্শিত হইতে পারে। ক খ গ এই তিনটী সত্তার তৃতীয় গ সত্তা ত্যাগ করিলে যে ক খ সত্তাদ্বয় অবশিষ্ট থাকে তাহার সমষ্টি

১। ক
২। ক খ এবং
৩। খ।

এই তিনের ন্যূনাধিক আর কিছু হইতে পারে না।

দুই হইতে তিন বা তিন হইতে সাত প্রকার সামগ্রী কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে সূর্য্যরশ্মিতে তাহার একটী সাধারণ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সূর্য্যরশ্মিতে সাত প্রকার বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সাত প্রকার বর্ণ তিন মূল বর্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া অপর চারিটী মিশ্রবর্ণের সহিত একত্রিত হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মির বর্ণ যেমন তিন মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া চারিটী মিশ্রবর্ণের সংযোগে সাত প্রকার হইয়াছে, মনুষ্যের সপ্ত সত্তাও তেমনই তিনটী উপসত্তায় সংগঠিত হইয়াছে।

মনুষ্যের সপ্ত সত্তার তিনটী মূলসত্তা এবং চারিটী উপসত্তা কি কি তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিজ্ঞান ও দর্শনের দুই একটী সূত্রের উপর দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ—বিজ্ঞান। দুইটী মূলদ্রব্যের সংযোগে যে মিশ্র দ্রব্য উৎপন্ন হয় চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে গেলে মূলের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঠকেরা সকলেই চা ও চিনির মিশ্রণ দেখিয়াছেন। ঐ মিশ্রণে যে সামগ্রী উৎপন্ন হয় তাহার সহিত কি চায়ের কি চিনির কিছুমাত্র সাদৃশ্য সহসা লক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ দর্শন। কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ। যে কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় সেই কারণ অন্তর্হিত হইলেই যে কার্য্য ও তৎসঙ্গে অন্তর্হিত হইবে তাহা সকল সময়ে ঘটে না। আমার সম্মুখে শিশুটী একটী ভাঁটা লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে ভাঁটাটীর সম্মুখে একটী ধাক্কা মারিল; ভাঁটাটী গড়াইতে লাগিল। যে কারণে ভাঁটাটী গড়াইতেছে সে কারণ ধাক্কা মারিবার অব্যবহিত পরেই শেষ হইয়াছে কিন্তু ভাঁটাটী এখনও গড়াইতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ অনুসন্ধানে এই বুঝিলাম যে কারণের অন্তর্ধানেই কার্য্য অন্তর্ধান হয় না। ভাঁটাটী দেখিতে দেখিতে কিঞ্চিৎ পরে স্থির হইল। কিন্তু তাই বলিয়া এমন বলিতে পারি না যে, যে কারণে উহা প্রথমে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল সেই কারণের অনুপস্থিতিই উহার

স্থিরতার কারণ। যদি তাহা হইত তাহা হইলে বালকের হস্ত হইতে পৃথক্ হইবার অব্যবহিত পরেই ভাঁটার গতি স্থগিত হইয়া যাইত। যাহা হউক উহার গতি স্থগিত হইবার অন্য কারণ আছে—সে কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। এই কারণ উপস্থিত না থাকিলে বা, প্রবল না হইলে প্রথম কারণের অভাব সত্বে ও ভাঁটাটী চলিতে থাকিত। এ সম্বন্ধে আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি এক্ষণে মস্যাধার সম্মুখে রাখিয়া লিখিতেছি। মস্যাধারটী আমার চক্ষের সম্মুখে আছে বলিয়া ইহার আকৃতি, গঠন, বর্ণ ইত্যাদি সমস্তই আমার মনে স্থান পাইতেছে। লিখিতে লিখিতে একটু মসীর প্রয়োজন হইল, সুতরাং ভৃত্য আসিয়া গৃহান্তরে লইয়া গিয়া মসী ঢালিতে লাগিল। মস্যাধার এক্ষণে আমার সম্মুখে নাই কিন্তু ইহার অবর্ত্তমানে ও আমার মনে ইহার আকৃতি, গঠন, বর্ণ ইত্যাদি ভাব সকল জাগিতেছে, যেমন জাগিতেছিল তেমনই জাগিতেছে এবং ভবিষ্যতে ও ইহার অবর্ত্তমানে অনায়াসে এই ভাব সকল বিদ্যমান থাকিবে বা সহজেই মস্যাধারটীকে ধ্যান করিয়া মানসচক্ষে দেখিতে পাইব। অতএব দেখা যাইতেছে যে কারণ, কার্য্য উৎপন্ন করিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেও কার্য্য বিদ্যমান থাকে।

পূর্ব্বোক্ত সূত্র দুইটী মনে রাখিয়া পাঠকগণ মনুষ্যের সপ্ত সত্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। ব্রহ্ম, শক্তি ও প্রকৃতি মনুষ্যের এই তিন মূলসত্বা। ইহাদের সমষ্টিতে ব্রহ্ম + শক্তি, ব্রহ্ম + প্রকৃতি, ব্রহ্ম + শক্তি + প্রকৃতি, এবং শক্তি + প্রকৃতি এই চারিটী মিশ্র সত্বা উৎপন্ন হইয়াছে। এই চারিটী মিশ্র সত্বার সহিত মিলিত হইয়া তিনটী মূল সত্বা হইতে মনুষ্যের সপ্ত সত্বা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে এই সত্বাগুলির কি কি গুণ এবং কি কি কার্য্য তাহা দেখা যাউক। সাতটী সত্বার মধ্যে আমরা প্রকৃতিকে ভাল বুঝিতে পারি, সুতরাং প্রকৃতি হইতেই আমরা আরম্ভ করিব।

ক্রমশঃ—

শ্রীকুঃ—

জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কি?

বিগত শীতঋতুতে ডাক্তার হণ্টার সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজের ফিরিঙ্গী ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া অনেকগুলি সদুপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য অনেক বিষয় উল্লেখ করিয়া, ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। 'তোমরা এই কলেজে যে এতদিন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে, এই শিক্ষা দ্বারা কি করিবে? তোমাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের কি উপায় স্থির করিতেছ? পূর্ব্বে কেরাণীগিরি করিয়া সুখে সচ্ছন্দে কাটাইবার সম্ভাবনা ছিল বটে, কিন্তু এখন আর তোমরা সেরূপ প্রত্যাশা করিতে

পার না। আজকাল এদেশীয়েরাই কেরাণী জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কেননা তাহারা অতি অল্প বেতনে কার্য্য করে। অতএব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তোমাদিগের অন্য উপায় অবলম্বন করা উচিত।"

এই স্থানে ডাক্তার প্রাগুক্ত ছাত্রদিগকে গবর্ণমেণ্ট, রেলওয়ে-কোম্পানি ও অন্যান্য কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত ভিন্ন ভিন্ন কল কারখানায় যাইয়া মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারি ও মিস্ত্রিগিরি প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য উপদেশ দেন। 'হাতে হেতেরে' কাজ করিতে বৃথা জাত্যাভিমান করা অন্যায় এইটী বুঝাইবার জন্য ডাক্তার হণ্টার দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার একটী এই,—

যখন কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব অন্তর্জাগতিক প্রদর্শনীর গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়, অনেকগুলি ফিরিঙ্গী যুবক, চাকরীর প্রার্থনায় প্রদর্শনীর অধিষ্ঠাতা "জুবর্ট" সাহেবের নিকট গমন করে। কর্ম্মপ্রার্থী জনৈক যুবার সহিত মিঃ জবার্টের এই রূপ কথোপকথন হয়,——

মিঃ জুবার্ট। আপনি কি জন্য আসিয়াছেন?

কর্ম্মপ্রার্থী যুবা। আমি কোন কার্য্য পাওয়ার প্রার্থনায় আসিয়াছি।

মিঃ জুবার্ট। অতিউত্তম। আমি আপনাকে কর্ম্ম দিব। প্রথমতঃ মাসিক ৩০৲ টাকা বেতন দিতে প্রস্তুত আছি। পরে কার্য্যে উপযুক্ততা দেখাইতে পারিলে বেতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে।

যুবা। (বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত) মহাশয় আপনাকে ধন্যবাদ। আমি কবে কর্ম্মে যোগ দিব?

মিঃ জু। এই মুহূর্ত্তেই। আপনার সম্মুখে যে ওই পিলপা গাঁথা হইতেছে, গায়ের কোটটা খুলিয়া, ঐ কার্যে যোগাড় দিন।

যুবা। (কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া) মহাশয় আমি আপনার নিকট ভদ্রলোকের কাজ চাহিয়াছিলাম।

মিঃ জু। ঠিক কথা। আমিও তাই বুঝিয়াছি, ওই দেখুন একটী যুবা পুরুষ সামান্য বস্ত্র পরিয়া কাজ করিতেছেন, উনি আমার পুত্র। তাহার নিকট যাইলে—যে রূপে ভদ্রলোকের ন্যায় কাজ করিতে হয় বলিয়া দিবেন।"

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে বাঙ্গালী তোমরা কি করিবে? তোমরাও ত আজকাল কলেজে স্কুলে অনেক লেখা পড়া শিখিতেছ, এই লেখাপড়া দ্বারা তোমরা কি করিবে? কেবল অল্প বেতনের কেরাণীগিরি করিয়াই কি তবে তোমরা জীবন কাটাইবে? তোমাদের উচ্চশিক্ষা নিম্নশিক্ষা অর্দ্ধশিক্ষা ও অশিক্ষা সকলই কি কেবল কেরাণীগিরিতে পর্য্যবসিত হইবে? এই "সজলা শস্য-শ্যামলা" প্রকৃতির নানা ঐশ্বর্য্য সঙ্কুল বিশাল ভারতভূমে তোমাদের জন্য কেরাণীগিরি ভিন্ন কি আর কোন কার্য্য নাই, কোন ব্যবসায় নাই? ছি ছি কি লাঞ্ছনা—কি অপমান কি লজ্জা!!! বাঙ্গালি তোমরাই কেবল কেরাণীগিরির বাজার "একচেটে" করিয়াছ, তাও অল্প বেতনে—কেবলমাত্র 'পেটভাতায়'। সুতরাং ভারতবাসী—ইংরাজ বংশাবলী 'মোটা মাহিনার' কেরাণীগিরি কর্ম্ম পান না; তাঁহাদিগের পক্ষে অন্য প্রকার উপজীবিকা অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু বাঙ্গালী করে কি? পোড়া বাঙ্গালী পেটের জ্বালায় অস্থির, [illegible] সাহেবের সম্মার্জ্জনী না [illegible] [illegible] না করিয়া যায় কোথায়? [illegible] বা কই? [illegible] বাঙ্গালী চাকরী [illegible] না বা [illegible] হয় না, [illegible] বাঙ্গালীরা পায়। কিন্তু [illegible] নাই। [illegible] করে [illegible] [illegible] না [illegible]।

[illegible] করিবে না কি [illegible] তবে করিবে কি? ভারতবাসী আমাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য করিবে কি? কিসে প্রাণ দিন চলে, তাহার উপায় বিধান করা কি কাহার কর্ত্তব্য নয়? রাজ রাজপুরুষ ভারতস্থ স্বদেশীদিগের বা তাহাদিগের 'জারজারজ' বংশধরদিগের সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য কতই না চিন্তা করেন, কতই না উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন, কিন্তু কোটী কোটী ভারতসন্তান কিসে এক মুষ্টি অন্ন পায়, তদ্বিষয়ে কখন একটী বার ভাবিবার অবসর ও পান না। তবে এখন ভারতবাসীর উপায় কি? এই কঠিন সময়ে দিননির্ব্বাহের উপায় কি?

'কেন? উপায়ের অভাব কি? উপায় ত বিস্তর আছে,—কল কারখানা, কৃষিকার্য্য বাণিজ্য প্রভৃতি এত উপায় থাকিতে কি রূপে বলিতেছ ভারতবাসীর দিন নির্ব্বাহের উপায় কি? ভারতবাসীর আত্মনির্ভরতা নাই, তাহারা পরমুখাপেক্ষী কাজেই তাহাদিগের দুঃখ। তাহারা স্বাস্থ্য-বর্দ্ধক হউক—কল কারখানা চালাইতে শিখুক, কৃষিকার্য্য করুক, ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিউক দুঃখ ঘুচিবে। তা না কেবল চাকুরী আর চাকুরী।'

গবর্ণমেণ্ট কত চাকরী দিবে? বাঙ্গালী [illegible] কত ভাবিবে? যে জাতি আপনারে আপনি সাহায্য করিতে না শিখে তাহাদের উন্নতি হয় না, কখনই হইতে পারে না। কেবল ইংরেজের নিকট "দেহি দেহি ভিক্ষাং দেহি"। আপনার ভাত আপনি [illegible] [illegible], পরে [illegible]?

এ সকল কথার উপদেশ অনেকে দিয়া থাকেন। তাহাকে আর কে? বাগু জ্ঞানশূন্য নীতিবেত্তা বিদেশীয় রাজপুরুষ ও স্বদেশীয় রাজানুগৃহীত সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি, উঁহারাও এইরূপ ধরণের কথা বলিয়া জীবনোপায় বিহীন দেশীয় লোকদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কথাগুলির বেশ বাঁধুনি শুনিতেও যেমন পরিপাটী, বুঝিতে ও বুঝাইতে ও তেমনি সহজ। ছত্রে ছত্রে ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি, অক্ষরে অক্ষরে অর্থশাস্ত্রের প্রমাণ অতএব কাহার সাধ্য তর্কের দ্বারা এই উপদেশ খণ্ডন করে। কিন্তু যুক্তি বা উপদেশ, ন্যায়শাস্ত্রে বা অর্থনীতিতে 'পেট ভরে না।' পেট ভরাবার শাস্ত্র অন্যরকম।

আমার উদরে অন্ন নাহি, দশ দিনের অনাহারী, তুমি গম্ভীরভাবে উপদেশ দিলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—বাণিজ্য কর"। হাঁ বাণিজ্য ত করিব কিন্তু করি কি রূপে, করিবার যে উপায় নাই।

তুমি তৎক্ষণাৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলে, উপায় নাই? [illegible]

থাকিলে উপায় আপনা হইতেই আসিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, উপায়ও আছে।

আমি বলি উপায় নাই, ইচ্ছা থাকিলেও অনেক স্থলে উপায়ের অভাব হইয়া থাকে। তোমার বৈজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধ রাখিয়া কার্য্যের ও অবস্থার "উল্টা পিঠ" দেখ, নিত্য নিত্য সংসারে বহু সংখ্যক লোকের মধ্যে যাহা ঘটিতেছে অনুধাবন কর তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে, ইচ্ছা স্বত্বেও উপায়ের অভাব বিলক্ষণ সম্ভব।

দ্রব্যের এক অংশ দেখিয়া বিধি নির্দ্ধারণ করা অন্যায় ও অনর্থক। উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু খালি শুষ্ক নির্জ্জলা উপদেশে কাজ হয় না। উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতি ও বিশ্বাস চাহি। বিশ্বাস ও সহানুভূতির অভাবে উপদেশমাত্রই অর্থশূন্য।

তোমার উপদেশ আমার অবস্থার কতদূর উপযোগী তাহা তুমি দেখিবে না, তোমার উপদেশ পালন করবার উপায় কি আমাকে বলিয়া দিবে না কেবল সময়ে সময়ে "ঢিল মারা" উপদেশ দিবে। অতএব বল তোমার উপদেশ দ্বারা আমি মাথামুণ্ড করিব কি? রাজা মান্ধাতার আমলের কতকগুলি পুরাতন উপদেশ তোমার পকেটে আছে, আবশ্যক হইল, অনায়াসেই তাহা বিতরণ করিলে; কিন্তু মহাশয় তাহাতে যে আমার পেট ভরে না; অন্নের সংস্থান হয় না। অন্ন সংস্থান বিধায়ক উপদেশ যে আর এক রকম। সে উপদেশ মহাশয়ের নিকট থাকিলেও যে তাহা দিতে আপনি অনিচ্ছুক। সেই না দুঃখ, সেই না আক্ষেপ।

জুবার্ট সাহেব যেমন ফিরিঙ্গীযুবককে "পিলপা" দেখাইয়া দিয়া ও আশু উদরান্নের উপায় ধার্য্য করিয়া দিয়া, "হাতে হেতেরে" কাজ করবার উপদেশ দিয়াছিলেন, মহাশয়ও ভদ্র শ্রেণীর বাঙ্গালীযুবককে সেই রূপ উপদেশ দিয়া দেখুন দেখি উপদেশ কার্য্যকারী হয় কি না, বাঙ্গালী যুবকের কাজ করবার ইচ্ছা আছে কি না? জুবার্ট সাহেবের উক্ত উপদেশই প্রকৃতপ্রস্তাবে উপদেশ, ঐ রূপ উপদেশই এক্ষণে বাঙ্গালীযুবক চায়। তাহাদিগের মধ্যে এখন ঐ রূপ উপদেশদাতারই অভাব।

বাঙ্গালী জাত্যাভিমানশূন্য নহে, সামাজিক নিগ্রহ বাঙ্গালীর পদে পদে, ইহা আমরা জানি, কেনা জানে? জাত্যাভিমান জাতি মাত্রেরই আছে, সমাজনিগ্রহ সমাজ মাত্রেই আছে, ইয়ুরোপে আছে, আমেরিকায় আছে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র আছে, ভারতবর্ষেও আছে। মানিলাম বঙ্গদেশে অন্য সকল দেশ অপেক্ষা জাত্যাভিমানের ভাগ অধিক, সামাজিকনিগ্রহের আশঙ্কা প্রবলতর। কিন্তু তাহা সত্বেও আমরা সদর্পে বলিতে পারি যে আজকাল এমন অনেক বাঙ্গালীযুবক আছেন যাহারা জাত্যাভিমান শিক্ষার অভিমান, সমাজিক নিগ্রহ ও অপযশের ভয় বামপদে ঠেলিয়া স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কায়িক পরিশ্রমমাত্রই করিতে প্রস্তুত।

বাঙ্গালীযুবক পরিশ্রমমাত্রই করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহার পরিশ্রমের স্থল কোথায়? তাহাকে পরিশ্রম করায় কে? কোদাল ঘাড়ে করিয়া রাস্তায় বাহির হইলেই কাজ পাওয়া যায় না। এত কাজ কোথায়? বাঙ্গালীযুবকের জন্য কাজ সৃষ্টি

করে, এমত লোক বাঙ্গালায় নাই। বাঙ্গালার ধনকুবেরদিগের ধন বাঙ্গালীর কাজে আসিল না, তাহা কোম্পানির কাগজে, ইংরেজের ব্যাঙ্কে, লৌহ সিন্দুকে, ও পরিবারের অলঙ্কারে চিরকালই আবদ্ধ থাকিল। বাঙ্গালার ধনকুবের ধনের ব্যবহার জানে না, সুতরাং দেশের উন্নতি নাই, বাঙ্গালী যুবকের অন্ন নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালীযুবার যত দিন অন্নের সংস্থান না হইবে, তত দিন বাঙ্গার "উন্নতি" অসম্ভব, অসম্ভবেরও অসম্ভব। এ কথাটা অল্প লোকেই বুঝে। অনেকে কথা বুঝে না, কেবল অনর্থক গণ্ডগোল করে। লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয় বড় বড় প্রবন্ধ লেখে। জাতীয় জীবন জাতীয় উন্নতি জাতীয় সংস্থান ও জাতীয় 'পিণ্ডদান' নানাবিধ "জাতীয়ের" ছড়াছড়ি করিয়া বেড়ায়। মহাশয় আপনারা ত 'জাতীয় জাতীয়' করিয়া উচ্চ চীৎকার ছাড়িতেছেন, কিন্তু জাতি জীবিত থাকিবে কি রূপে, জাতির দেহ প্রাণ একত্রিত রাখার উপায় কি ইহা কি একবারও হৃদয়ের সহিত ভাবিয়া থাকেন? যদি না ভাবিয়া থাকেন এ প্রকার ভাবিলে ভাল হয়। বীজ না ছড়াইয়া ফসলের প্রত্যাশা করিতেছেন এ কেমন গণ্ড মূর্খতা?

ধনকুবের ও "জাতীয় ওয়ালা" দুইই প্রায় সমান। ধনদ্বারা ধন বৃদ্ধি হয় ও সেই সঙ্গে স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি ও সম্ভব, ইহা বাঙ্গালার ধনকুবেরেরা বুঝেন না। বুঝিবেন কি রূপে, তিনি স্বদেশ, কি স্বদেশবাসী, কে, ইহা অনুভব করিতেও অক্ষম। অনুভূতি ভিন্ন মমতা অসম্ভব, মমতা ভিন্ন মঙ্গল কামনা অসম্ভব। ধনকুবের স্বদেশ ও স্বদেশবাসীকে চিনেন না অতএব তাহার উন্নতির জন্য টাকা লাগাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য কল কারখানা সংস্থাপন করিবেন কি জন্য? তাঁহার টাকা বিদেশীয়দিগের 'বড়মানষীর' জন্য, বিদেশীর হাতে চিরকাল খাটিবে আর তিনি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে 'সুদমাত্র খাইবেন' তাঁহার বিবেচনায় ইহাই অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার। আমি ধনকুবের, যদি আবশ্যক হয় এই মুহূর্ত্তেই পাঁচ শত টাকা অপাত্রে অনর্থক দান করিয়া, নাম কিনিতে বা খবরের কাগজে ধী শব্দ উঠাইতে বিলক্ষণ উৎসুক আছি কিন্তু ঐ পাচশত টাকাদ্বারা একটা কারবার খুলিয়া পাঁচ জন দুঃখী শিক্ষিত যুবকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিতে প্রস্তুত নহি। কি রূপে প্রস্তুত থাকিব? স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি যে আমার আদৌ আস্থা ও অনুরাগ নাই। ধনেরও সদ্ব্যবহার জানি না।

পক্ষান্তরে সমাজ সংস্কারক 'ভারত-উদ্ধারকেরও' ঐ দশা। ইনি বিনা সূতায় হার গাঁথিয়া স্বদেশ উদ্ধার করিতে চান। যদি স্বদেশের প্রতি তাঁহার প্রকৃতপ্রস্তাবেই মমতা থাকিত তাহা হইলে তিনি যদ্দারা স্বদেশবাসীর একমুঠা উদরান্নের সংস্থান হয় তজ্জন্য অগ্রেই চেষ্টা করিতেন, তজ্জন্য নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ব্যয়িত করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না।

'ভারতউদ্ধারক' ওয়ালারা কাজের কথার বড় ধার ধারেন না। সময় নাই অসময় নাই অনবরত কতকগুলা 'বাঁধি বোল' ঝাড়িতেছেন। মানুষে যখন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির তখন তাহাকে দাবা টিপিতে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু প্রিয় মহাশয় একটী কথা আছে। রাজনৈতিক

'আন্দোলন' বা 'কুসংস্কারের বন্ধন ছেদন' 'যোগসাধন' বা মহাশয়ের প্রণীত পুস্তক পত্রিকা অধ্যয়ন করি কিরূপে বলুন দেখি? এ দিকে যে আমার উদরে সে কথা নাস্তি। এ সংক্রান্তি হইতে আর সংক্রান্তি পর্য্যন্ত বারমাস, তিন শ পঁইষট্টি দিন দরখাস্ত হস্তে 'টো টো' করিয়া বেড়াইতেছি। এ দ্বার হইতে সে দ্বার, সে দ্বার হইতে দ্বারান্তর করিয়া বেড়াইতেছি। দিনের পর দিন যায়, বৎসরের পর বৎসর যায় কিন্তু মহাশয় আমার হাতের দরখাস্তখানি খসে না। বৎসরের পর বৎসর গেল, হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের চামড়া স্থতা হইয়া গেল কিন্তু আমার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইল না। কেরাণীগিরি মিলিল না, কোন কাজ জুটিল না। কোন কাজই জুটিল না। জানিই বা কোন বিশেষ কাজ? কিরূপে জানিব? শিখিব কোথায়? শিখাইবে কে? আর কাজ জানিলেই বা আমায় তাহা দেয় কে? কেহই আমার মুখপানে তাকায় না। আমি নিঃসম্বল নিরাহার। দরিদ্র পিতা মাতার পুঁজি ভাঙ্গিয়া, মুখের গ্রাসে 'কৎ' কাটিয়া' ইংরাজের অর্থকরী স্কুল কলেজে যে এক বিন্দু লেখা পড়া শিখিয়া ছিলাম তাহাও ক্ষুধার তাড়নায় প্রায় জলযোগ করিয়াছি। এমত অবস্থায় আমার দ্বারা যদি সমাজসংস্কার বা দেশ উদ্ধার, রাজনৈতিক আন্দোলন বা যোগ সাধন সম্ভাবিত হয় প্রস্তুত আছি। কি করিতে হইবে বলুন। হুজুগবাদ আমার স্বাভাবিক সম্পত্তি। 'গোলেহরিবোল' দিতে আমি বেস মজবুত কেননা আমার হাতে কোন কাজই নাই। কিন্তু হরিবোল দেওয়ার শক্তিটুকুও যে জনে জনে করিয়া আসিল মহাশয়!

শিক্ষিত যুবরদিগের মধ্যে শতকরা ৮০ জন বেকার,—কেরাণীগিরির উমেদার। অতএব ৮০ জনেরই ঐ একই কথা, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, কাজই নাই কর্ম্ম নাই,—আছে কেবল গোটাকতক করিয়া বিদ্যালয়ের উপাধি, আর খানকতক করিয়া চোথা 'সার্টিফিকেট।'

যে দেশের শিক্ষিতদলের এই অবস্থা সে দেশের নাকি আবার উন্নতি হইতেছে? উন্নতিই বটে। উন্নতির "লেবু টেবু সব আছে।"

দেশের ধনী ও ক্ষমতাপন্ন সম্প্রদায় নিস্বে বাঙ্গালীযুবকদিগের জন্য কিছুই করেন নাই, করিবেন এমত আশাও নাই। কিন্তু দেশের রাজা শিক্ষিত প্রজাদিগের জন্য কি করিয়াছেন? যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন কাহারও অগোচর নাই অতএব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উচ্চ বেতনের ভাল ভাল যে সব সরকারী কাজ তাহাতে দেশীয় লোকের অধিকার নাই। সমর বিভাগে নাই, সিবিল সার্বিসে নাই। আফিম ও বন-বিভাগেও দেশীয়লোকের অধিকারাভাব। সরকারীকার্য্যের কোন বিভাগেই বা প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদের অধিকার আছে? আছে কেবল গোটাকতক 'মাছি মারা আর লাথি খাওয়া' কেরাণীগিরিতে, তাও অপার্য্যমানে। দুইটা ডেপুটী আর তিনটা মুন্সেফ উহা কেরাণীগিরিরই সামিল। গবর্ণমেণ্ট দেশীয়লোকদিগকে যেরূপ প্রতিপালন করেন তাহা সরকারী চাকরীর তালিকাতেই প্রকাশ। এক কলিকাতার দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। কলিকাতার মধ্যে যতগুলি উচ্চ বেতনের সরকারী চাকুরী আছে তাহার সমস্তগুলিই

সাহেবদের জন্য, কেবল দুই চারিটীতে মাত্র দেশীয়লোক নিযুক্ত হইয়া থাকে। কলিকাতার ইংরাজ কর্মচারীরা মাসিক দেড় লক্ষ টাকার অধিক বেতন পান, আর দেশীয়কর্মচারীরা ২৫ হাজারও পান না।। ইহাই গবর্ণমেণ্টের দেশীয় প্রজাপালন পরায়ণতার নমুনা।

বাঙ্গালীবালকেরা যে শিক্ষা পায় তাহাতে উদরান্নের সংস্থান হওয়া অসম্ভব। সেক্স্‌পিয়র মিলটনে, বায়রনে বেকনে ভাতের যোগাড় হয় না। যে শিক্ষাদ্বারা তাহা হয় সে শিক্ষা অন্যরূপ। সেই অন্যরূপ শিক্ষার এখন নিতান্ত প্রয়োজন। যাহা নিতান্ত প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে তাহারই বন্দোবস্ত করা উচিত। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এ বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্যে কদাচিৎ করিতে পারে। শিক্ষাবিভাগে দেশের বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হয়। অন্ততঃ এই অর্থেরও কিয়দংশ অন্নসংস্থানকরী শিক্ষায় নিয়োজিত না হয় কেন, তাহা গবর্ণমেণ্টই জানেন।

বাঙ্গালিযুবক কেরাণীগিরি করিতে যায় তাহার বড় অপরাধ। কিন্তু, বলুন দেখি, সে করিবে কি? যে যা শিখে সে তাই করে। তুমি বাঙ্গালীকে 'কেরাণীগিরি করিতে শিখাইয়াছ, কাজেই সে তাহাই করিতে অগ্রসর। তুমি শিখাইলে আমাকে ধোবার পেশা, করিতে বল নাপিতের ব্যবসা। তামাসা মন্দ নয়। গবর্ণমেণ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া, অম্বিকাচরণ সেনকে শিখাইলেন কৃষি বিদ্যা, কিন্তু করিলেন কালা-সিবিল। এ আজব রহস্য ভেদ করিবে কে? বাঙ্গালির ছেলেকে হল ধরিতে দিলেন না, হাতে কলম দিয়া তাহার জাতির কৌলিকক্রিয়া কেরাণীগিরিতে নথানি করিলেন। ভারি অনুগ্রহ! প্রচুর হইয়াছে।

দেশে থাকিয়াও যা, বিদেশে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াও তাই। কেরাণীগিরি আর মাষ্টারী, মাষ্টারী আর কেরাণীগিরি। বাঙ্গালির অদৃষ্টলিপিতে বিধাতাপুরুষ এই দুই 'উঞ্ছবৃত্তি' ভিন্ন যেন আর কিছুই লিখেন নাই।। কিন্তু কেরাণীগিরি আর মাষ্টারী সমস্তই ত ফুরাইয়া গিয়াছে। অতঃপর এখনকার উপায় কি?

উপায় ত কিছুই দেখি না। যে সকল উপায় আছে তাহা অর্থসাপেক্ষ অন্যের সহায়তাসাপেক্ষ, কিন্তু বাঙ্গালীযুবা নিঃসম্বল নিঃসহায়। তাহার কেবল নিজের পেটের ভাবনা নয়। হয় ত সেই হতভাগার উপার্জ্জনের উপর আরও দশটা প্রাণীর প্রাণধারণ করা নির্ভর করে। বাঙ্গালীযুবকের খুঁত ধরিতে, তাহার উপর মুরুব্বিগিরি ফলাইতে বিস্তর লোক আছেন কিন্তু প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অতি বিরল।

বাঙ্গালীযুবার জীবিকা নির্ব্বাহের প্রশস্ত উপায় ত কিছুই দেখি না। তবে অল্প পুঁজির কারবার অনেকগুলা আছে। তাহারা সেই সকল কারবারে স্ব স্ব ভাগ্য একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি?

যে কারবার অল্প পুঁজিতে আরম্ভ করা যায়, যে কারবারে আশুঅর্থাগম হয় ও যে কারবার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ, এরূপ কারবার ভিন্ন অন্যরূপ কারবার নিঃসম্বল নিঃসহায়, অভাবপ্রপীড়িত ক্ষুদ্রবংশজ বাঙ্গালীযুবকের অবস্থার উপযোগী হইতে পারে না। অতএব এরূপ কারবারের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া যদি কেহ সাধারণ্যে প্রকাশ করেন ও তাহা হাতে [illegible]

করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন তাহা হইলে স্বদেশের যথার্থই উপকার করা হয়।

কয়েকটী কারবারের নাম করা যাইতে পারে, যথা,—কাঠাল, কলা, কাচ ও মধু মোমের চাষ। এ কয়েকটী কারবারের প্রত্যেকটাই অল্প পুঁজিতে আ... যাইতে পারে এবং প্রায় সব ... আশু অর্থাগমের উপায় হইতে পরন্তু উহারা লাভবান, উন্নতি আশাপ্রদও বটে। এযাবৎ দেশে ঐ সকল কারবার ... লোকেই প্রবেশ করিয়াছে, অতএব প্রতি যোগিতারও তাদৃশ সম্ভাবনা নাই।

কাচ ও কলার চাষ সম্বন্ধে নিম্নে গুটী-দুই ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে। ইহা অবলম্বন করিয়া, ঐ দুই কারবার সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করা যাইতে পারে।

১ কাচের চাষ। "লবণাম্বু নদী কি খালের তীরবর্ত্তী ভূমিতে জোয়ারের সময় যে পর্য্যন্ত লোণাজল উঠে, ক্ষেত্রের সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ শ্লোপিং বা ঢাল করিয়া চাঁচিয়া নদীর কি খালের ঠিক কিনারায় অর্থাৎ ভাঁটার সময় যে স্থানের জল আর সরে না, সেই স্থানে একটা বাঁধ দিতে হয়। জোয়ারের জল ক্ষেত্রে উঠিবার জন্য এক স্থানে ফাঁক রাখিতে হয়। পরে জোয়ারের সময় সেই জমী প্লাবিত হইয়া ভাঁটার সময় সরিয়া যায়। তাহাতে সেই প্লাবিত ক্ষেত্রে এক প্রকার পলী পড়ে এবং বাঁধের ক্রোড়ে কিঞ্চিৎ জল ও আবদ্ধ থাকে। সেই পলী মিশ্রিত লোণাজল উঠাইয়া পাক করিলে উত্তম লবণ জন্মে। এইরূপ তিন চারি বৎসর অধিক লবণ জন্মিলে ক্রমে সেই লবণাক্ত মৃত্তিকা হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাতে আর উত্তম ও প্রচুর লবণ জন্মে না। উক্ত রূপে লবণের জমী যখন পোঁতা হয় তখন তাহাতে ধান্য রোপণ করিলে উত্তম ও প্রচুর ধা... ...য়। সেই জমীতে ধান্য ...দিয়া শীতকালে ...আসিবে তখন ...। সেই সকল ...হইতে থাকিবে। ...স্থানে স্থানে ...এক প্রকার শ্বেত ও স্বচ্ছ পদার্থ পাওয়া যাইবেক সেই শ্বেত ও স্বচ্ছ পদার্থ সকল কাচ। এই কাচ নিতান্ত মন্দ নহে। পূর্ব্বে এ দেশে এই প্রণালীতে কাচ জন্মিত এবং এই প্রণালীর কাচের দ্বারাই পূর্ব্বে এ দেশে আদশাদি ব্যবহার্য্য বস্তু সকল প্রস্তুত হইত। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, বিলাতী কাচ অপেক্ষা দেশী কাচ সকল শীঘ্রদ্রাবী অর্থাৎ শীঘ্রই গলিয়া যায় কিন্তু শীতল অবস্থায় অতি কঠিন হয়। এই উদ্ভিজ্জ কাচ সকল পরিষ্কারের দ্বারা পরিস্কৃত হইলে সমধিক স্বচ্ছ হইতে পারে। এতদ্রূপ বিধানে কাচের জমী প্রস্তুত করিতে যে যৎসামান্য ব্যয় হয় তাহা ধান্য বিক্রয় দ্বারা পরিপূর্ত্তি হয় কাচগুলি লাভ থাকে। এ দেশে যদি কাচ ও কাচের পাত্র প্রস্তুত করা আরম্ভ হয়, ক্রমে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া তদ্দ্বারা যথেষ্ট অর্থাগম হইতে পারে।*"

কাচের চাষ সম্বন্ধে আমরা উপরে যাহা উদ্ধৃত করিলাম ইহাতে অর্থোপার্জ্জনেচ্ছু

* পণ্ডিত কালিবর বেদান্তবাগীশের 'জীবিকাতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। প্রবন্ধটী পঞ্চ, পৌষ সংখ্যা বিজ্ঞানদর্পণে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শিক্ষিত যুবকমাত্রেরই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কাচের চাষটা চালাইতে পারিলে দেশে অর্থাগমের একটা নূতন পথ যেমন আবিষ্কার হ… …নি ইহা দ্বারা অনেকে… পাবে। কপোত… মাতলা প্রভৃ… সমূহের তীরবর্ত্তী… হইতে পাবে। পোটিং… ও সাতক্ষীরা, টাকী, নড়াইল, ব… প্রভৃতি স্থানের জমীদারদিগের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প রাজস্বে জমী পাওয়া সম্ভব। মাতলা, প্রতাপনগর, আশাশুনী, কালীগঞ্জ, চাঁদখালি, খুলনা, বুচে মোড়া, হাসনাবাদ প্রভৃতি স্থান কেন্দ্র করিয়া তন্নিকটবর্ত্তী আবাদ অঞ্চলে কাচের চাষ করা যাইতে পারে। প্রথম প্রথম যদি কাচেও লোকসান হয়, ধান্যে তাহা নিশ্চয়ই পূরণ হইবে। পাঁচ শত টাকা মূলধনে কারবার আরম্ভ হইতে পারে।

(২) কলার চাষ। অতি অল্প যত্নে বা অযত্নে কলাগাছ উৎপাদিত হয় ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িয়া উঠে ইহা বাঙ্গালী গৃহস্থমাত্রেই জানেন। তাঁহাদের কেবল জানা আবশ্যক উহা দ্বারা কি রূপে প্রচুর পরিমাণে অর্থাগমের উপায় হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কোন সংবাদপত্র হইতে আমরা কতকগুলি কথা নিম্নে সংগ্রহ করিতেছে।

কলার খোলার আশে কাপড় ও উৎকৃষ্ট রসি ও কাছি প্রস্তুত হয়। এই আশ পাট, শণ, ও ঘৃতকুমারীর আশ অপেক্ষা অনেক অল্পভারি অথচ খুব শক্ত। যদি সুন্দররূপে পরিষ্কৃত হয় ও শীঘ্র রস নির্গত করান হইয়া থাকে উহা শণের অপেক্ষাও শক্ত হয়। আর জলে পচিয়া যায় না। কলাগাছ যত অধিক মোটা ও বড় হইবে উহার আশও তত মোটা ও মজবুৎ হইবে। আর যে গাছের ফল ক্ষুদ্র তাহা হইতেই … পাওয়া যায়। ইহাতেই ভাল …য। কাটালিকলার আশ সর্ব্বা-…উৎকৃষ্ট ও রেশমের মত।

…র বসি ইয়ুরোপের বাজারে মণ …কা বিক্রয় হইতে পারে। সব … …গজ প্রস্তুতের জন্য কলার আঁশ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ও কলার গাছে সকল গাছ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আশ উৎপন্ন হয়। এক মণ কলার আশ প্রস্তুত করিতে অতি সামান্য খরচ হয় কিন্তু লাভ প্রচুর। সমস্ত খরচ খরচা বাদে ১০৲টাকার কম নয়।

৮০০ শত কলাগাছ ও তাহার আশ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে এইরূপ খরচ পড়ে।

৮০০ কলাগাছ, শতকরা টাকার হিঃ	১৬৲
আশ প্রস্তুত করণ ইত্যাদিতে	২৬৲
ক্ষুদ্র ব্যয়	১০৲
মোট	৫২৲

লাভ এইরূপ,—

সুতা ২৮ মণ মূল্য অনুমানিক	৩০০৲
বাড়তি ১৪ মণ	৫০৲
কাগজের উপযুক্ত বাসনা	৫০৲
মোট	৪০০৲

দেখা যাইতেছে যে ৮০০ গাছে খরচ বাদে ৩০০ শত টাকারও অধিক লাভ। ঘটনা ক্রমে যদি খরচ অধিকও হয়, বা

অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে মাল বিক্রয় করিতে হয় তাহা হইলেও ৮০০ গাছে ২০০ শত টাকা যে নিশ্চয় লাভ হইবে ইহা বলা বাহুল্য।

কলার খোলা হইতে আঁশ বাহির করিবার প্রণালী এইরূপ,—"কলার সরস ও তাজা খোলাগুলি ভিন্ন কর ও পাতার মাঝের শির বাহির করিয়া লও, খোলার ভিতর দিক উপর করিয়া শোয়াইয়া লোহার ভোঁতা কুরাণী দিয়া খোলার মধ্যের শাস বাহির করিয়া ফেল, তাহার পর এইরূপ খোলার পিছনের দিকও আঁচড়াইয়া পরিষ্কার কর। যখন যথেষ্ট পরিমাণে খোলা এইরূপে পরিষ্কৃত হইবে তখন আচড়াইয়া শাসগুলি বাহির কর, তাহার পর তাড়াতাড়ি জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইয়া ক্ষারের জলে কিম্বা বিলাতি সাবানে সিদ্ধ কর। তাহা হইলেই আঁশের সমস্ত রস নির্গত হইবে ও আঁশ পরিষ্কার হইবে। ইহা যত পরিষ্কার হইবে তত শক্ত ও সুন্দর হইবে।

আর একটী ব্যবসা আছে যাহা অল্প পুঁজিতে আরম্ভ করিয়া অল্পায়াসে অল্প দিনের মধ্যে বিলক্ষণলাভকর হইতে পারে। উহা শূকরের ব্যবসা। নিম্নে উহার একটা স্থূল এষ্টিমেট দেওয়া যাইতেছে। শূকর বৎস ছয় মাস পোষিয়া পূরা মূল্যে বিক্রয় করা হইতে পারে। এক একটী বৎসের মূল্য গড়ে দুই টাকার অধিক হয় কিন্তু পূর্ণবয়স্ক স্থূলকায় শূকরের মূল্য ৯৲ টাকারও অধিক।

প্রথম ছয় মাসের আয় ব্যয়ের আনুমানিক এষ্টিমেট।

পুঁজি	১০০৲
১৭টী শূকরবৎস, প্রত্যেকটী ২৲ হিঃ	৩৪৲
খোরাকী খরচ ফিঃ বৎস মাসিক ॥০ হিঃ	৫১৲
চাকরের বেতন মাসিক ২৲ হিঃ	১২৲
ক্ষুদ্র ব্যয়	৩৲
মোট	১০০৲
প্রত্যেকটী ৯ হিঃ ৬ মাসের শেষে ১৭টী শূকরের মূল্য	১৫৩৲
আয়	৫৩৲
পুঁজি	১০০ + ৫৩ = ১৫৩

দ্বিতীয় ছয় [illegible]র এষ্টিমেট।

২৫টী শূকরের বৎস ফিঃ বৎস ২৲ হিঃ	৫০৲
খোরাক মা[illegible]০ হিঃ	৭৫৲
চাকরের বেতন [illegible]সিক ২॥ হিঃ	১৫৲
টাকার সুদ	১২৲
ক্ষুদ্র ব্যয়	১৲
	১৫৩৲
২৫টা শূকর বিক্রয় প্রত্যেক ৯ হিঃ	২২৫৲
লোকসান	২৫৲
	২০০৲

এইরূপে প্রত্যেক ছয় মাসের শেষে খরচ খরচা চাকরের বেতন ও লোকসানের অঙ্ক ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বাড়াইয়া আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে ১০০ টাকা পুঁজিতে শূকরের ব্যবসা চালাইয়া ছয় বৎসরের শেষে সমস্ত খরচ খরচা বাদে ৪০০৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে। আরও অধিক লাভ হয় যদি বাজার হইতে শাবক খরিদ না করিয়া উহা পোষিত জন্তু হইতে উৎপাদিত করিয়া লওয়া যায় আর উহাদের আহারের জন্য

অন্য বন্দোবস্ত করা যায়। অর্থাৎ তাহারা ধনী জনা লইয়া তথায় [illegible] আদি জমাইলে বিশেষ সুবিধা হয়। বারবার কেবল 'বাবা গা' [illegible] সঙ্গে এই প্রকার বন্দোবস্ত [illegible] আপনা হইতে আবশ্যক হইয়া উঠে।

উপরে যে ব্যবস্থা দেওয়া গেল উহা অ[illegible] বলিতেও অবশ্য [illegible] বিশ্বস্থমিলনের আশা [illegible]। কিন্তু ধনীর বাড়ি [illegible] পাইবে কোথায়?

আমরা বলি আমাদের [illegible] ব্যক্তিরা এক কাজ করুন। [illegible] না আপনির মধ্যে দল বাঁধিতে আরম্ভ করুন। [illegible] হইতে দল বাঁধিয়া সংসারে [illegible] জনে চারি জনে দশ [illegible] যে ক্ষেত্রে যে রূপ সম্ভব [illegible] যৌতুকে কারবার আরম্ভ করুন [illegible] সকলেই সাধ মনোরথ হইবেন।

এখন আমাদের '[illegible]' বাবা বলিতে পারেন [illegible] অন্যই নয়, "আমি যে এত শিক্ষা পাপ্ত হইলাম তাহা কি এত [illegible] ব্যবসা বা তৎসদৃশ কাজে পর্য্যবসিত হইবে? আমার কাব্য অলঙ্কার গণিত জ্যোতিষ দর্শন, বিজ্ঞান লইয়া কি আমি এখন শূকরের গোয়ালে ঢুকিব? ছি ছি তা পারিব না। অত নিচুতে যাইতে পারিব না। উপবাস করিয়া মরি সেও ভাল তবু অমন কাজ করিব না।"

লেখা পড়া শিক্ষা করা ভদ্রসন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে, তুমি ভদ্রসন্তান এই জন্যই বিদ্যাভ্যাস করিয়াছ, লেখা পড়া শিখিয়াছ। যদি না শিখিতে তোমার কর্ত্তব্য পালন করা হইত না, প্রকৃত প্রস্তাবে ভদ্রলোক পদের বাচ্য হইতে না, প্রকৃত মানসিক সুখের অধিকারী হইতে না। তুমি বিদ্যাভ্যাস করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়াছমাত্র। একটী কর্ত্তব্যপালন করিয়াছ বলিয়াই যে তুমি এক দিনের মধ্যে ধনী হইতে পারিবে ইহার অর্থ কি? পাণ্ডিত্য ও পয়সা, দুইটী পৃথক পদার্থ। পাণ্ডিত্যের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলে ফল হাতে হাতে পাইয়াছ— পণ্ডিত হইয়াছ। কিন্তু পণ্ডিত হইয়াছ বলিয়াই যে ধনী হইবে এরূপ আশা করিতে পার না। যদি কর সে অন্যায়। ধনাগমের জন্য চেষ্টা কর [illegible] হাতে হাতে পাইবে ধনী হইবে। আগে এ, বি, না শিখিয়া যেমন এম, এ পাস করিতে পার নাই তেমনি আগে [illegible] ব্যবসা না করিয়া মণি কাঞ্চনের আড়তদার হইবার প্রত্যাশা করিতে পার না। অবশ্য তুমি যে প্রকৃতির শিক্ষা পাইয়াছ, তাহাতে প্রধানতম বিচার পতির কার্য্য বা সুপ্রিমকাউন্সিলের আসন তোমার অধিকারের বহির্ভূত না হইতে পারে। কিন্তু তোমার বিদ্যা বুদ্ধির উপযুক্ত পদ তুমি হঠাৎ পাও কৈ? যদি পাও তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় ত আর কিছুই নাই কিন্তু যদি না পাও অথচ ধন উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তুমি কি জন্য শূকরের গোয়ালে ঢুকিবে না। যদি তুমি তোমার উচ্চশিক্ষার অভিমান কর, তাহা হইলে বুঝিব তোমার কিছুমাত্র শিক্ষা হয় নাই। তুমি গণ্ডমূর্খ। পক্ষান্তরে তোমাকে সমাজের ভয় করিতে হইবে না। সময়গুণে সমাজ অনেক 'দোরস্ত' হইয়া উঠিয়াছে। তার পর তোমাকে নিজ হস্তে শূকর বিক্রয় করিতে হইবে না। সে সকল কার্য্যের

করিবে। তুমি খালি বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ কর্ম্ম দেখিয়া লইবেমাত্র। বাঙ্গালার এক জন বিখ্যাত উৎকৃষ্ট জাতীয় জমীদার শূকরের ব্যবসা করিয়া থাকেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে শূকরের ব্যবসার নাম করিলাম, সৎপথে থাকিয়া অর্থাগমের জন্য যে কোন ব্যবসাই হউক অবলম্বন করিতে লজ্জার বিষয় কিছুই দেখি না। অপিচ তুমি শূকরের গোয়ালে ঢুকিলে বড় লোক হইতে পারিবে না আর কেরাণীগিরি করিলেই পারিবে ইহার প্রমাণ কি? পরন্তু কেরাণীগিরি আর পৃথিবীতে নাই। তোমার জাতি জ্ঞাতীরা অথবা কেরাণীগিরি সমস্তই দখল করিয়া ফেলিয়াছে, যদিও কোন খানে এক আধটা থাকে তাহাতে প্রবেশ করিলে তুমি বড় হইতে পারিবে না, প্রভূত সাহেবের 'কিক' ও তত্তোধিক তাঁহার বড় বাবুর ঝাটা কোস্তা খাইয়া তোমার পড়া লেখা, বিদ্যা বুদ্ধি, সম্ভ্রমজ্ঞান স্বদেশবাৎসল্য সমস্তই 'গোল্লায়' যাইবে ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। হাতে হাতে অসংখ্য শিক্ষিত লোকের দুর্দ্দশার দৃষ্টান্ত দিয়া এ কথা প্রমাণিত করিতে পারি।

তারপর, উদাহরণস্বরূপ শূকরের ব্যবসাই ধর। উহা স্থূলদর্শীর নিকট ক্ষুদ্র হইলেও স্বাধীন বৃত্তি। আর নিচু হইতে উঁচুতে উঠিতে কতক্ষণই বা লাগে? শূকরের গোয়াল হইতে কি তুমি বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর হইতে পার না? আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালীযুবক যদি কখন বড়লোক হয় ত শূকরের গোয়াল হইতেই হইবে, কেরাণীর কেদারা হইতে হইবে না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গীয়যুবক জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য দল বাঁধুন নতুবা তাহার উপায়ান্তর নাই। নিঃসম্বল দরিদ্রের মুখ পানে কেহই তাকায় না। বাঙ্গালীনবযুবকবৃন্দ! জীবনসংগ্রামে তোমাদিগকে সহায়তা করে, দেশে এমত লোক নাই। তোমাদিগকে নিজে নিজেই সব করিয়া লইতে হইবে অতএব "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" মিল মেকলে স্মাইলের গৌরব রক্ষা কর। স্বানুবর্ত্তীতার মাহাত্ম্য দেখাও নতুবা তোমাদের উদ্ধার নাই। awake' arise! or be for ever fallen!

এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর সম্প্রতি স্বদেশহিতব্রত দৈনিক সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান মিরারের' 'প্রেরিত স্তম্ভে' স্বাধীন জীবিকা ঘটিত প্রশ্নের আলোচনা হইতে দেখিয়া যথেষ্ট সন্তোষলাভ করিয়াছি। এই প্রশ্ন এত গুরুতর ও আবশ্যকীয় যে ইহা সকল ব্যক্তিরই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। প্রাগুক্ত পত্রের জনৈক লেখক 'শিক্ষিত ভারতবাসী ও কৃষিকার্য্য" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে ৫০ পঞ্চাশ বিঘা ভূমি চাষ করিলে মাসিক ৪৯৲ টাকা আয় হইতে পারে। লেখক এই চাষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে এ 'এষ্টিমেট' দিয়াছেন। যদিচ প্রস্তাব অদীর্ঘ হইল ও আমাদের নিতান্ত স্থানাভাব তথাচ বিষয়টীর প্রয়োজনীতা এত অধিক যে নিম্নে উল্লিখিত 'এষ্টিমেটের' অনুবাদ দেওয়ার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বাৎসরিক ব্যয়।

৫০ বিঘা ভূমির রাজস্ব ফি বিঘা ১৲হিঃ	৫০৲
৮টা 'লাঙ্গলা গরুর' মূল্য ৩০ হিঃ	২৪০৲
গোরক্ষক ১জন ১॥ হিঃ	১৮৲
৪ জন কৃষাণ চাকর মাসিক ২॥০হিঃ	১২০৲

চাকরদিগের খোরাকী খরচ ইত্যাদি	৯৬৲
কৃষকের নিজের খরচ	১৭০৲
হরেক রকমে ব্যয়	৫০৲
মোট	৭৪৪৲
আয়।	
৪০ বিঘা জমীতে গড়ে ৪৮০ মণ ধান্য ফি মণ ১।০ হিঃ	৬০০৲
১০ বিঘা পাটের জমীতে গড়ে ১২ মণ পাট ফি মণ ২৲ হি	২৪০৲
১০ বিঘা কপাসের জমীতে ১৫০মণ ১হিঃ	১৫০
১০ বিঘা সর্ষপের জমীতে ১৫০মণ ১॥হিঃ	২২৫
মোট	১২১৫৲

এই তালিকায় ভূমির রাজস্ব অবশ্য বড় অল্প ধরা হইয়াছে। ১টাকা হারে আবাদের উপযোগী উৎকৃষ্ট জমি দেশের কোন স্থানেই বোধ হয় পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট ভূমির নিরিখ সাধারণত ৪৲ টাকার কম নয়। যাহা হউক ৪৲ চারি টাকা হারেও জমি লইয়া যদি যত্ন ও সাবধানতার সহিত চাষ করা যায় আর 'হাজা শুকা' না হয় তাহা হইলেও ৫০ বিঘায় প্রচুর পরিমাণে লাভ হইবে এবং তদ্দ্বারা শিক্ষিতযুবা সামান্য কেরাণীগিরি অপেক্ষা সুখে সচ্ছন্দে কাটাইতে পারিবেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

—:৫:—

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূলসূত্র।

তুব্যাধিবিপর্য্যস্ত বিপর্য্যস্তার্থকারিণাম্।
বধান্ন বিহারাণামুপযোগ সুখাবহম্,
বদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ———"

হেতুর অথবা ব্যাধির বিপরীত হেতু ব্যাধির বিপরীত অথবা বিপরীত না হইয়াও বিপরীত কার্য্যকারী ঔষধ, অন্ন, বা বিহারের স্থায়ী সুখকর উপযোগ উপশয় নামে অখ্যাত, ইহার দৃষ্টান্ত যথা,——

শুণ্ঠাদ্যং কফাজ্জ্বরেহতি সুখদং, শ্রান্ত্যম বাতজ্বরে

পথ্যং মাংসরসৌদনং তথ দিবা স্বপ্নোত্থিতে শ্লেষ্মজে,

রাত্রৌ জাগরণং, তথাপি সবণে পাঠাদিকং স্তম্ভনং,

মাস্বান্নমিহপ্রবাহনমুদাবর্ত্তেসতাং সম্মতং,

ভেষজ্যং দশমূলকং শ্বসনজে শোথেহথ তক্রং হিতং।

বাতোল্মে গ্রহণীগদেচ নিয়তং তন্দ্রাং দিবা-স্বপ্নজাং।

রাত্রৌজাগরণং জয়েদ্ব্রণভবং শোথং প্রলেপোহস্তরো

স্তং শোথঞ্চ বিদাহিভক্ষ্য মদিরোন্মাদং তথা জাড্যজং,

ছর্দ্দ্যাং ছর্দ্দনকারকং মদনকং ক্রৌঞ্চং ...

বান্তৌবাস্তিকবং প্রবাহনমতঃ পথ্যং বিবেহস্ত্বিধিঃ মদ্যং মদ্যকৃতে জলপ্রতবণং ব্যায়ামজন্মেহনিলেভৈষজ্যাম্বিগাবরুন্ধমখিলং জ্ঞেয়ং সুধীবৈঃক্রমাৎ।

কফ জ্বরের কারণ শীতল, তাহার ঔষধ শুণ্ঠ্যাদি উষ্ণদ্রব্য। শ্রমজন্য বাতিকজ্বরে মাংসরসৌদন, দিবানিদ্রাজনিত কফে রাত্রে জাগরণ, এই তিনটী যথাক্রমে হেতুর বিপরীত ঔষধ অন্ন ও বিহার ব্যাধির বিপরীত যথা,—অতীসারে আকনাদ প্রভৃতি স্তম্ভন ঔষধ, মসূরাদি অন্ন, উদাবর্ত্তে প্রবাহন। কারণ ও রোগের বিপরীত যথা,—বাতশোথে দশমূল, ইহা বায়ুর এবং শোথের নাশক,বাত কফ গ্রহণীরোগে তক্র, শীতবাতজনিতজ্বরে পেযা, স্নিগ্ধ দিবা স্বপ্নজ কফতন্দ্রায় রুক্ষ,কফতন্দ্রা বিপরীত জাগরণ। বিপরীত না হইয়া ও বিপরীত অর্থকরী যথা,—পচ্যমান ব্রণশোথে উষ্ণপ্রলেপ ঔষধ সেই ব্রণশোথে বিদাহি অন্ন, বায়ুজন্য উন্মাদে ভয় দেখান। ব্যাধির বিপরীতার্থ কারী ঔষধ যথা,—বমিতে বমিকারক মযনা ফল ঔষধ, অতীসারে বিরেকের জন্য দুগ্ধ, বমিতে বমি করা। হেতু ব্যাধির বিপরী তার্থকারী ঔষধ যথা ;—অগ্নি দগ্ধ স্থানে উষ্ণ অগুরু প্রভৃতির লেপ, বিষে বিষ, মদ্যপানজনিত মদাতায় রোগে মদ্য। ব্যায়ামজনিত মূঢ়বাতে জলসন্তরণরূপ ব্যায়াম।

এই মূলসূত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আয়ুর্ব্বেদ কেবল 'এলোপ্যাথী' মতের মূলভিত্তি নহে, 'হোমিওপ্যাথী' মত ও ইহাতে অপ্রতাক্ষভাবে অবস্থিতি করিতেছে। হেতুর বিপরীত হইলেই যে তাহা ঔষধ হইবে, ইহাও আয়ুর্ব্বেদ স্বীকার করেন নাই, আয়ুর্ব্বেদের অভিপ্রায় হেতুর বিপরীত হইয়া তাহা প্রয়োগে যদি রোগের উপশম হয়, তবে তাহা চিকিৎসার উপযোগী। তবে এটি স্বাভাবিক নিয়ম যে বিপরীত হইলে অধিকাংশ স্থলেই প্রায় তাহার উপশম করে।

'শীতেনোষ্ণকৃতান্ রোগান্ শময়ন্তি ভিষগ্বিদঃ,
যে চ শীতকৃতারোগা স্তেষামুষ্ণং ভিষগ্ জিতম্॥

বৈদ্যের মধ্যে জ্ঞানিরা উষ্ণকৃৎরোগ শীত ক্রিয়ায় শান্তি করেন, এবং শীতকৃত রোগ উষ্ণ ঔষধে শান্তি করেন।"

[...]প্যাথি চিকিৎসা এই মূলে [...]কিন্তু তাহার ও ব্যভিচার দৃষ্ট [...]প্যাথীমতে স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব [...]ইলে "অর্গট অফ রাই" যেরূপ [...] রক্ত বন্ধ করাইতেও অর্গট অফ রাই তেমনি ঔষধ। সাধারণ দৃষ্টিতে বোধ হয় এই একই ঔষধ বিষম কার্য্য করে, কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে এ বিপর্য্যযতার সূক্ষ্মতত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। অর্গট জরায়ুর উপর কার্য্য করে, জরায়ুর সঙ্কোচসাধনই 'অর্গটের' কার্য্য, রক্তে জরায়ু পূর্ণ থাকিলে অর্গটের কার্য্যে জরায়ুর সঙ্কোচ হয়, এবং সহজেই রক্তস্রাব ঘটে, রক্তের অল্পতা হইয়া জরায়ুর পথ বিস্ফারিত থাকিলে অর্গটে তাহার অল্পতা করিয়া রক্ত বন্ধ করে। দেখিতে গেলে কার্য্য এক, কিন্তু বাহ্যফল সম্পূর্ণ বিভিন্ন ? আয়ুর্ব্বেদের 'বিপর্য্যস্তার্থ কারিণাম্'' শব্দের সার্থকতার এই খানেই উপলব্ধি হয়। হোমিওপ্যাথী মতের সহিত এস্থলে সম্পূর্ণ ঐক্য না হউক কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ঐক্য।

হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারকর্ত্তারা ঔষধ প্রয়োগে ঔষধের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের মতের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, সুস্থ শরীরে ঔষধ প্রয়োগে যে ফল হয়, অসুস্থ শরীরে ঔষধ প্রয়োগে তাহার বিপরীত ফল কেন ঘটে, সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে যান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রকৃত শক্তি অনুসন্ধান করিতে পারিলে সকল চিকিৎসার মূলভিত্তি যে এক হইবে না, কে বলিতে পারে? চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলভিত্তি সামঞ্জস্য করিতে পারিলে সহজেই চিকিৎসার উন্নতি হয়।

আয়ুর্ব্বেদ জগতের চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল, যে আয়ুর্ব্বেদ বিপরীত মতের সৃ আয়ুর্ব্বেদই "বিষস্য বিষমৌষ ছেন,—যে আয়ুর্ব্বেদ ধুস্তূরের ছেন উন্মত্ত, যাহার গুণ বর্ণি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন 'মত্তাবা। সেই আয়ুর্ব্বেদই উন্মত্তরোগের চিকিৎ স্থলে উপদেশ দিয়াছেন,—

"শ্বেতোন্মত্তোত্তবদিগ্ধং সিদ্ধন্তু পায়স।
গুড়াঢ্যসংযুতোহন্তি,সর্ব্বোন্মাদাস্ত্রদোষজা॥

ইহা কি সাদৃশ্য মতের পোষক নহে? আমাদের দেশে একটী একটী মূলসূত্র ধরিয়া তাহার গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করা অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছে যাহাতে আত্ম-নিষ্ঠ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হয়, যাহাতে জগতের উপকার, এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে ভারতবাসীর আর সাহস নাই।

আজকাল আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি বিষয়ে কেহ কেহ মনোযোগী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত উন্নতির পথে কেহই গমন করিতেছেন না। প্রাচীন আর্য্যগণ সকল বিষয়েই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব হইতে ফলে পর্য্যবসিত করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদের মূলতত্ত্ব আবিষ্কর্ত্তারা প্রথম, যান্ত্রিকক্রিয়ার সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে বায়ু পিত্ত ও কফের অবতারণা করেন, যে শক্তির দ্বারা স্পন্দন উদ্বহন পৃথক্ করণ প্রভৃতি কার্য্য হয়, যে শক্তিদ্বারা শারীরিক সকল পদার্থের জড়শক্তির অপনীত হয়, তাহাকেই বায়ু বলে, শরীরের সকল পদার্থই সচল, বায়ুই তাহাদিগকে সঞ্চালন করিতেছে। এরূপ শক্তি যে শরীরের মধ্যে প্রধানতম কার্য্যকরী তাহা কেনা স্বীকার করিবে? তজ্জন্যই বায়ু সকল প্রধান গণ্য হইয়াছে। সেই বায়ু আবার স্থান ভেদে পঞ্চধা গণিত হইয়াছে, দ্বিতীয় পিত্ত, যে বস্তুর দ্বারা শরীরের রস রক্তবর্ণ তেজ, উষ্ণতা প্রভৃতি আছে, তাহাকেই পিত্ত বলে। তৃতীয় শ্লেষ্মা, যাহার দ্বারা সন্ধিস্থলের সংযোগ শরীর স্নেহময় প্রভৃতি কার্য্য হয় তাহাকে শ্লেষ্মা বলে। এই তিন উপাদানই শরীরের জীবনবৃত্তির যান্ত্রিক কার্য্যের প্রধান সহায়, ইহাদিগকে ও পৃথক্ পৃথক্ গণনা করিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শারীরিক মূলতত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহা হইতেই বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা অন্যতম কোপ(১)সকল রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; দেখিতে গেলে ইহাতে সকল যান্ত্রিক তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। ইহার মূলতত্ত্ব [illegible]

---

(১) 'ধুস্তূরো ধূর্ত্ত ধুস্তূবাবুন্মত্ত কনকাহবয়ঃ।
* * * * * *
ধুস্তূরো মদবর্ণাগ্নি বাতকৃজ্জ্বর কুষ্ঠহৃৎ॥"
ভাবপ্রকাশঃ।

(১) "সর্ব্বেষামেবরোগানাং [illegible]
কুপিতাস্তু [illegible]

বৈজ্ঞানিক বিশালতার ফল, কিন্তু সে বৈজ্ঞানিকদৃষ্টি এখন আর নাই কেবল কতকগুলি গ্রন্থের ভ্রমসঙ্কুল প্রতিশব্দ যুক্ত অনুবাদ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির পথ নহে, আয়ুর্ব্বেদের মূল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির প্রধান পথ। এখন জগৎ বিজ্ঞানময় ধর্ম্মেও বৈজ্ঞানিকতা, এ সময় আয়ুর্বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার না হইলে আর কবে হইবে?

সুশ্রুত বায়ু পিত্ত কফের শারীরিক কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা,
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা।"

চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ু বিসর্গ আদান ও বিক্ষেপে যে রূপ জগৎকে ধারণ করে, কফ পিত্ত ও বায়ু সেইরূপ দেহকে ধারণ করে। চন্দ্র সোমগুণ বিসর্জ্জনে পৃথিবীকে স্নিগ্ধ এবং সূর্য্য শোষকতে পৃথিবীর রসদ ভাব গ্রহণ করিয়া জগতের আবশ্যকীয় পোষণ ও আয়ত্ত সাধারণ হইয়াছে। ইহার ও মূল কর্ত্তা বায়ু, বায়ু কখন শীতগুণে কখন উষ্ণগুণে চন্দ্র ও সূর্য্যতেজ সঞ্চালন করিয়া উভয় কার্য্য সাধাইতেছেন, শরীরেও বায়ু পিত্ত ও কফের সেইরূপ সম্বন্ধ।

শ্রী·· দেবেন্দ্রনাথ রায় কবিরাজ।
চণ্ডীপুর।

পুরাণ-সমালোচন।

(১)*

শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুই দৈত্য ঘোর অত্যাচারী ও আর্য্য রাজ্যের কণ্টক স্বরূপ হইয়া উঠিল। আর্য্যরাজ্য বিশৃঙ্খল ও বলহীন হইয়া পড়িল—স্বর্গরাজ্য একপ্রকার অশান্তির আলয় হইয়া দাঁড়াইল। দেবগণ একে একে পরাভব স্বীকার করিতে লাগিলেন—দেশানুরাগ আর অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে পারিল না। কিন্তু দৈত্যরাজ্যও চির স্থায়ী হইল না. কেননা অত্যাচারে পীড়িত হইয়া অধিবাসীগণ আবার একত্র হইল। তাহারা পরস্পরের পীড়ায় সমদুঃখী হইয়া প্রতীকারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল অতএব জাতীয় শক্তির উত্থান হইল।

সকল দেশেরই ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দেশ যখন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন থাকে তখন স্বদেশানুরাগ সকল হৃদয়ে সমভাবে প্রবাহিত হয়; যখন

* ১ম, প্রস্তাব তৃতীয় সংখ্যা 'সমালোচকে' প্রকাশিত হইয়াছে। সং স।

জাতীয়তা কি অমূল্য সামগ্রী সকলে হৃদয় ঙ্গম করিতে পারে তখন দেশ নিরাপদ। আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া ক্রমশঃ হীনবল অসভ্য বর্ব্বরদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন ও বিস্তার করিতে লাগিলেন-আদিম জাতিরা ক্রমে ক্রমে আপনাপন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল। কিন্তু যেখানে বীরত্ব ছিল, যেখানে মনুষ্যত্ব ছিল সেখানে জয়লাভ সহজে হয় নাই—অসুর অসভ্যজাতীয়েরা সময় ও সুবিধা পাইলেই শিরোন্নত করিত। এ দিকে সর্ব্বদাই রাজ্য মধ্যে সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে বর্ব্বরজাতীয়েরা আর্য্যদিগের সংঘর্ষণে উন্নত ও সভ্য হইতে লাগিল এবং যেখানে আর্য্যদিগের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিত সেইখানেই আর্য্যদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত।

পুরাণে আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে যখনই কোন দৈত্য অসুর বা দানব সামান্য উন্নত হইত এবং স্বাধীনতার জন্য তপস্যা অর্থাৎ প্রাণপণ চেষ্টা করিত অমনি স্বর্গে অর্থাৎ দেবনিবাসে বা আর্য্যরাজ্যে দেবগণ শঙ্কাযুক্ত হইতেন। অসুর দমন করিবার জন্য অমনি মহতী সভা আহূত হইত, অসুর বিনাশের উপায় উদ্ভাবিত হইত। দেবগণ সর্ব্বদাই অসুর হস্ত হইতে স্বর্গরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকিতেন। এ সকল ঘটনা আর্য্যদিগের ভারতে আসিবার অনেক পরে সংঘটিত হইয়াছিল—অনুমান দুই তিন শতাব্দীর ন্যূন নহে কারণ সে সময়ে স্বর্গের যে রূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে স্বর্গরাজ্য বা আর্য্যনিবাস তৎকালে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। কোন একটী রাজ্য অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্য অবস্থায় আসিয়া সমৃদ্ধিশালী হইতে এবং অসভ্য অধিবাসীদিগের হৃদয়ে স্বাধীন ভাবের উদয় হইতে দুই তিন শতাব্দীর ও অধিক লাগে।

আর্য্যদিগের সহবাসে অনার্য্যেরা স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিল নতুবা তাহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইত না। অসুরেরা এ সময়ে স্বাধীনতার মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিল সুতরাং তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিত না। কিন্তু পুরাণের বর্ণনানুসারে দেখা যায় যে অসুরেরা প্রায় সর্ব্বদাই নিষ্ফল হইত। একথা কতদূর সত্য তাহা স্থির করা যায় না তবে নিঃসংশয়ে এ কথা বলা যাইতে পারে যে তাহারা শান্ত এবং নিকপ-টরকারী প্রজা বা আত্মীয় ছিল না। আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য প্রায় সর্ব্বদাই তুমুলসংগ্রাম উপস্থিত হইত। যৎকালে আর্য্যরাজ্যের এবম্প্রকার অবস্থা তৎকালেই শুম্ভ নিশুম্ভের প্রাদুর্ভাব। এই দুই ভ্রাতা প্রকৃত দেশহিতৈষী বীর ছিল। আর্য্যদিগের অনুকরণে তাহারা সুদৃঢ় দুর্গ এবং বিস্তীর্ণ [illegible] নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

দেবগণ [illegible] এই ভ্রাতাদ্বয়কে পরাভূত করিতে পারিলেন না। কিন্তু যতই তাহাদিগের সৌভাগ্য স্থায়ী হইতে লাগিল ততই রাজ্য রক্ষায় তাহাদিগের শৈথিল্যভাব দেখা দিতে লাগিল। কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া, রাজ্যকে নিরাপদ করিবার চেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইয়া তাহারা আমোদ প্রমোদে রত হইল—সুখশয্যায় শয়ন করিয়া দিবসে সুখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল,

সুতরাং বিলাস ও আলস্য আসিয়া তাহাদিগের সহচর হইয়া দাঁড়াইল। যে কারণে রোমের অধঃপতন যে বিলাসিতা ও তাহার আনুসঙ্গিক পাপ সকল মুসলমান দিগকে ভারতে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিল যে বিলাসিতার পূর্ণ চিত্র ১২৭৮ সালে জর্মান ও ফরাসিস যুদ্ধে সিডানক্ষেত্রে উজ্জ্বল বর্ণে প্রদর্শিত হয় সেই কারণ— সেই বিলাসিতা শুম্ভ নিশুম্ভের রাজ্যে প্রবেশ করিল। গৃহবিচ্ছেদ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ অন্তর্জাতিক বিবাদ বিসম্বাদাদি সুন্দরী রমণীর আকারে শুম্ভ নিশুম্ভের রাজ্যে বিহার করিতে লাগিল। কর্ত্তব্যজ্ঞান বির্জ্জিত অদূরদর্শীলোকদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার প্রয়োজন হইলে পরস্পরের মনে অহঙ্কার উত্তেজিত করা একটী সহজ উপায়, অহঙ্কারের ভাব উত্তেজিত করিতে পারিলে আর কিছুই করিতে হয় না। আত্মগরিমার মধুপানে লোকে উন্মত্ত হইয়া জ্ঞানশূন্য হয় এবং সুখময়ীরমণীজ্ঞানে নিয়ত তাহার সহবাসবাঞ্ছা করে। অমৃতভ্রমে লোকে এই কালকূট পান করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার বিষময়ফল হইতে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ও অন্তর্জাগতিক বিবাদ বিসম্বাদি উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যসমাজের কি সর্ব্বনাশই না সাধন করে। অন্তর্জাগতিক বিবাদে হিন্দুরাজত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য জলবুদ্বুদবৎ ধ্বংশ হইয়াছে, ফরাসিস্ রাজ্য অধঃপাতে যাইতে যাইতে রহিয়া গিয়াছে।

শুম্ভ নিশুম্ভ বিলাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিল দেবগণের বিলক্ষণ সুবিধা হইল। অসুররাজ্যে কি প্রকারে ও কি আকারে গৃহবিবাদ ও বিলাসিতা প্রবেশ লাভ করিল এবং সমস্ত রাজ্য মধ্যে কি অবস্থায় বিশৃঙ্খলতা বিরাজ করিতে লাগিল, কবি তাহা চমৎকার কৌশলের সহিত বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমে গৃহবিচ্ছেদ ও বিলাসিতা দুই জনে মিলিয়া এক মনোহারিণী রমণীবেশে নগরপ্রান্তে প্রমোদউদ্যানে বিহার করিতে লাগিল। নগর ও সমস্ত রাজ্যের প্রজাবর্গ একে একে তাহার আপাতমধুর রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে সকলেরই মনে এই দুই ব্যাধি সংক্রামক রোগের ন্যায় আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইল। অবশেষে তাহারা রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া রাজার মস্তক অবনত করিয়া তাহাতে স্বীয় চরণ স্পর্শ করাইল। রমণীর কথা এই যে, 'আমাকে যে পরাজয় করিবে আমি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিব।' এইরূপে শুম্ভ নিশুম্ভের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

এ দিকে দেবতারা কোন্ বলে অসুররাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিলেন তাহা একবার দেখা যাউক। সমগ্র দেবতার বল কালী (শক্তি)রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। কালী নগ্না। তাঁহার মান সম্ভ্রম জ্ঞান নাই। বিলাসিতার সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই। সমগ্র লোকের বলরূপী যে হস্ত তাহা তিনি আপনার কোটিদেশে ধারণ করিলেন। সংসারধর্ম্মে জড়িত হইবার এবং বাঙ্গালীজীবনের অধঃপতনের ও সর্ব্বনাশের মূল যে পরিণয়বন্ধন তাহা তিনি ছেদন করিলেন কেননা পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া সংসারজালে জড়িত হইলে তাহা হইতে আর নিষ্কৃতি নাই এবং সংসারলিপ্ত লোকের সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্য কার্য্য সম্পাদন করা এক প্রকার অসম্ভব।

সুতরাং কালী পতিপ্রেম তুচ্ছ করিলেন দাম্পত্যসুখে জলাঞ্জলি দিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে প্রেম বিসর্জন করিলেন না। দাম্পত্যসুখে কেবলমাত্র বঞ্চিত রহিলেন, পতি তাঁহার নিকট শবের ন্যায় প্রতীয়মান হইল আবার স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র বল ও সহায় বলিয়া পতির বক্ষের উপর হইতে পতির বলে স্থাপন স্থিতি করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। মহাদেব যোগ শ্রেষ্ঠ—যোগস্থ বলে অচল অটল। তিনি যে কালীর উপযুক্ত সহায় হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এমন দৃঢ়বল মহাযোগীর সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মরূপিণী কালী ব্যতীত আর কে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারে? দেবতারা কালীকে ভিন্ন আর কাহাকে সহায় করিয়া যুদ্ধ করিবেন? কালীর হস্ত চারিটী তাঁহার নাম চতুর্ভুজা। এক হস্তে জগৎকে যাহা দেখাইতেছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, যদি ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া সাংসারিক মায়া ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলেই দেশের হিতসাধনে সক্ষম হইবে—এরূপ উপকরণ, এমন প্রহরণ থাকিতে কাহাকেও ভয় নাই। অপর হস্তে খড়্গ বা শাণিত তরবারি, অধর্ম্ম অত্যাচার এই শাণিত খড়্গে ছিন্নমস্তক হইয়া পৃথিবীর ভার মোচন করিবে। ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলেই তরবারির সহিত বিবাদ বাধিবে। তরবারির ন্যায় আর কেহ শত্রু মর্দ্দনে সমর্থ নহে। কালীর তৃতীয় হস্তে ছিন্নমস্তক। স্বদেশের হিতের জন্য রত হইতে হইলে অগ্রে মস্তক ছিন্ন করিতে হয়। দেশের জন্য যাহার অন্তর কাঁদে তাহার মস্তক তাহার নিজের নহে। তাহার আমিত্ব থাকে না। সমস্ত দেশ নিজের বলিয়া জ্ঞান হওয়াতে তাহার আমিত্ব ধ্বংশ হইয়া যায়—পরের স্বার্থে বা পরার্থে তাহার নিজের স্বার্থ মিশিয়া যায়। পরের প্রাণে তাহার প্রাণ মিলিত হইয়া যায় সে পরের প্রাণে আপনার প্রাণকে অনুপ্রাণিত করে। তাহার আত্মপর থাকে না। যাহা আপনার তাহাই সে পরের করে, যাহা পরের তাহাই সে আপনার করে। পরের মঙ্গলে তাহার মঙ্গল, পরের অমঙ্গলে তাহার অমঙ্গল। সমদর্শিতা তাহার হৃদয় অধিকার করে, প্রেমের দ্বার তাহার নিকট উদ্ঘাটিত, পরের জন্য তাহার জন্ম তাহার জীবন ধারণ সমস্ত। তাহার জীবনত্যাগ পরের জন্য—আপনারে সে পরময় দেখে সুতরাং তাহার আমিত্ব ধ্বংশ হইয়া যায়। কালীর হস্তে আমিত্বের মুণ্ড আমিত্বের শিরশ্ছেদন করিয়া কালী সেই মুণ্ড স্বহস্তে ধারণ করিয়াছেন। চতুর্থ হস্তে জগৎবাসীকে আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন দেশভক্ত, স্বদেশানুরাগী, মায়ের সন্তান, মাতৃবৎসল যে যেখানে থাক চলিয়া আইস। উপরে ধর্ম্ম সম্মুখে মাতৃভূমি হস্তে সাহসের অসি—আইস সকলে মিলিত হইয়া অনুদারতা, মূর্খতা, দুর্নীতি, কুসংস্কারাদি অসুরদিগকে পদদলিত করিয়া উহাদিগের হস্ত হইতে স্বর্গরাজ্য মাতৃভূমির উদ্ধার করি।" যাঁহার এমন অমৃগর্ভ উপদেশ তিনি ব্যতিরেকে অসুরজয়ে দেবতাদিগের আর কে সহায় হইতে পারেন?

কালীর নয়ন তিনটী—তিনি ত্রিনয়না। দেশ উদ্ধার করিতে গেলে, অসুর হস্ত হইতে স্বর্গরাজ্য রক্ষা করিতে হইলে, দেশের ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান এই তিন অবস্থা বিশেষ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অতীতকালে দেশের

অবস্থা কি প্রকার ছিল, আর্য্যদিগের জ্ঞান বিজ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্বের সহিত অসুরদিগেরই বা কি প্রভেদ ছিল, এক চক্ষে এই সকল দেখিতে হইবে অপর চক্ষে বর্ত্তমানকালে দেশের কি দুর্দ্দশা, স্বর্গরাজ্যের কি অবস্থা, ধর্ম্মের কি ভাব, দেবগণের কি রূপ দুঃখ, অত্যাচার, দেশের মনুষ্যহীনতা স্বার্থের পূজা, দয়া ধর্ম্মের অভাব এই সমস্ত দেখিতে হইবে। অবশেষে তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা অন্তর্জ্জগত দেখিতে হইবে —দেখিতে ও বুঝিতে হইবে যে ঐশি শক্তির কৃপা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে জড়জগৎ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপকরতঃ প্রকৃতির গূঢ় রহস্য ভেদ করা যায় না। জড়জগতের অন্তরে যে শক্তি বিরাজিত আছে, চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্র যে অনন্ত জ্যোতির আভাসমাত্র তাহার সাধনা আবশ্যক।

এবম্প্রকার মর্দ্দিত [illegible] অতুলশক্তির আধা [illegible] শত্রুমর্দ্দনে সমর্থা হইলেন কিন্তু এই সকল গুণের সমাবেশে যে শক্তি উৎপন্ন হইল তাহা অতি নীরস ও কর্কশ হইয়া দাঁড়াইল। ভগবৎ-প্রসাদ কেবল শুষ্ক কঠোরতায় লাভ করা যায় না, কেবল তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হয় না —প্রেমই ইহপরজগতের সার বস্তু। ভগবৎপ্রেমে বিগলিত না হইলে সাধক কখনই সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে না, সেই জন্য কালীমূর্ত্তিতে কঠোর শক্তির সহিত প্রেমের মিশ্রণ আবশ্যক হইল দাম্পত্য-প্রণয়, স্ত্রী পুরুষের পবিত্র প্রণয়, সেই প্রেমের আদর্শ। অতএব পতিরূপী শিবের [illegible] হইল—শক্তি আর্য্যশাস্ত্রমতে স্ত্রী বাচক হইয়া শিবের পত্নী হইলেন।

এ প্রকার পত্নীকে শিব কোথায় রাখিবেন? গৃহস্থ যেমন বস্ত্রালঙ্কার গৃহের গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখে শিবও তেমনি হৃদয়-পেটিকায় কালীকে স্থাপন করিলেন। শত্রুদলনী নৃমুণ্ডমালিনী কালীর সহিত মহা-যোগী মহাপ্রেমিক শিবের সংযোগ হইল। দেশের জন্য মাতৃভূমির জন্য শ্মশানবাসী, গৃহত্যাগী, মহাযোগী বৈরাগ্যব্রতাবলম্বী মহাদেব ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের হিতের জন্য কালীর সহিত সম্মিলিত হইলেন। কালী এই প্রকারে পতির সহিত মিলিত হইলেন সত্য কিন্তু পাছে দেশের মঙ্গলের বিঘ্ন ঘটে এই জন্য দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত রহিলেন মহাদেব মৃতভাবে তাঁহার পদা-নত হইয়া রহিলেন। এই রূপ প্রেম ও শক্তির সংযোগে শুম্ভ নিশুম্ভ বধের উদ্যোগ হইল। শক্তিরদ্বারা শত্রুদমন হইল, প্রেমের দ্বারা ঈশ্বরপ্রীতি লাভ হইল। অপ্রেমিক হইয়া কেহই কোনকালে জগতের কোন উপকার করিতে পারে না—কালী [illegible] কঠোর শক্তিতে স্বার্থ ও কুপ্রবৃত্তিরূপ দৈত্যদ্বয়কে বধ করিতে পারিতেন না।

শুম্ভ নিশুম্ভ মরিল কিন্তু রক্তবীজ উঠিল, তাহাকে বধ করা কালীর পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। পার্থিব দেহ থাকিতে, শোণিত মেদ মজ্জাদি বিশিষ্ট পঞ্চভূতাত্মক দেহ থাকিতে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। অপবিত্র দেহ লইয়া জীব কখনই সেই পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। পৃথিবীর সহিত জীবের যতক্ষণ সংস্রব থাকিবে ততক্ষণ তাহার মুক্তিলাভের কোন উপায়ই নাই। জড়জগতের সহিত সম্পর্কহীনতাই মুক্তি। কালী রসনাবিস্তার করিয়া রক্ত-বীজকে তাহাতে রাখিয়া পৃথিবীর সহিত

সংযত বর্জ্জিত করিলেন এবং যাহাতে আর পৃথিবীতে তাহার রক্ত না পতিত হয় এমন উপায় করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। রক্তবীজের শোণিত [illegible]র ভূতলে পড়িল না। পৃথিবীর সহিত তাহার আর সম্পর্ক রহিল না। রসনার সংযমই যোগমার্গের প্রধান উপকরণ শরীরের সর্ব্বত্রই অস্থি মজ্জা আছে কেবল জিহ্বায় নাই। রসনা কোমল, কোমলভাষা ও ভগবানের নাম উচ্চারণ করাই ইহার কার্য্য। অস্থি বিহীন হইয়া কঠোরতাশূন্য হইয়া, ইহাই আবার শাণিত খড়্গের কার্য্য করিয়া থাকে। চর্ম্ম ছেদে না হউক মর্ম্মভেদে উহা বিলক্ষণ পটু। সুতরাং রসনার সংযম বিশেষ আবশ্যক, রসনাকে সংযম করিয়া জগৎপাতার গুণ গানে নিয়োগ করাই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। এই জন্য রসনাকে অমৃতপান করিবার উপযোগী করিয়াই সৃজন করা হইয়াছে। অন্তরে যে মধুভাণ্ড আছে তাহা [illegible] মধুপান করিবার জন্যই মনুষ্য র[illegible] পাইয়াছে। সহস্রধারায় ব্রহ্মধাম হইতে অমৃতপাত হইতেছে, অন্তরের মধুভাণ্ড তাহাতে পূর্ণ হইতেছে, কিন্তু তাহা কয় জন পান করিয়া থাকে? কালী রসনা সংযত করিয়া দিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন যে আমিত্ব বিদূরিত হইল না তখন তাহা বিস্তৃত করিলেন স্বর্গীয় অমৃতপানে বাঞ্ছিত হইলেন। ললাটশোভন নেত্রদ্বারা ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি করিলেন--স্বর্গীয় জ্যোতি তাহাতে পতিত হইল—আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। গদগদস্বরে রসনা বিস্তার করিয়া সকল কারণের কারণ পবিত্রাত্মা বিমল জ্যোতির গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—ক্ষুদ্র আকাশ অসীম আকাশে মিশিয়া গেল। রক্তবীজ নষ্ট হইলে কালপত্নী কালী ও দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া চিরনিবাস অমৃতধামে গমন করিলেন। শিব তখন ডমরু হস্তে আনন্দে গালবাদ্য করিয়া উঠিলেন। মস্তকস্থিত ফণিনীগণ তখন ফণা ধরিয়া ঊর্দ্ধমস্তকে সেই স্বর্গীয়বাদ্য শ্রবণ করিতে লাগিল। এ দিকে দৈত্যকুল বিনষ্ট হইল। অসুদারতা বিদূরিত হইল পূর্ণজ্ঞান বিকাশ পাইল। দুঃখ দূর হইল অনন্তসুখের ধাম সম্মুখে দ্বার খুলিয়া দিল, সকল বিঘ্ন বিপত্তির অবসান হইল। পার্থিব শিবকে পদদলিত করিয়ে কালী মঙ্গলময়ের মঙ্গল-বাদ্যে মিশিয়া মিশিলেন কাল বিজীত হইল। ইহাই কালীমূর্ত্তি। সকলে কালীর পূজা কর নিশ্চয়ই কালী যে কালের পত্নী তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। কালীর ন্যায় শক্তি সঞ্চয় কর ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর আমিত্বের নিপাতসাধন কর তাহার ন্যায় জিহ্বা [illegible] করিয়া অমৃতপানে রত হও—শত্রুজয়ে [illegible] হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, অনন্তজ্ঞান ও আনন্দধাম তোমার করতলস্থ হইবে। কিন্তু হায়! কালী রসনাদ্বারা যে অমৃত পান করিতেন সে অমৃত এক্ষণে আর হৃদয়নির্ঝরিণী হইতে নিসৃত হয় না।

কালীর পূজার পদ্ধতি ও নিয়মাবলি কি? নিশীথকালে ঘোর অন্ধকার অমানিশায় কালীর পূজা বিহিত। যখন দেশ ও জাতীয় শিক্ষা ঘোর তমসাচ্ছন্ন, যখন মানবহৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন সেই কালই মহাশক্তির পূজার প্রশস্তকাল। যখন পাপে মনুষ্য আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, যখন মনুষ্য সকল বিষয়ে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, যখন ঘোর নিদ্রা আসিয়া মনুষ্যকে আক্রে[illegible]

তন করে, তখনই মহাশক্তির আরাধনা করিয়া লোকে শক্তি সঞ্চয় করে, পাপ রাশিকে জলন্ত অনলে দগ্ধ করে ও সকল বিষয়েই শক্তিমান হয়। মানব যখন নিরাশায় অবসন্ন তখন মহাশক্তি ব্যতিরেকে আর কেহই তাহার হৃদয়ে বল সঞ্চার করিতে সমর্থ হয় না। এই অবসন্ন ও নিস্তেজ অবস্থাতেই মহাশক্তির আরাধনা করিবে। তাঁহার নগ্নাবস্থায় আরাধনা করিতে হইবে কেননা বিকার বর্জ্জিত হইয়া এবং প্রবৃত্তি মার্গ নিরোধ করিয়া আরাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক করা যায় না, আর আপনাকে জগৎ হইতে -রিতে না পারিলে সাধকের সাধ ... । ভক্ত তন্ময় হইয়া মহাশক্তির চরণে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে। মধু অমৃত, ভক্ত সেই মধুপান করিবে বৈরাগ্য মধুপান করিয়া সাধক উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে। সে বৈরাগ্য প্রতিপন্ন করে যে সমস্ত জগৎ অসার, মানব দেহ অসার, সেই বৈরাগ্যমধু পূর্ণমাত্রায় পান করিবে। সাধকের বামে নৃত্য গীত পটু কোকিলকণ্ঠী রমণী দক্ষিণে সংসাররূপ মদা -সম্মুখে অষ্টশুক্তি। সাধক এই সমস্ত প্রলোভনের হস্ত হইতে আত্মসংযম ও আত্ম রক্ষা করিয়া পূজায় বসিবেন। নরকের কীট যতক্ষণ না নরকের পূতিগন্ধ বিমুক্ত হইবে ততক্ষণ তাহার ... না কি সে পবিত্রা শক্তি দেবীর সমীপবর্ত্তী হয়? সংসারমদাপানে বিরত হইয়া প্রবৃত্তিরূপ ছাগ মহিষাদি বলি দিয়া, মোহরূপা রমণীর হস্ত অতিক্রম করিয়া পূজারম্ভ কর, জয় তোমার করতলস্থ হইবে। নতুবা মদ্যস্রোতে ... ভা... ব গবঞ্চিত ... । ব্যভিচারে অঙ্গ ... শিরে পদাঘাত করা হইবে ... রাব রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

শ্রীজানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

—:*:—

উদ্ভ্রান্তপ্রেমে সমালোচনা।*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চন্দ্রবাবুর পরলোকগতা ভার্য্যার প্রতি যে গাঢ় প্রেম, এই গ্রন্থ তাহার উজ্জ্বল চিত্র। স্বামীস্ত্রীর প্রথমে বিলক্ষণ স্বার্থ আছে বলিয়া উভয়ের প্রেম বাস্তবিকই অতি গাঢ়। এই গাঢ়প্রেম, কবি অতি পরিষ্কার ও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং স্ত্রীর সহিত পুরুষে যাহা প্রকৃত সম্বন্ধ, ইহাতে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

* প্রথমাংশ একাদশ সংখ্যা সমালোচকে প্রকাশিত হইয়াছে।

করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্বার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসা যায়, তাহার সুখের জন্য যাহা কর্ত্তব্য, ইহাতে তাহারও বিস্তর উপদেশ আছে। ফলতঃ কাব্যখানি যে সংহিতা সংসারের একটী রত্ন বিশেষ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ রত্ন পরিষ্কৃত নহে। শৈবলিনী বিচ্ছেদে চন্দ্রশেখর যেমন শৈবলিনীর স্থানে সমগ্র মনুষ্যজাতিকে বসাইলেন, চন্দ্রবাবু যদি পরলোকগতা ভার্য্যার স্থানে সেইরূপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহার জ্যোতিতে অনেকদূর আলোকিত হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি কি না প্রাণের ব্যবসায় করিতে গিয়া "আর এক জন [illegible] দিবার কথা পাড়িলেন।

ঘূর্ণমান দ্রব্যে যে বল নিহিত [illegible] তাহাকে কেন্দ্রীভূতবল বলা যায়। [illegible] বল এক কেন্দ্রে অবস্থিতি করে তত [illegible] তাহার সীমা প্রসারিত হয় না, কিন্তু বল কেন্দ্র হইতে অপসারিত হইলেই ঘূর্ণমান সামগ্রী দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রেম সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। এক ব্যক্তির প্রতি প্রেম ঘণীভূত থাকিলে সেই ব্যক্তির অবর্ত্তমানে অবশ্যই প্রেম বিস্তৃত হইয়া সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর, অন্ততঃ স্বজাতীয়ের উপর, বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। শৈবলিনী যত দিন চন্দ্রশেখরের গৃহে, চন্দ্রশেখরের প্রণয়ের গাঢ় অনুরাগ ততদিন এক কেন্দ্রে ঘণীভূত। কিন্তু শৈবলিনী জাতিভ্রষ্টা হইলেই তাঁহার প্রণয় বিস্তৃত হইয়া সমগ্র মনুষ্যজাতিতে পড়িল। যদিও ইহা কল্পনাজগতের চিত্র, তথাপি কেমন স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। প্রণয় বিস্তৃত হইয়া পড়িল বলিয়া, চন্দ্রশেখর একখানি উচ্চ অঙ্গের উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ। বাস্তবিক কর্ম্মজগতে যদি চন্দ্রবাবুর প্রণয় তেমনি বিস্তৃত হইয়া পড়িত, তাঁহার প্রণয়পাত্রে যে প্রণয় কেন্দ্রীভূত ছিল তাহা যদি মনুষ্যজাতিতে, অন্ততঃ স্বজাতিতে, অথবা তাঁহার পল্লীস্থ প্রতিবেসীমণ্ডলে বিস্তৃত হইয়া পড়িত তাহা হইলে এত গভীর প্রেমের সার্থকতা হইত। কিন্তু কবি নিজেই বলিয়াছেন "যে পরের জন্য আপনাকে ভুলিতে পারে না, সেই দুর্ব্বল, সেই সামান্য, সেই ক্ষুদ্র। যে পারে, সেই মহৎ, সেই ধন্য, প্রাতঃস্মরণীয়। আমি এ দৌর্ব্বল্য নিরাকৃত করিতে চাই —পারি না যে মা। মনে [illegible] আর আপনার জন্য [illegible]

[illegible] মা। মনে করি মনুষ্যজাতীকে হৃদয়ে [illegible] দিব, মনুষ্যজাতির জন্য, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের জন্য, আপনাকে ভুলিয়া যাইব [illegible] নাই যে মা।" যাহা হউক, সমগ্র মনুষ্যজাতিকে হৃদয়ে স্থান দিতে তিনি যে বাসনা করিলেন সে বাসনা পূর্ণ করিতে না পারিলেও তাহার কিঞ্চিৎ মহত্ব আছে।

প্রেমকে প্রধান লক্ষ্য করিয়া এ গ্রন্থে অনেক উপদেশপূর্ণ কথা মৌলিকতার সহিত লিখিত হইয়াছে এবং প্রায় সমস্ত বিষয়গুলিতেই চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এ গ্রন্থখানি কাব্য ও দর্শনের মিশ্রফল এবং কাব্যকে কি প্রকারে দর্শনের সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে ইহা তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। কেবল কল্পনা লইয়া যে কাব্য, কল্পনা ও দর্শন মিশ্রিত কাব্য তাহার অপেক্ষা আদরণীয়, কেননা তাহা অধিক স্বাভাবিক

ভাষতের আদি কবিগণ প্রায় সকলেই দার্শনিক কবি, এই জন্য কোথাও তাঁহাদিগের তুল্য কবি নাই। ইংলণ্ডে আজ টেনীসন্ দার্শনিক কবি বলিয়া তাঁহাব এত যশ।

এই গ্রন্থেব ভাষা সুললিত, বসযুক্ত সহজ এবং পবিষ্কাব। যে ভাব প্রকাশ কবিবাব জন্য যে শব্দগুলি বাছিযা লওযা হইযাছে, সে ভাবটী সেই শব্দে যতদূব সম্ভব তত দূব পবিস্কৃত হইযা প্রকাশিত হইযাছে, এই গ্রন্থেব অধিকাংশ স্থল প্রত্যহ যে ভাষায কথা কহা যায সেই ভাষায লিখিত হইযা বড হৃদযগ্রাহী হইযাছে। অতি সহজেই মর্ম্ম কথাগুলি হৃদযে [illegible]গিযা যায। কিন্তু ইহাব [illegible] স্থলেব ভাষা [illegible] লিখিব [illegible] বলিয়া যাঁহাবা [illegible] ছিদ্র [illegible] চাহেন তাঁহাদিগেব জান[illegible] দিন লিখিবাব ও বলিবা[illegible] ভাষা [illegible] হইবে ততদিন সে [illegible]াষাব প্রকৃত উন্নতি হই[illegible] না এবং তাহা অধিককালস্থাযী হইবাব পক্ষেও অনেক সন্দেহ। সংস্কৃত ভাষাব প্রকাব ভেদ ছিল বলিয়া তাহা মৃত প্রায়। বাঙ্গালাভাষায় প্রকাবভেদ থাকিলে কালে তাহাবও দুবাবস্থা হইবাব সম্ভাবনা। গ্রন্থেব স্থানে স্থানে বিজাতীযভাষা ব্যবহৃত হইযাছে। বাঙ্গালায় তাহাব অবিকল প্রতিশব্দেব অভাবেই ইহা ঘটিযাছে। কিন্তু তজ্জন্য ব্যবহৃত হইযা তাহা দূষণীয হইবে কেন? ভাষাকে পবিপুষ্ট কবিবাব জন্য অন্য ভাষা হইতে কথা লইযা অভাব মোচন কবা কি দোষেব কথা? অন্য ভাষা হইতে কোন কথাই লওযা উচিত নহে, এ প্রকাব মত অতি অপ্রশস্ত। তবে চন্দ্রবাবু সংস্কৃত শব্দসাগব হইতে যাহা লইতে পাবিতেন তাহা অন্যত্র হইতে লইযা হৃদযভাব সহজে প্রকাশ কবিতে পাবিযাছেন বটে, কিন্তু সে স্থলে [illegible] মনোনীত ক[illegible] [illegible] পাবে।

[illegible] এই পর্য্যন্ত বলিযা আমরা উপক্রমণিকা শেষ কবিলাম। গ্রন্থখানি পাঠ কবিতে কবিতে যাহা যাহা বক্তব্য বলিযা বিবেচনা কবিব তাহা ক্রমে বিবৃত হইবে। ভবসা কবি পাঠকগণও আমাদিগেব সহিত 'উদ্ভ্রান্তপ্রেম' আব একবাব পাঠ কবিবেন।

ক্রমশঃ—

রাজা কে ?

রাজা কি পদার্থ?—কি কি উপাদানে নির্ম্মিত? রাজা দেবতা নহেন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিবিশিষ্ট কোন স্বর্গীয় পুরুষও নহেন। রাজাও মানুষ, আমরাও মানুষ। রাজার দুই চক্ষু, দুই হস্ত, দুই পদ; আমাদেরও দুহাত, দুপা, দুচোখ, সকলই সমান। রাজা, বিধাতার সৃষ্ট পদার্থ মনুষ্য সমূহ হইতে কোন এক বিভিন্ন

রকমের জীব নহেন। বিধাতা কিছু আর বিরলে বসিয়া, ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য ও গুণ একত্রীভূত করিয়া, যত্নের সহিত একমনে এক ধ্যানে রাজাকে গঠিত করেন নাই। বস্তুগত্যা, রাজা ও আমি একই উপাদানে গঠিত।

কিন্তু যে সমাজ তাদৃশ উন্নত নহে, যে দেশের সাধারণ লোকের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, পাণ্ডিত্যের অভাব আছে; সে দেশের সমাজের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনের জন্য এক জন অভিভাবক স্বরূপ কর্ত্তা, বা নেতা বা কার্য্যনির্ব্বাহক আবশ্যক হইয়া থাকে। তিনিই রাজা নামে অভিহিত হয়েন। তাঁহার কার্য্যের গুণে কেবল তিনি ভক্তি, রা[illegible] শ্রদ্ধা, ও সম্মানে[illegible] পরিবার মধ্যে যেমন একজন [illegible] সংসারের সমস্ত পরিজনবর্গের অন্নের, ব্যঞ্জনের, দুগ্ধের, পরিধেয় বসনের, গৃহ নির্ম্মাণের, দাস, দাসীর সুবন্দোবস্ত করেন, রাজাকেও সেইরূপ কার্য্য করিতে হয়।— এই সুবিস্তীর্ণ সুবৃহৎ সমাজ তাঁহার পক্ষে যেন একটী একান্নবর্ত্তী হিন্দুপরিবার। একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের কর্ত্তার পক্ষে যেমন পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকল কার্য্য করা উচিত—নিজের সন্তানের নিমিত্ত মিহি চাউলের অন্ন, ঘন দুগ্ধ, বৃহৎ রোহিত মৎস্যের মুড়া ঢাকাইধুতি সাটিনের পিরহান, গোপনে ব্যবস্থা করিয়া আর একজন ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য কেবল টকের বড়ি, মোটা চাউল, মোটা কাপড় প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা যেমন কোন মতেই যুক্তি বিচার এবং ন্যায়সঙ্গত নহে, সেইরূপ রাজারও কোন প্রিয়তম অথচ অকর্ম্মণ্য [illegible]কে প্রভুত্বধনের এবং ক্ষমতার অধিকারী করিয়া একজন সুবিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ কিন্তু প্রিয়তম নহে এরূপ কোন মহোদয়কে ক্ষমতা, ধন ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত করত তাঁহার উপর বিরূপ হওয়া সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। হিন্দুপরিবারের কর্ত্তা যদি পক্ষপাতী, বা প্রবঞ্চক হয়েন, তাহা হইলে কৃতকর্ম্মা, বুদ্ধিমান অপরাপর পরিজনবর্গ তাহাকে তাদৃশ শ্রদ্ধা করে না। সেইরূপ রাজা যদি স্বার্থপর, কুকর্ম্মান্বিত, অবিচারী হয়েন, এবং নিজের সামান্য সুখের নিমিত্ত প্রজার রক্ত শোষণ করেন, অথবা জীবন নাশ করেন তাহা হইলে বিদ্যা বুদ্ধিসম্পন্ন দূরদর্শী, প্রজাগণ কখনই সেই রাজাকে ভক্তি দিতে পারে না।

[illegible] অত্যাচারী হইলে অনেক [illegible]ক অপদস্থ করিয়া থাকে। [illegible]গণই রাজার বিরুদ্ধে কত [illegible]গাছেন, কত যুদ্ধ করি[illegible], শাণিত তরবারি দ্বারা তাঁহাদের নৃপতি চার্লসের [illegible]দেশ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। দ্বিতীয় জেম্‌সকে ইং[illegible] সিংহাসন হইতে বিদূরিত করেন। ইংলণ্ডের সাধারণ লোক স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার নিমিত্ত নিজের স্বত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে কত অর্থ ব্যয়, কত আত্মত্যাগ কত শোণিতপাত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? ইংরেজের রাজা কত শতবার ইংরাজপ্রজাকে লৌহনিগড়ে চিরবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সুশিক্ষিত, তেজোবলসম্পন্ন বীরপুরুষ বাহাদুর ইংরাজ, সকল সময়েই সেই সব রাজার কল, বল, কৌশল—দুরভিসন্ধির উচ্ছেদ সাধন করিয়া, রাজার উত্তমাঙ্গে বামপদ প্রদান করত ইংলণ্ডপ্রদেশে বিজয়-

পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। ইংরাজের যে এত সুখ, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তাহা কেবল নিজের গুণে, নিজের ক্ষমতায়।

আবার ফরাসি দেশের কথা চিরস্মরণীয়। অষ্টবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসিদেশে রাজা ও প্রজার শোণিতে বসুন্ধরা আর্দ্র হইয়াছিল, রুধিরের বেগবতীনদী প্রবাহিত হইয়াছিল, অবশেষে উৎপীড়ক রাজা, উৎপীড়িত প্রজার নিকট হারি মানিল। নানারূপে পরিবর্ত্তনের পর, এক্ষণে আবার ফরাসিদেশে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে দেশে রাজা নাই প্রজাগণই সর্ব্বেসর্ব্বা।

ইউনাইটেডষ্টেটের কথা ভাবিয়া দেখ। তথাকার অধিবাসিগণ ইংরাজ। ... একমাত্র ইংলণ্ডেশ্বরের অধীনে ... করিত ... ভূপতি মান্য করিত। কিন্তু ... তাহাদের দৃঢ় বিশ্বা... ইংলণ্ডের ইংরাজকে যেমন ভাল বাসেন স্নেহ করেন, আমেরিকার ইংরাজগণকে সেরূপ ভালবাসার ও স্নেহের চক্ষে দেখেন না—যেন সপত্নীসন্তানের মত বোধ করেন। এইরূপে রাজা ও প্রজা উভয়ের মনে ক্রমশঃ মনোমালিন্য জন্মিতে লাগিল, রাজা, প্রজার স্কন্ধে নানাপ্রকার করভার চাপাইতে লাগিলেন, কিন্তু আমেরিকার ইংরাজেরও সেই ইংলণ্ডের ইংরাজপুরুষের ঔরসে, এবং ইংলণ্ডের ইংরাজ মহিলার গর্ভে জন্ম—সুতরাং তাহারাও সাহসী, প্রবল প্রতাপ, দুর্দ্ধর্ষ এবং বিচক্ষণ বুদ্ধি। তাহারা রাজশাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল; প্রায় একশত বৎসর হইতে চলিল, ইউনাইটেডষ্টেটসে আর রাজা নাই, প্রজাবৃন্দই দেশের শুভাশুভ, হিতাহিত বিবেচনা করিয়া সকলকার্য্য করিয়া থাকেন। অথচ সেই দেশের কত উন্নতি হইয়াছে—শিল্পে, বাণিজ্যে, ধনে ঐশ্বর্য্যে, পৃথিবীর মধ্যে ইউনাইটেডষ্টেটস্ এক্ষণে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছে।

আবার রুষিয়ায় দেখ, আজিকালি কি হইতেছে। রুষ দিন দিন সভ্যতার সোপানে উঠিতেছেন, প্রজাগণ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, হইতেছে—তাহাদের চক্ষু কর্ণ, ফুটিতেছে; নিজের স্বত্বরক্ষার্থে তাহারা যত্নবান্ হইতেছে গবর্ণমেণ্টের যথেচ্ছাচার তাহাদের এক্ষণে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে আজিকালি বলিতেছে,—"আমরা রাজা চাহি না ... শাসনপ্রণালীর ...ক—প্রজার ক্ষমতাবৃদ্ধি ...জাকে তাহারা অনেকবার হত্যা ...র চেষ্টা করিয়াছে, এবং এখনও ...তেছে—কিন্তু দৈবানুকূলবশতঃ রাজা সর্ব্বদাই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতেছেন। রুষরাজ্যে একটি বৃহৎ দল গঠিত হইয়াছে—দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সমূহ ক্রমশঃ আরও কিছু বল সঞ্চয় করিয়া ফরাসি বিদ্রোহের ন্যায় এক সুবৃহৎ বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে—রাজাকে রসাতলগত হইতে হইবেক। জর্ম্মানি প্রদেশেও যথেচ্ছাচারিতা অতিশয় প্রবল—জ্ঞানবান্ প্রজা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—পরিবর্ত্তন আবশ্যক। রাজার প্রতি অনেকের ভক্তি নাই।

এই বার স্পষ্ট বুঝা গেল রাজা কি? রাজা দেশের শিরঃস্থানীয় কর্ম্মচারীমাত্র. প্রজানুরঞ্জনব্রতপালন তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম। প্রজা তাঁহাকে মাথার মণি

স্বরূপ জ্ঞান করে—ভয়, ভক্তি এবং সম্মান করে; কেননা তিনি প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, সুখ সচ্ছন্দের বিধাতা। কিন্তু রাজা যদি প্রজার কেবল কষ্টের এবং দুঃখের কারণ হয়েন, তাহা হইলে প্রজা, তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবে কেন? গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেয়। প্রকৃতকথা, রাজা সমাজের এক প্রকার বৃত্তিভোগী কর্ম্মচারীস্বরূপ। সমস্ত প্রজাই নিজ নিজ উপার্জ্জনের অংশ হইতে রাজাকে কিছু কিছু দান করেন; এইরূপে রাজা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া সর্ব্বোচ্চপদে উপবেশন করিয়া, প্রজার "নুন" খাইয়া, প্রজার সুখের নিমিত্ত, দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত, প্রকৃত যত্নবান হইলে প্রজাবৃন্দও তাঁহার নিকট সুমহৎ উপকার পাইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

শ্রীনবীনচন্দ্র মজুমদার।

লিপী।

(প্রিয়তমকে।)

কোমলহৃদয় কতই তোমার!
তবে কেন হায় তবে প্রাণেশ্বর!
হইলে এমন করিলে এমন!
টলেনি তো কভু তোমার বচন,
যা বলেছ নাথ! করিয়াছ তাই
কখন অসত্য বল না তো তুমি,
তবে কেন আজ তবে প্রাণেশ্বর
বিচলিত হ'ল তোমার বচন?

কত দিন আজ দেখিনি তোমায়—
কি বলিব নাথ বুক ফেটে যায়;
দিনে দিনে মাস, মাসে সম্বৎসর;—
হইল বিগত আজ কত দিন;
তবুও প্রাণেশ নাহি দরশন,
কি জানি কেন বা হতেছে এমন
কত এ অভাগী কাঁদিবে বা আর।
কত বা বসিয়ে গণিবে দিন!

বলেছিলে এই বিগত পূজায়—
আসিবে প্রাণেশ, কেন আসিলে না ?
তাই ভেবে ভেবে, ভেবে ভেবে তাই—
দিবস কাটাই যামিনী পোহাই,—
আবার ভাবিতে বসি পুনরায়।
কত আদরের ছিলাম তোমার,
এখন ও আহা কত ভালবাস,
কিন্তু তবে হায় কেন আসিলে না
তাইতে যে প্রাণ কাঁপিয়ে উঠে।

বড় আশা করেছিলাম প্রাণেশ,
হইবে সাক্ষাৎ বৎসর পরে,
দেখিব আবার সেই প্রেমমুখ,
বড় আশা করে ছিলাম হায়।
"শুনে শুনে" দি [illegible] শেষ

হায় রে অদৃষ্ট গিয়েছে সে "পূজা"
কি ধরিয়ে আশা করিব আর।।
কি জানি কেমন আছ দূরদেশে,
আহা পরাধীন পরের আজ্ঞায়
কত পরিশ্রম, কতই না ক্লেশ,
তোমায় প্রাণেশ করিতে হয়!

কাজ নাই নাথ ধন উপার্জ্জনে,
যা হবার হবে, রব উপবাসী,—
প্রাণ পুড়ে ছাই হইল যদ্যপি,
বৃথা ধনে নাথ কোন প্রয়োজন ?

কত দিন আহা রয়েছ প্রাণেশ,
পরাধীন থাকা বড়ই যাতনা
কতই না জানি পেতেছ হে ক্লেশ,
সদা পরাধীন থাকিয়া তুমি।।।

মরি মরি থাক কত সশঙ্কিত,
কত পরিশ্রম কর প্রতিদিন,
দূরদেশে নাই কেহই ত কাছে—
আত্মীয় বান্ধব স্বজন আহা।।

ভাবিয়ে তোমার অবস্থা
[illegible] প্রাণেশ,
কাঁদি দিবা নিশি কি করিব আর।!
এই অভাগীর সুখের লাগিয়ে,
কর তুমি ক্লেশ প্রাণে কি সয়।

সে সুখের চেয়ে শত দুঃখ মম
হবে সুখকর, যদি একবার
দেখিতে তোমায় পাই প্রতিদিন,—
প্রাণেশ আমার। প্রাণেশ আমার।

হেমপ্রভা।

তাইত! শ্রীষড়ানন্দশর্ম্মা প্রকাশক।

—:*:—

সহযোগী-সাহিত্য।

মাসিকপত্র; ভাদ্র।

বঙ্গ সাহিত্যের বাজারে আজকাল আর বড় একটা পুস্তকের মত নূতন পুস্তকের আমদানি নাই। পুস্তকের কার্য্য পত্রিকা দ্বারা কতকটা নির্ব্বাহিত হইতেছে। কিছু-কাল হইতে সাময়িক পত্রের খুব প্রাদুর্ভাব। দেশীয় সাহিত্যের 'মহারথী'দিগের প্রায় সকলই, এ সময়ে সাময়িক পত্রের সম্পাদক বা লেখকরূপে নিযুক্ত এবং তাহা[illegible] উন্নতিকল্পে মস্তিষ্ক ব্যয় করিতে[illegible] ভাবী পুস্তকের বীজ সাময়িকপত্র[illegible] রোপিত হইতেছে,—ক্রমে অঙ্কুরিত ও উন্নত হইয়া গ্রন্থে পরিণত হইবে ও স্থায়ীত্ব লাভ করিবে,—অন্ততঃ এরূপ আশা করাই স্বাভাবিক। এক শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মধ্যেই কয়েকখানি নূতন মাসিকপত্রের আবির্ভাব হইয়াছে এবং যেরূপ দেখা যাই-তেছে তাহাতে পুরাতন 'মাসিক'গুলিও কিঞ্চিৎ সজীবতালাভ করিতেছে। সাময়িক সাহিত্যের আধিক্যের প্রতি যিনি যে রূপ দোষারোপই করুন, বাঙ্গালা মাসিকপত্রের এই বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং বাঙ্গালা ভাষার অধিকতর উন্নতিসাধনে উহা সমর্থ হইবে এমত আশাও করি।

পাক্ষিক সমালোচকের পাঠকদিগকে, আমরা নিয়মিত রূপে প্রায় সমস্ত মাসিক-পত্রগুলিরই 'সার সংগ্রহ' করিয়া, উপহার দিয়া থাকি, এখনও ঠিক সেইরূপ দিব। তবে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক যদি কিছু দিতে পারি তজ্জন্য যত্ন করিব। আমাদের [illegible] যত্নের [illegible] ফল অদ্যকার এই [illegible]

[illegible] আমরা আরম্ভ করিতেছি।

'নবজীবনে'র প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় সংখ্যা মোটের উপর ভাল হইয়াছে। এ সংখ্যার ১ম প্রবন্ধ 'সমাজ শরীর, ২য় প্রস্তাব'।—লেখক যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই,—মনুষ্যসমাজ,—শরীরী পদার্থের ন্যায়, স্বাভাবিক নিয়ম-বলে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও লয়প্রাপ্ত হয়। শরীরী পদার্থে যেরূপ কোন অঙ্গ মস্তক, কোন অঙ্গ উদর, কোন অঙ্গ হস্ত ও কোন অঙ্গ চরণ, সেইরূপ মনুষ্যসমাজে কতকগুলি লোক মস্তক, কতকগুলি লোক উদর, কতক হস্ত ও কতক চরণ ইত্যাদি। যে রূপ ভাবে ইচ্ছা সেইরূপ ভাবে তুমি সমাজকে সংগঠন

কর উহা স্বাভাবিক নিয়মে, শরীরী পদার্থের ন্যায় মস্তক, উদর, হস্ত পদাদি অবয়ব বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। সমাজে উচ্চ, মধ্য, নিম্ন এই তিন শ্রেণী ও তদন্তর্গত অসংখ্য উপশ্রেণী থাকিবেই থাকিবে,—থাকা অবশ্য ভাবী, স্বাভাবিক নিয়ম। অতএব ইয়ুরোপীয় কমিউনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতি সাম্য ও সম-সম্পত্তি বাদীগণ সমাজস্থ সকল ব্যক্তিকেই সমান রূপ স্বত্বাধিকার দিবার জন্য উদ্যম করিছেতেন ইহা অস্বাভাবিক। লেখক বলেন,—"ফরাসিস্ বিদ্রোহের সময় সাম্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি যে

...প্রাপন হইয়াছিল আজিও সে সমস্ত মতের উৎপাটন হয় নাই, আজিও মনুষ্যের সে উন্মত্ততা বিদূরিত হয় নাই।"

স্থতরাং সমাজ শরীর এক্ষণ ব্যাধিগ্রস্থ। লেখকের "সম্পূর্ণ বিশ্বাস" যে সমাজ শরীর তত্ত্বজ্ঞানই এই 'ঘোর ব্যাধির' পরম ঔষধ। এক্ষণে সমাজ শরীর তত্ত্ব জ্ঞান আর কিছুই নয়, উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও নিম্ন লিখিত কয়েকটী কথা,—(১) পরস্পরে হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া সমাজের উন্নতিকল্পে সমবেত চেষ্টা করা (২) সমাজ মধ্যে যাহার যে স্থল ও যে যে শ্রেণীভুক্ত তাহা তাহার নিস্বার্থভাবে ও আত্মাভিমানশূন্য হইয়া অগ্রে নির্দ্ধারণ করা এবং সেই শ্রেণীর ও পদের লোকের নিকট সমাজ যাহা প্রত্যাশা করেন তাহা সম্পাদন করা।

সংক্ষেপতঃ মস্তক মস্তকের কার্য্য করুন, চরণ চরণের কাজ করুক, সকলেই বুঝিয়া বুঝিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করুক তাহা হইলেই সমাজ সুখ শান্তির আধার হইবে।

লেখকের অবশিষ্ট কথাগুলির তাৎপর্য্য এইরূপ,—যদি সমাজকে শরীরী বলিয়া গণ্য করিতে হয় তাহা হইলে মনুষ্যের স্বাধীন কার্য্যের স্থল কোথায়? অর্থাৎ মনুষ্যসমাজ যখন স্বাভাবিক নিয়মে চালিত হইতেছে তখন মনুষ্য নিজের স্বাধীন ইচ্ছা কি রূপে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারে?

এই প্রশ্নের মীমাংসার্থে লেখক অগস্ত কোমত উদ্ভাবিত কয়েকটী কথার অবতারণা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে স্বাধীনইচ্ছাপ্রসূত ... স্বাভাবি... ...বিক নিয়মের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতে পারে। স্বভাবের যে সকল নিয়ম অমিশ্র (simple) কিছুতেই তাহাদের পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে চালিত হয় ইহা অমিশ্র স্বাভাবিক নিয়ম, মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া কিছুতেই উহার পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। কিন্তু যে সকল স্বাভাবিক নিয়ম মিশ্র (Complex) অর্থাৎ যে সমস্ত স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে দুই বা ততোধিক নিয়ম কার্য্য করে মনুষ্য ইচ্ছা করিলে সেগুলির পরিবর্ত্তন করিতে পারে।

পিতা মাতার আকার ও স্বভাবের ন্যায় পুত্রের আকার ও স্বভাব হইবে ইহা একটী স্বাভাবিক মিশ্র নিয়ম, কেননা ইহার সহিত আর কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম মুখ্য ও গৌণ রূপে সংশ্লিষ্ট; যথা জাতীয় স্বভাব দেশের জল বায়ু, বন্ধু বান্ধবের দৃষ্টান্ত, কু শিক্ষা, সুশিক্ষা ইত্যাদি। এক্ষণে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে

কতকগুলির বলাধান ও অন্য কতগুলির বল হানি করিয়া মনুষ্য ইচ্ছাবলে ও চেষ্টা দ্বারা পুত্রের স্বভাবের নানাবিধ বৈচিত্র সম্পাদন করিতে পারে। যে স্থলে যত অধিক মিশ্র স্বাভাবিক নিয়ম কার্য্য করে সে স্থলে মনুষ্য তত অধিক পরিমাণে নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টার সাফল্য সম্পাদন করিতে পারে। সামাজিক সমস্ত ব্যাপারেই স্বাভাবিক নিয়ম বিমিশ্রভাবে কার্য্য করে সুতরাং মনুষ্য সামাজিক ব্যাপারে নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টাদ্বারা নানাবিধ পরিবর্ত্তন সম্পাদিত করিতে সমর্থ।

কিন্তু এই নানাবিধ পরিবর্ত্তন কি ?

লেখক অতঃপর যাহা ... তাহাতে পরিবর্ত্ত এক ... বোধ হয় যথা ,— মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া স... জন্ম ভিন্ন ভি... শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্বাভাবিক সম্প্রীতির পরিপোষণ বা সঙ্কোচ করিতে পারেন মাত্র। স্বাভাবিক নিয়ম বলে সমাজ মধ্যে যে নিকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, তাহার ব্যত্যয় করিতে অবশ্য মানুষের কোন হাত নাই।

কিন্তু কেন হাত নাই লেখক সে বিষয়ের বিশেষ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। সমাজ মধ্যে প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়া কি অমিশ্র স্বাভাবিক নিয়ম না উহা অনেকগুলি মিশ্র (Compl^x) নিয়মাধীন ? যদি শেষোক্ত কথা সত্য হয়, তবে মিশ্র নিয়ম নিচয়ের কতকগুলির বলাধান ও কতকগুলির বল হানি করিয়া সমাজ মধ্যে সাম্য সংস্থাপনের বাধা কি ? আশা করি সুযোগ্য লেখক মহাশয় বঙ্গীয় পাঠককে এ কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। তিনি নাকি হার্বাট স্পেন্সারের (Social Organism) অবলম্বনে হিন্দু জাতিভেদ সমর্থন করিতে কৃত সংকল্প তজ্জন্যই উপরোক্ত কথাটী পাড়িলাম। নতুবা যদি তিনি এ প্রসঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রের সত্ব রজাদিগুণের অবতারণা করিতেন তাহা হইলে অবশ্য অন্য রূপ কথা উত্থিত হইত। লেখকের অনেক কথার সহিত আমাদের মতের ঐক্য থাকিলেও অনেক কথার সহিত নাই। সমগ্র প্রবন্ধটীতে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহার কোন কোন কথার সহিত অনেক স্থলে কোন কোন কথার তাদৃশ সঙ্গতি নাই। সে সব প্রদর্শন করা অবশ্য এ স্থলে অসম্ভব। বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তা ...

জাতিভেদের দৃঢ়তর ... পারিম, শিথিল করিয়া পাশ্চাত্য আর্য্যদিগের সহিত প্রাচ্য আর্য্য সন্তানদিগের পুনঃ মিলিত হওয়ার চেষ্টা করাই কি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ? পরন্তু হার্বার্ট স্পেন্সার ...হার ইদানীন্তন রচনা (Coming slavery) নামক প্রবন্ধে স্বানুবর্ত্তীতার যে রূপ সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিবার চেষ্টা করাও একরূপ মহাপাতক, কেননা তদ্দ্বারা দুঃখেরই বৃদ্ধি করা হয়, এ কথার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের তাদৃশ সামঞ্জস্য কোথায় ?

সমাজের সব লোক কর্ত্তব্যপরায়ণ নিঃস্বার্থপর বিদ্বেষ বুদ্ধি শূন্য হইলে ত সকল গোল মিটিয়া যায়। পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠে। সমাজ শরীর সাম্যেরই ... হয়। কিন্তু লেখক কল্পনাবলে ...

শরীরের" যে অত্যুজ্জ্বল ছবি অঁকিয়াছেন তাহা কি সম্ভব? সমাজস্থ সমস্ত লোক মানব স্বভাব সুলভ দুর্ব্বলতা বিবর্জ্জিত হইবে ইহা কি অসম্ভবেরও অসম্ভব নয়? যদি সম্ভবই হইবে তবে নিকৃষ্ট প্রকৃষ্ট শ্রেণীরই বা সৃষ্টি হইবে কেন? তারপর মানব সমাজের অতীত ইতিহাস কি বলে? ইতিহাস কি বলে না যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে দুর্ব্বল বলবান কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া আসিতেছে? ইতিহাস কি জ্বলন্ত অক্ষরে প্রদর্শন করিতেছে না, যে সমাজের 'মস্তক' সমাজের 'চরণ' কর্ত্তৃক সংরক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়াও সেই চরণকে অবহেলা ও অবমাননা করিয়া আসিতেছেন? দুর্ব্ব ... কালগ্রাস হইতে রক্ষা ... রে

পৃথিবীর দুঃ... নিবারণার্থে যদি এ পর্য্যন্ত কিছু হইয়া থাকে তাহা সাম্যনীতির দ্বারা। পাপ পুণ্য বলিয়া যদি কোন দ্রব্য থাকে তবে বৈষম্যই পাপ ও সাম্যই পুণ্য, সাম্য সদাচার, বৈষম্য ব্যভিচার। সাম্য উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করাই সাম্যের উদ্দেশ্য। সাম্যের নাম লইয়া অনেকে অনেক কুকাজ করিয়াছে ও করিতেছে তজ্জন্য সাম্য দায়ী নহেন।

মনুষ্য একেই ত নানা কারণে অহং-প্রবণ, অভিমানমত্ত ও অন্তজ; তাহার উপর বৈষম্যই যদি তাহার শিক্ষার আদর্শ হয় তাহা হইলে আর তাহার প্রকৃত উন্নতির আশা কোথায়? জগতের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বৈষম্যশিক্ষা করিতে দেরি লাগে না; মানুষ সহজেই উহা শিখিয়া থাকে; কিন্তু সাম্যভাব উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করাই প্রকৃত শিক্ষা ও প্রকৃষ্টসাধন। মনুষ্যকে সাম্যমন্ত্রে প্রকৃতপ্রস্তাবে দীক্ষিত করিতে পারিলে তাহাকে যথার্থই উদ্ধার করা হয়। সাম্যমন্ত্রেই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জীবন। এই মন্ত্র সাবধানতার সহিত শিক্ষা দিতে পারিলেই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইবেন। অস্বাভাবিক বৈষম্যভাব প্রচার হইয়াছেই ইহার অধোগতি হইয়াছে।

সমাজ শরীরের লেখক স্বাধীনতা ও সাম্যনীতির প্রতি কোপকটাক্ষপাত করিয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। তিনি বলেন সমাজ এখন ব্যাধিগ্রস্ত। আমরাও তাই বলি। কিন্তু এই ব্যাধি সমাজের চরণে না মস্তকে? ব্যাধি ... চরণে দৃষ্ট ... বটে কিন্তু ইহার ... ও আশ্রয় স্থল মস্তকে। 'নিহিলিস্‌ ... এই ব্যাধি নিবারণের একটা উদ্যম-... তএব কতকটা ভ্রম সঙ্কুল হইলেও স্বাভাবিক নিয়মেরই ফল এবং তদ্দ্বারা বহু পরিমাণে অনিষ্টোৎপাদিত হইলেও প্রচুর উপকার সংসাধিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাবে বোধ হইল লেখক ইংরাজী সাহিত্যের যথেষ্ট আলোচনা করিয়া থাকেন। অতএব "Bitter cry of outcast London" নামক একখানা আধুনিক বিলাতি পুস্তিকা অবশ্যই পাঠ করিয়া থাকিবেন। পতিত লণ্ডনবাসীদিগের এই সাংঘাতিক চিৎকারের ভাবী-ফল কি রূপ দাঁড়ান সম্ভব বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন? যে Nihilist ও Avenger দিগের তিনি নিন্দা করিয়াছেন ও আমরাও করি;—তাহাদের উৎপত্তি এই "Bitter Cry" হইতে। প্রকৃতির প্রতিশোধ আছেই আছে।

শরীরী পদার্থের সহিত সমাজের তুলনা রূপকাংশে ভালই হইয়াছে। কিন্তু রূপক রূপকই। মিল তাঁহার Representative Government নামক পুস্তকে রাজনৈতিক প্রণালীর সংগঠন ও অবয়ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সমাজের সংগঠন ও অবয়ব সম্বন্ধেও তাহাই প্রযুজ্য। সমাজ আকাশ হইতে পড়ে না। মাটী ফুঁড়িয়াও উঠে না, রাজনৈতিক প্রণালীর ন্যায় ইহা মনুষ্যেরই কৃত এবং মনুষ্যেরই কর্তৃক পরিচালিত হয়। মনুষ্য সমষ্টির বিনাশে সমাজ কিরূপে জীবিত থাকিতে পারে, ইহা পণ্ডিতেই বলেন আর অপণ্ডিতেই প্রচার [illegible] মনোযোগ বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

নবজীবনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ, "মনুষ[illegible]" বঙ্কিমবাবুর লেখা। ইহা তাঁহার [illegible] জিজ্ঞাসারই" অন্যতম অংশ। গুরু। [illegible] কথোপকথনে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা [illegible] হইতেছে। এ প্রবন্ধে পূর্ণ মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, কিরূপে প্রাপ্য ও ধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি,—এই সকল কথা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। সার কথাগুলি মোটের উপর এইরূপ,—"সুখের উপায় ধর্ম্ম। সুখের দুইভাগ, প্রথম বৃত্তির পরিণতাবস্থা, দ্বিতীয় সে সকলের চরিতার্থতা। প্রথমটীকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলা যায়। কিন্তু উহা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম যাহার উপায় তাহারই একটী উপাদানমাত্র। কিন্তু উহাই প্রধান উপাদান। কেননা বৃত্তিগুলি পরিণত হইলে চরিতার্থতা অনায়াসলভ্য হয়। * * * অতএব মনুষ্যত্বই ধর্ম্মের প্রধান উপাদান।"

ধর্ম্ম বুঝার পূর্ব্বে মনুষ্যত্ব বুঝা আবশ্যক। লেখক বৃক্ষত্বের উদাহরণদ্বারা মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছেন। বটবৃক্ষ ও একটা ঘাস উভয়ই উদ্ভিদ, অথচ উভয়ের মধ্যে প্রবল পার্থক্য। একগাছ ঘাস বা তৃণ উদ্ভিদ হইয়াও বটবৃক্ষ নহে, সেইরূপ একজন হটেন্টট্ বা চিপেবা মনুষ্য হইয়াও পূর্ণ মনুষ্য নহে।

পুনশ্চ, - বাঁশ তৃণশ্রেণীভুক্ত আর একটা ঘাসও তৃণ, অথচ উভয়ে কত প্রভেদ। স্ফূর্ত্তিগুণে বাঁশ বাঁশত্ব লাভ করিয়াছে আর তাহার অভাবে ঘাস ঘাসই আছে। অতএব 'কর্ষণ বা পাঠই' উৎকর্ষ উৎপাদনের উপায়।

যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয় সেই অবস্থাই মনুষ্যত্ব। যেমন উদ্ভিদের উৎকর্ষ কর্ষণদ্বারা [illegible]

সাধিত হয়। পাট অ[illegible] বার পূর্ব্বে ধান ভাটুয়ের মত ছিল। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই। এ জন্য ইংরাজীতে উভয়েরই এক নাম, Culture' এই জন্য কথিত আছে যে "The substance of Religion is culture." মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম।

মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি দুই ভাগে বিভক্ত, শারীরিক ও মানসিক। শরীরে হস্ত পদাদি ও চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়নিচয় মস্তিষ্ক হৃৎবায়ুকোষ অন্ত্র প্রভৃতি শারীরিক উপাদান এবং ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি এ সকলের বিহিত পরিণতি চাই। তার পর বুদ্ধিবৃত্তি,ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সৌন্দর্য্যানুভবশক্তি এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আবশ্যক। এই শারীরীক ও মানসিক পরিণতি লইয়া মনুষ্যত্ব। অর্থাৎ একদিকে

যেমন জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মমতা এবং সুরসে রসিকতা হওয়া চাই, অপর দিকে তেমনি শরীর বলিষ্ঠ সুস্থ এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া আবশ্যক।

লেখকের মতে মনুষ্যত্বের এই আদর্শানুযায়ী মনুষ্য যুগান্তরে উৎপাদিত হইবে এবং এখন যাহারা মনুষ্য জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট তাহারা চেষ্টাদ্বারা উক্ত রূপ মনুষ্যত্বলাভে সমর্থ। প্রাচীন ভার ...র ক্ষত্রিয় রাজাগণের যে রূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে তাহারা পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ সম্মুখে থাকা আবশ্যক। কেননা ষোল আনা কি তাহা না জানিলে আট আনা পা... ...না।

কিন্তু এরূপ আদর্শ কোথায় পাওয়া যায়?

লেখকের মতে ঈশ্বরই এই আদর্শ। যেহেতু ঈশ্বরই সর্ব্বগুণের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। "বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে ধর্ম্ম সম্যক ধর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয় না। কেননা যিনি নির্গুণ তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈত বাদীদিগের একমেবাদ্বিতীয় চৈতন্য, বা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের Inscrutable power in Nature অর্থাৎ যিনি বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর তাঁহার উপাসনায় ধর্ম্ম পূর্ণ হয় না। Impersonal God এর উপাসনা নিষ্ফল, অর্থাৎ পুরাণে ইতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টধর্ম্মপুস্তকে কথিত ঈশ্বরের (Personal God) উপাসনাই সফল।

কিন্তু উপাসনার প্রয়োজনিতা কি?

লেখক বলেন আদর্শানুরূপ জীবন সংগঠন বা মনুষ্যত্বলাভ করিবার জন্যই উপাসনার প্রয়োজন। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি সেই ভাবাই উপাসনা। * *

ঈশ্বরের স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এই ব্রত ...লে সেই পবিত্রচরিত্রের বিমল- ...আমাদের চরিত্রে পড়িবে। ঐশ্ব- ...আদর্শনীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তিই মোক্ষ।

অতঃপর লেখক বলেন যে, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি মনুষ্য উপাসনার প্রথমাবস্থায় অন... ঈশ্বরকে ...না করি... ...বে না, এই জন্য ...াস অর্থাৎ যিশুখ্রীষ্ট, শাক্যসিংহ, প্রভৃতি আদর্শ উপাস্য প্রকৃতি। এরূপ ...নেক আদর্শ প্রকৃতি আছে। লেখ- ...মতে এরূপ আদর্শের মধ্যে সর্ব্বোচ্চতম আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে বঙ্কিমবাবুর হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যাটা মোটামুটী রকমে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কোন কথা বলিতে প্রস্তুত নহি, কেননা তাঁহার সকল কথা না শুনিলে প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁহার ধর্ম্মমত কি ঠিক বুঝা যাইবে না। ধর্ম্মব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলিয়াছেন শুদ্ধ তাহা ধরিয়া বিচার করিলে অবশ্য অনেক কথা উত্থিত হয়। এবং দেশের অধিকাংশ সংবাদও সাময়িক পত্রে সেরূপ অনেক কথা আমরা দেখিতেও পাইতেছি। এমন কি তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা ও সোমপ্রকাশ প্রভৃতির প্রবীন ও বিজ্ঞ সম্পাদকগণ বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্ম

ব্যাখ্যার ভ্রম প্রদর্শনে ও অযৌক্তিকতা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাদ্র সংখ্যা 'আর্য্যদর্শন' ও 'প্রবাহে' বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ আছে। উভয় প্রবন্ধই বেস দক্ষতার সহিত লিখিত এবং উভয়েতেই বঙ্কিমবাবুর যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা হইয়াছে। লেখকদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম মতা বলম্বী বলিয়া বোধ হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তীর উপর দাড়াইয়া বঙ্কিমবাবুর ... প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবা... কাংশ কথাই ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে। ... লক্ষণ নির্ণয় করিতে যাইয়া বঙ্কিমব... কুটতর্ক উত্থাপনের অনেকটা সুযোগ দি... ছেন ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। ' ... উপায় ধর্ম্ম' বা '... ধর্ম্ম' ... এ কথাটী বলা বড়ই বিপদ জনক ... বিতর্ক মূলক ধর্ম্মের কথা উঠিলে, ... উদ্দেশ্য সুখ বা সুখের উপায় ধর্ম্ম, ... কথাই আসিয়া পড়ে বটে, কিন্তু সে ... খাড়া করিতে হইলে বিস্তর 'কৈফিয়ৎ' না দিলে চলে না। আমাদের বোধ হয় 'সুখ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'শ্রেয়' কথাটা ব্যবহার করিলে বঙ্কিমবাবু তর্কের হাত অন্ততঃ কতকটা এড়াইতে পারিতেন। আর্য্যদর্শনের সুদীর্ঘ প্রতিবাদ বাবু পূর্ণচন্দ্র বসুর লেখা। পূর্ণবাবু বঙ্কিমবাবুর কাব্যগ্রন্থের সমালোচকদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। তাঁহার প্রণীত 'কাব্যসুন্দরী' আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন। 'প্রবাহে' প্রতিবাদ লেখকের নাম নাই, প্রবন্ধটীও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহাতে এক আধটী বেস প্রকৃতকথা আছে। যথা;—"সুখেতেও ধর্ম্ম নাই। বিচারের উপর ধর্ম্ম দণ্ডায়মান নহে; আমাদের অন্তঃকরণই ধর্ম্মের আকর।" এ ঠিক কথা। ধর্ম্ম তর্ক যুক্তি বিচারের উপর দণ্ডায়মান নহে। উহা আপনা হইতেই আপনি দণ্ডায়মান। উহা মনুষ্যেরপ্রকৃতিগত এক অংশ। বঙ্কিমবাবুও এরূপ প্রকৃতির কথার কতকটা আভাস তাঁহার 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে দিয়াছেন। ফলতঃ ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্য না মানিয়া লইলে তাহার স্বভাবজাত প্রকৃত গৌরব থাকে না। যাহা হউক ... বঙ্কিমবাবুর অনেক কথা বলিবার এখ... আছে। তাহার নবেল প...তিবার সময় মন যেরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হয় আমরা তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিবার জন্যও সেইরূপ ব্যগ্র হইয়াছি।

তারাপ্রসাদবাবুর সিংহলযাত্রা নবজীবনের পৃষ্ঠায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ... বাসী ... সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"অধিবাসী সিংহলীদিগের বর্ণ বাঙ্গালীদের বর্ণের ন্যায়, তাহারা যে বাঙ্গালী অপেক্ষা বলবান্ তাহাও বোধ হয় না। কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলই দীর্ঘকেশী। পুরুষে চিরুণী মাথায় দেয়, স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদ প্রায় একই প্রকার। পুরুষ কাছা দেয় না, গোঁফ দাড়ি না থাকিলে স্ত্রী হইতে পুরুষ চেনা কঠিন। স্ত্রীলোক পিরাণ গায়ে দেয়, মাথায় কাপড় দেয় না; কিন্তু চিরুণী না পরিয়া মাথায় কাঁটা পরে।"

'বাঙ্গালির বৈষ্ণবধর্ম্ম' নবজীবনের চতুর্থ প্রবন্ধ; ইহার লেখক উৎকৃষ্ট ও রসাল রচনার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন; এবং কতকটা কৃতকার্য্য না হইয়াছেন এমত নহে। তবে—এপ্রবন্ধটা কৃষ্ণ-কথা, পুণ্য বলিয়াই হউক বা আর যে জন্যই হউক.

রচনাটায় সেই গোবিন্দ অধিকারী গোছের রকেয়া হাব-ভাব, অনুপ্রাস ও বাক্যবিন্যাসের ঢেউ কিছু অতিরিক্ত রকম গড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার কোন কোন স্থল পড়িবার সময় বারইয়ারীতলার বৃন্দা বিসাখাকে মনে পড়ে, তারপর এই প্রবন্ধটীতে লেখকের মুখ ভঙ্গির বিকৃতভাবেরও অভাব নাই। নব্য তর সম্প্রদায়ের প্রতি যথেষ্ট বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করা হইয়াছে, যেহেতু লেখকের মতে তাহাদের,—সেই চশমা চক্ষু চপল-চিত্ত চটুল বৃত্ত যুবক দলেরই আজকাল রাজত্ব। লেখক নিজে নবীন কি প্রবীন জানি না, তবে লেখায় যেরূপ আড়ম্বরপ্রিয়তা দেখাইয়াছেন ও প্রেমের ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যেরূপ দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ করিয়াছেন তাহা নবীনদি[illegible] ...সত্ত্বেও আপনাকে প্রবীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। "এই কোপ্তা, কোর্ম্মা, কবি, কটলেট প্রভৃতি ক'কারাদি ব্যঞ্জনের দিনে" বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় তজ্জন্য লেখক নিরতিশয় উদ্বিগ্ন এবং স্বকীয় বুদ্ধিবলে (!) উহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রচারক (?) রূপে অবতীর্ণ। লেখক শীর্ষস্থানীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সদ্ব্যাখ্যা করিয়া বাঙ্গালী সাধারণকে বুঝাইবেন ইহা অপেক্ষা সুখের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের জন্য তাঁহার বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবার কিছুমাত্র কারণ দেখি না। ঈশ্বরপ্রসাদে আজ বৈষ্ণবধর্ম্মের ধ্বংশের অবস্থা নহে—বিলক্ষণ উন্নতিরই অবস্থা; দেশের হরিসভাগুলিই তাহার প্রমাণ। তারপর আমাদের একালকার নব্য-সম্প্রদায়,—(ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন) তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুবকদল অপেক্ষা অনেকাংশে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও নীতি পরায়ণও বটে, পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরাজীওয়ালা মহাপ্রভুদিগের অনেকেই চার্ব্বাকচূড়ামণি হইয়া উঠিয়াছিলেন ও যথেচ্ছাচারের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া দেশী 'পঞ্চ মকারের' সহিত বিলাতী রকারে[illegible] বৃহৎ বংশের বন্দ্বত্ব পাতাইয়া দিতেছিলেন, 'ম'কারে 'র'কারে একাকার হইতেছিল। এখন তাঁহারা 'মকার' ছাড়িয়া মনসাপূজা বা রকার ছাড়িয়া বনগমন করিবার সময় যদি কনিষ্ঠদিগের মধ্যে 'ককার' দেখেন, তাহা তাঁহাদের স্ব স্ব অভ্যাসেরই দোষ বলিতে হইবে। কিন্তু এ সকল কথা থাক্। অতঃপর বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা এক[illegible] ...না যাউক। লেখক [illegible] ...নায়িকার প্রেমির প্রেমি[illegible] ...রে অসঙ্কোচ প্রেম ভাবের সহিত আশ্রয় আশ্রিত ভাবের অবতারণা করিয়া বৈষ্ণবী-সাধনার সর্ব্বোচ্চ উপাসনা বুঝাইয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে সাধনানুকুল প্রেম ভক্তির পূর্ণ আদর্শ "শ্রীমতী প্রেমময়ী রাধিকা।" ভগবান বিশ্ব প্রেমের আধার, তাহার প্রেম সর্ব্বভূতে সমানরূপে ব্যাপৃত, সুতরাং রসমাণিক শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভোগী বা লম্পট কেননা তিনি বিশ্ব প্রেমাধারের অবতার। লেখক যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন মন্দ হয় নাই। মোটের উপর ভালই হইয়াছে। তবে যাহা তিনি ব্যাখ্যা [illegible]রার চেষ্টা করিয়াছেন সে অতি কঠিন কথা—সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার প্রেমময় পরমেশ্বরের অতুল সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া প্রণয়োন্মাদিনী নায়িকার প্রেমরসোদ্বেলিত হৃদয়ে তাঁহার উপাসনা করা সাধন শাস্ত্রের উচ্চতম লক্ষ্য। শান্ত, দাস্ত, বাৎসল্য, সখ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 'মধুর' ভাব।

নায়িকার হৃদয়, নায়কের জন্য প্রেমরসোচ্ছ্বাসিত অথচ সে উচ্ছ্বাস কামগন্ধ বিরহিত; একি একটা সাধারণ কথা? এ কথা সাধনশাস্ত্রের সাধকহৃদয়ের অতি গোপনীয়কথা। এ ভাব বুঝা বা বুঝান যেমন কঠিন তেমনি বিপদ সঙ্কুল, অনুভব করার ত কথাই নাই। এই 'মধুর' ভাবের, গুহ্য সাধনার অসাবধান প্রচার হইয়াছিল বলিয়াই আজ বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যভিচারাক্রান্ত,—কলঙ্কের ত্রিদোষ যুক্ত। কিন্তু তা যাক্, লেখক বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক অংশ একেবারেই উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রেমময়ী রাধিকাকে কেবল 'আদর্শ সাধিকা' বলিলে বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন ব্যাখ্যা হয় কি? প্রবন্ধলেখক যে প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে রাধিকা আদর্শসাধিকা। ...... কৃষ্ণ সর্ব্বমূলাধার পরমেশ্বর, তাঁহার প্রেম রাধার ন্যায় অন্যান্য ভূতেও প্রধাবিত এ কারণ রসরাজ 'ব্রজ সুন্দর' লম্পট। বেস কথা। তারপর—

ভুলনা, ভুলনা, নাথ।
মিনতি করি আমি হে।
অন্যেরও অনেকও আছে,
আমার কেবল তুমি হে!
তোমারও অনেকও আছে,
আমার কেবল তুমি হে!

ইহাও বেস কথা; অতি মহৎ কথা। আদর্শসাধিকা শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণানুবর্ত্তি ইহাতে বুঝিলাম। কিন্তু যখন 'ব্রজসুন্দর' নিজে—

স্থলকমল গঞ্জনং,
মম হৃদয় রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গ পরভাগং।

অথবা—

স্মর গরল খণ্ডনং
মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

বলিয়া 'শ্রীমতীর' 'দুর্জ্জয় মান' ভাঙ্গিতে নিযুক্ত, তখনকার ব্যাখ্যাটা কিরূপ, ব্যাখ্যাকার বুঝাইলেন না কেন? একজন বৈষ্ণবের নিকট রাধিকা কি কেবল 'আদর্শসাধিকা'? "মম শিরসি মণ্ডনং" ইত্যাদি পদ কি কেবল কবিকল্পনা? লেখক 'মহাযাত্রায় মানের পালা' পড়িয়াছেন কিন্তু মান ভাঙ্গার বিষয়টা বুঝান নাই কেন? অনেক বাজে কথা বলা হইল অথচ এই কাজের কথাটা বাদ পড়িল ইহার তাৎপর্য্য কি? তবে কি লেখক 'জয়দেবী কৃষ্ণ' মানেন না? যদি না মানেন তবে 'ভক্ত'...র দোহাই দিয়াছেন কেন? বাঙ্গালীর বৈষ্ণবের ...... কেন?

"শ্যেন কপোত ও শাইলকের কথা" পঞ্চম প্রবন্ধের নাম। ইয়ুরোপীয়েরা আমাদিগকে আলস্যপরতন্ত্র আরামপ্রিয় (ease-loving oriental) বলে। এই কথার প্রতিবাদ করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। লেখক ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতবাসী আলস্যপরতন্ত্র বা আরামপ্রিয় নয়, প্রত্যুত শ্রেয়লাভার্থে, সত্য ও প্রতিজ্ঞাপালনার্থে ও ন্যায়ের জন্য অপরিসীম পরিশ্রম করিতে পারে, নিদারুণ কষ্ট যাতনা সহ্য করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজা ঔশীনর কপোতরূপী অগ্নি ও শ্যেনরূপী ইন্দ্রের আখ্যায়িকা ও আরও কতকগুলি প্রাচীন কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন ও শ্যেনকপোতের গল্পের সহিত সেক্সপিয়রের 'মার্চ্যাণ্ট অফ্ ভিনিস্' নামক নাটকের

শাইলকের আখ্যানের তুলনা করিয়া দেখা ইয়াছেন যে ভারতীয় জাতি ইয়ুরোপীয়দের অপেক্ষা তীক্ষ্ণ রূপে ন্যায়ের মর্য্যাদা বুঝে তজ্জন্য যে কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে ইয়ুরোপীয়েরা তাহা কল্পনা করিতে পারে না। তারপর লেখক বলেন যে, লেসেপস্ খানিকটা বালি কাটিয়া একটা সং খাল কাটিয়াছেন বৈত নয়, কিন্তু যজ্ঞের অশ্বের অন্বেষণে সগর সন্তানেরা পৃথিবীকে খনন করিয়া সাগরের সৃষ্টি করি ছিলেন।

জাতির চরিত্রের নিন্দাপবাদের প্রতিবাদ করিয়া জাতীয় গৌরব প্রতিপাদনের চেষ্টা প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ কি, তবে এখন কথা এই যে লেসপস্ খোদিত খালের সহিত সগরসন্তানের সাগ

র আমাদের আপাততঃ কি কিছু লাভের সম্ভাবনা আছে, না, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া 'মাচার নিচে বসিয়া', উপবাসে সপ্তাহ কাটাইলে আমাদের কষ্ট সহিষ্ণুতাজনিত পুরুষার্থের পরিচয় দেওয়া হইবে? জাতীয় পুরাতনসাহিত্য হইতে জাতীয় 'ধাৎ' নিষ্কাশিত করিয়া পূর্ব্বগৌরব বিচার করা মন্দ নয়, কিন্তু সে গৌরব যতই উচ্চ ও উজ্জল হউক না, তাহা অতীত ও কতকটা কল্পিতও বটে, অতএব তদ্বারা আমাদের অদ্যকার আলস্যপ্রিয়তা অপবাদ (?) বিদূরিত হইবে না। এ কলঙ্ক দূর করিতে হইলে কিঞ্চিৎ কার্য্যের আবশ্যক, কেবল বাক্য ছাঁটিলে চলিবে না। কথার কায়দায় কলঙ্ক ঘুচিবে না। বাপের আদুরে ছেলে বাপের সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়াছে। এখন বাপের দোহাই দিয়া অনাহারক (লেখকের ইঙ্গিত অনুসারে) বন্ধনশালায় বসিয়া কেবলমাত্র চুল্লী ফুঁ দিলে পেট ভরিবে না, আহারের অভাবে মৃত্যুই হইবে। বিশেষতঃ আমাদের চুল্লীতে এখন অগ্নি ও ইন্ধন উভয়েরই অভাব, উহা বহু কাল নির্ব্বাপিত, উহাতে যদি কিছু থাকে পুরাতন ভস্মরাশি, ক্রমাগত অসাবধানে পাশের উপর 'ফুঁ' পাড়িলে চক্ষু দুইটার বিনাশের আশঙ্কা। 'ফুঁ' দিয়া ছাই উড়াইয়া দেওয়া ভাল, কিন্তু চক্ষু বাচাইয়া 'ফুঁ' দিতে হইবে, নতুবা চক্ষু দুইটা অধঃপাতে গেলে যদি ভস্মের নিম্নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায় তাহা বড় কাজে আসিবে না।

বাবু নবীনচন্দ্র সেন 'নবজীবন' নাম দিয়া এ সংখ্যার একটী পদ্য [illegible] এটী অতি [illegible] হইয়াছে। কবি [illegible] জীবন' প্রবাসে কাটাইয়া বহুকাল পরে গৃহে প্রত্যাগত। অশোকাষ্টমী নিশিতে নদী তীরে—পিতৃমাতৃ শ্মশানস্থ শিবালয় সম্মুখে দণ্ডায়মান। পিতামাতার আত্মাকে সকরুণসম্বোধন করিয়া নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত দুঃখ শোককাহিনী বিবৃত করিতেছেন। কবিতাটীর আরম্ভ অতি সুন্দর কিন্তু উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। মধ্যস্থলের এক অংশ দেখাইতেছি!—

পাপী আমি! হায় মাতঃ দুরদৃষ্টবশে
ছিলাম বিদেশে পড়ি
দুরাকাঙ্ক্ষা-ভর করি
আমার সে রবি শশী ডুবিল যখন
বারেক জীবন তরে,
দেখিনি নয়ন ভরে
সেই; সেই বুকে—স্নেহের দর্পণ
বারেক রাখিনি মুখ জন্মের মতন।
সে অভাব হৃদে সহি
সে পিপাসা হৃদে বহি

কত তীর্থ তীর্থান্তরে করিনু ভ্রমণ,
কই সে পিপাসা মম হলো না পূরণ।

কবি 'বিন্ধ্যাচল' 'কুরুক্ষেত্র' 'চন্দ্রশেখর' 'ভুবনেশ্বর' 'বিরজা ক্ষেত্র' প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিলেন, কোন তীর্থেই 'পিপাসা পূরণ' হইল না। হৃদয় জুড়াইল না। কিন্তু আজ জুড়াইয়াছে। ক্ষুদ্র নদীতীরের 'ত্রিপাদ' ভূমে পিতৃমাতৃ শ্মশানে আসিয়া কবির তাপিত প্রাণ শীতল হইয়াছে। তিনি 'নবজীবন' পাইয়াছেন। শ্মশানকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

এই মম মহাতীর্থ, ত্রিদিব আমার।
এত দিনে বুঝিলাম,
স্বর্গ মর্ত্য ধরাধাম,
হইল না কেন [illegible] পরিমাণ
তিন পাদ কোন্ ছার
একটী ধূলি ইহার
ত্রিভুবনে পরিমিত হবে না কখন—
স্নেহের উপমা নাই স্নেহ অতুলন।

কবিতাটীর অক্ষরে অক্ষরে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা ইহার কোন কোন স্থল পাঠ করিবার সময় 'অশ্রু সম্বরণ' করিতে পারি নাই। কবি যে স্থলে "একে একে ভেসে গেল স্নেহের পুতুল" "পদ্মায় ভাসিয়া গেল পবিত্র কুসুম" বলিয়া শিশু সন্তান কয়েকটীর অকাল মৃত্যুর পরিচয় দিতেছেন, সে স্থল বস্তুতই হৃদয় বিদারক! আমরা আশা করি আমাদের পূজ্যপাদ প্রিয় কবি ঈশ্বরের শান্তিময় নামে সকল শোক বিস্মৃত হইবেন।

৭ম প্রবন্ধ কুঞ্জ সরকার। প্রথম সংখ্যা হইতেই ইঁহার আবির্ভাব। কে নাকি বলিয়াছে যে কুঞ্জ সরকার বা তাহার রস ফুটে নাই; তজ্জন্য লেখক সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত। কুঞ্জকে ফুটাইবার জন্য স্বর্গ মর্ত্য রসাতল তলাতল গোয়াল কোন স্থানেই হাত বাড়াইতে ছাড়েন নাই।

'নবজীবনের' শেষপ্রস্তাব 'হনুমানচরিত।' হনুমান খুব দাঁত খিচাইয়াছেন কিন্তু 'রগড়' দেখাইতে পারেন নাই।

আর্য্যদর্শনের আজকাল বেস সজীবতা। এ সংখ্যার ১ম, প্রবন্ধ হিন্দু সমাজ সংস্কার,—বিধবা বিবাহ। এটী সম্পাদক মহাশয়ের নিজের লেখা। যোগেন্দ্রবাবু উন্নতিশীল হিন্দু, কুসংস্কার বিরহিত, উৎসাহী ও উদ্যমশীল। দার্শনিক মতের কুটতর্ক লইয়া কালহরণ করা পুরুষার্থ মনে করেন না। যদ্দ্বারা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্রকৃতপ্রস্তাবে উন্নত হয় ইনি তাহারই [illegible]। বিধবা বিবাহ দেশময় প্রচলিত করিবার জন্য [illegible] বাবু [illegible] পণ চেষ্টা করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন সংবাদপত্রে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে কয়েকটী আপত্তি উত্থাপিত করা হইয়াছিল, যোগেন্দ্রবাবু এ প্রবন্ধে বিশেষ দক্ষতা ও অকৃত্রিম উৎসাহের সহিত সেই আপত্তিগুলি খণ্ডন করিয়াছেন। ২য়, প্রস্তাব 'মৃচ্ছকটিক ও তদুল্লিখিত আচার ব্যবহার।' এটীতে লেখকের গবেষণা ও বিশ্লেষণ-পটুতার পরিচয় পাওয়া যায়। ৩য়, 'মানব ও প্রকৃতি' নামক পদ্য; ঈশানবাবুর রচিত। ৪র্থ, স্মরণীয় চরীতমালা, গষ্টেভস্‌ডামা। ৫ম, প্রবন্ধের বিষয় উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ৬ষ্ঠ, স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটী কবিতা। দত্তজার যে সকল কবিতা এতাবৎকাল অপ্রকাশিত ছিল, ক্রমে আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হইতেছে। এটীর নাম "ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী।"

৭ম, 'নীহারিকা'—সমালোচনাটী মন্দ হয় নাই।

এ সংখ্যা প্রবাহ সুপাঠ্য প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। 'শর্ব্বাণী' নামে একটী উপন্যাস আরম্ভ হইয়াছে। 'মানবজীবন' বলিয়া একটী পদ্য আছে। 'ভারতীয় বাস্তব দর্শন' ও 'ন্যায়দর্শন' দুটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ আছে। বাঙ্গালীর আহার ও খাদ্যজনিত পীড়া সম্ভবতঃ ডাক্তারধর্ম্মদাস বসুর লেখা। এ দুটী প্রস্তাব অতি আবশ্যকীয় বথার পূর্ণ এবং বহুলরূপে পঠিত হওয়া উচিত। 'সমাজ সংস্কার' দ্বিতীয় প্রস্তাবে আর্য্যের উপনিবেশের কথা আলোচিত হইয়াছে। লেখক বেস ধীরতার পরিচয় দিয়াছেন। 'খদ্যোৎ পুঞ্জ' শীর্ষস্থ স্তবকে অনেকগুলি নৈতিক উপদেশ . . . . . আছে। . . .

প্রবাহে গ্রন্থ সমালোচনারও খব ঘটা। বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের কথা ইতাগ্রেই বলা হইয়াছে।

ভারতী ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। দুই সংখ্যায় প্রবন্ধ অনেকগুলি প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা বাদে ১৭টী, তাহার মধ্যে ৪টী পদ্য ও ১৩টী গদ্য প্রবন্ধ। গদ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে ৪টী পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যথা;—'সরোজিনী প্রয়াণ' 'সন্ন্যাসীর জীবন' 'শঙ্করমণ্ডন সংবাদ' ও 'ভাউ সাহেবের বখর'। 'সন্ন্যাসীর জীবন' কোন উদাসীন কর্তৃক লিখিত ও বিলক্ষণ কৌতুকজনক। যে নয়টী নূতন প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে তন্মধ্যে ৪টী ক্রমশঃ প্রকাশ্য;—'জন ষ্টুয়ার্টমিল' 'সংস্কার-রহস্য' 'খাদ্য' ও 'সভ্যতার উন্নতি সহকারে নরজাতির শারীরিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি না।' শেষোক্ত প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লেখা। অপর ৪টী প্রবন্ধের ১মটীতে বিষ্ণুপুরের রাজবংশের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে, একপ ইতিহাস লেখার চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। 'আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ও তাহার পরিণাম' শীর্ষক প্রস্তাবের লেখক উক্ত চিকিৎসার অধঃপতনে পরিতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। অবশিষ্ট ২টী প্রবন্ধের নাম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১ম, 'সংযম' এই প্রবন্ধের লেখক—(পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ) যোগীদিগের সংযম ও আধুনিক মিওসফিষ্টদিগের Will force ইচ্ছা শক্তি এতদুভয়ের সামঞ্জস্য প্রতি . . . . করিয়াছেন . . . . যোগশাস্ত্রানুযায়ী . . . . শক্তির ব্যাখ্যা করি য . . . . . হইতে ধারণা, ধারণা হইতে ধ . . . ধ্যানের পরিপাকে সমাধি এবং এই তিনের ক্রমবিকাশ সংযম। কোন এক ঈপ্সিত বিষয়ের উপর উত্তরোত্তর ক্রমে এই তিন মানস ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইলে তাহার অদ্ভুত প্রভাবে অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়।'

অনন্তর, যোগীরা যেরূপ শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসদ্বারা 'সংযম' শক্তি উৎপাদিত করিতেন, লেখক যোগশাস্ত্র হইতে তাহার স্থূল মর্ম্মোদ্ধার করিয়াছেন।

"অভ্যাসদ্বারা সংযম-শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বাধীন করা হইলে যে ইচ্ছা বা সংকল্প করা যায় তাহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। একমাত্র সংযমই সিদ্ধিলাভের মূলকারণ। সংযমদ্বারা জ্ঞানের বিকাশ; জ্ঞান বিকাশ হইলে অর্থাৎ প্রকাশ-শক্তি বাড়িলে ক্রিয়াশক্তিও বাড়িবে ইহা অব্যভিচারী নিয়ম।

অজাগব বা বাজসর্প আহাব অন্বেষণ করে না, তাহাব 'ইচ্ছা-শক্তিব' প্রভাবে বা আকর্ষণে, মুখেব সম্মুখে আহাব্ আসিযা উপস্থিত হয। ইহা দেখিযা জর্ম্মণ ডাক্তাব মেসমাব সাহেব Mesmerism বিদ্যা আবিষ্কার কবেন। কিন্তু বহু সহস্রবৎসব পূর্ব্বে ভাবতীয যোগীবা অজাগবেব আহাব সংগতিব তথ্যানুসন্ধান কবিযা 'সংযম' নামক যোগাঙ্গটী আবিষ্কাব করেন, পিঙ্গলা কুকব সর্প ইত্যাদি ইহাব প্রমাণ। অতএব সংযম ও Will-force বা Concentration তুল্যাতুল্য অর্থেব দ্যোতক বলিযা প্রতীত হয়।'

২য়, স্ত্রী আচাব। কি সম্পাদক মহাশযাব লেখা? অতি বিবাহকালিন স্ত্রী আচ বৈজ্ঞানিক কাবণ নিহিত ব ব্যাখ্যা কবাই এ প্রস্তাবেব উদ্দেশ্য।

স্ত্রী আচাব কি কি?

১ম—ববণ, ২য,—প্রদক্ষিণ, ৩য শুভ দৃষ্টি, ৪র্থ—মাল্যবদল। ইহাব মধ্যে ববণ ও প্রদক্ষিণই স্ত্রী-আচাবেব প্রধান অঙ্গ।

ইচ্ছা-শক্তিব প্রযোগদ্বাবা ববেব ও কন্যাব মনকে Mesmerise মেসমারাইস্ করিয়া একত্রীভূত কবিযা দেওয়াই ববণ ও প্রদক্ষিণেব উদ্দেশ্য। লেখক ইহা বেস যুক্তির সহিত দেখাইয়াছেন। স্ত্রী-আচাবেব যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কবা হইয়াছে তাহাব প্রকৃত মূল্য ত আছেই আছে; তারপর বরণ, প্রদক্ষিণ, শুভদৃষ্টি, মাল্যবদল প্রভৃতি শুভ ব্যাপারগুলির বর্ণনা বড়ই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমাদের স্থান সংক্ষেপ তথাচ কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিতেছি;—

'শত শত বমণীব আশীর্ব্বাদ মধ্যে, সুমঙ্গল হুলুধ্বনিব মধ্যে সেই কবিতাময শুভলগ্নে স্বজন বেষ্টিত অথচ নির্জ্জনকুঞ্জ মধ্যে বব কন্যাব শুভদৃষ্টি—তাহাদেব চাবিচক্ষেব মিলন। এই মিলনে—এই দর্শনে—জানি না কোন যুবক যুবতীব হৃদয়ে প্রেমেব তবঙ্গ, সুখেব উচ্ছ্বাস উথলিযা না উঠে, নিতান্ত অপ্রেমিক হৃদযকেও এ সময কবিতামযভাবে পূর্ণ কবিযা ফেলে।" আমবা বলি তা বটেত।

লেখক বাল্যবিবাহেব পক্ষপাতী নন। পবন্তু তিনি বলেন "স্ত্রী-আচাবহীত বিবাহেব উৎসব" আমবা বলি দু'শবাব।

৩য—হাতে কলমে। অকাল কুষ্মাণ্ডেব পব নীন্দ্রবাবুব এই 'হাতেকলমে' প্রবন্ধ সাহিত্য লাইব্রেরীতে পাঠ ত হয। ইহাব বচনাভঙ্গি সেই অকালকুষ্মাণ্ডেবই মত তবে 'অকালকুষ্মাণ্ড' নিবীহ বঙ্গীয গ্রন্থকাব দিকেব পৃষ্ঠে পতিত হইযাছিল, 'হাতে কলমেব' গতি অন্য দিকে। বসিকবাজ এবাব বাঙ্গালার বাজনীতি—আন্দোলনওয়ালাদিগকে খুব একহাত লইযাছেন। হাতে কলমে প্রবন্ধটায বসিকতাব টুকরা ঢেব আছে, মুখ ভ্যাঙচানিবও কামাই নাই কিন্তু তাব সঙ্গে কতকগুলা উচিতকথাও আছে। লেখক স্বভাবতই সভাসমিতি আন্দোলন আবেদনেব হৈ চৈ ও বক্তৃতার উপব চটা। এ সম্বন্ধে তিনি যত কথা বলিয়াছেন তাহার সমস্তগুলির সারমর্ম্ম এই যে, আজকাল আসল কাজের দিকে কাহারও মন নাই; বৃথা আড়ম্বরের দিকে সকলই ধাবিত। সংক্ষেপতঃ আমাদের 'পোলিটিসিয়ান' বর্গ 'মাহাজ বেকুব'।

নব্যভারত। (১) ক্ষীরোদবাবুর 'মানব-

জন্ম' নামক প্রবন্ধে গবেষণা আছে কিন্তু লেখা বড় কক্ষ ও অনুবাদ-গন্ধপূর্ণ। (২) "প্রজা ও ভূম্যাধিকারীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য" এই প্রবন্ধটী বেস দক্ষতার সহিত ও নিরপেক্ষভাবে লিখিত হইতেছে। (৩) 'এরিয়েল ও যক্ষ' টেম্পেষ্ট ও মেঘদূতের প্রাগুক্ত দুই চরিত্রের সমালোচনা। কাঁচা হাতের লেখা বলিয়া বোধ হইল। (৪) 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ইহা, বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক লিখিত ও ১ম সংখ্যা 'প্রচারে' প্রকাশিত উক্ত নামধেয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধের প্রতিবাদ। প্রতিবাদ [illegible]
(৫) [illegible] পদ্য। [illegible]
ধর্ম্ম। এটী পণ্ডিত শিবন[illegible]
লেখা, হইয়াছেও ভা[illegible]
'বৈজ্ঞানিক [illegible]

[illegible] বোধ অতএব শাস্ত্রীমহাশয় একটু পরিমাণে সে দিক ঘেঁসিয়া চলিলে ভাল হয়। তিনি এই প্রস্তাবে শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধীভাব, দেশাচারের পরিবর্ত্তনশীলতা, মানব-প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় উল্লেখ করিয়া' এ তিনকেই প্রকৃত ও মূল ধর্ম্মের কোষ্টীপাথরে কষিয়া লইয়া তাহার পর ব্যবহারে লাগাইতে উপদেশ দিয়াছেন। সদুপদেশ তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু কোষ্টীপাথর সম্বন্ধেই যে মহা গণ্ডগোল। 'কষা' ত তারপরের কথা। ([illegible]) জাতীয়ত্ব। আজকালকার জাতীয়তা-আন্দোলন প্রসঙ্গে 'আত্যান্তিক স্থিতীশীল' দলের কথার প্রতিবাদ।

ভাদ্র সংখ্যা বান্ধব আমরা পাই নাই।

ভাদ্র সংখ্যা 'প্রচারে' 'বেদ' ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে; 'সীতারাম' উপন্যাস চলিতেছে; 'গ্রাম্যকথার' ছোটখাট গোছের একটু রহস্য করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে একটী নূতন প্রবন্ধের কিয়দংশ আছে। শেষোক্ত প্রবন্ধের লেখক ঈশ্বরোপাসনার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন; "আগ্রহচিত্তে সেই আদি কারণের স্বরূপ জানিবার চেষ্টাই তাহার উপাসনা।"

'নবজীবন' ও 'প্রচারের' ন্যায় 'জাহ্নবী' ও ধর্ম্মান্দোলনপ্রধান একখানি নূতন মাসিকপত্র। বর্ত্তমান সংখ্যায় 'বেদ-রহস্য' 'পরকাল ও আপ্তবাক্য' 'যোগ'. ও 'শাস্ত্র [illegible]' নামক কয়েকটী প্রবন্ধ আছে।
'হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক [illegible]
[illegible]
[illegible]। হিন্দুধর্ম্মে পরিবর্ত্তন[illegible]বাদী অর্থাৎ আবশ্যক মতে উহা সংস্কার করিয়া লইতে চান। তিনি বলেন;— "যে যুক্তির উপর সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র স্থাপিত, যে যুক্তির বলে পূর্ব্বে ও সময়ে সময়ে হিন্দুশাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল এখনও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে সেই যুক্তির বলে হিন্দুশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন ঘটিবে।"

"একথা না বুঝিয়া যাঁহারা বলিতেছেন যে, পুরাতন বিধিব্যবস্থা যেমন আছে ঠিক তেমনি রাখিতে হইবে, তাঁহারা সমাজ কাহাকে বলে আদৌ জানেন না। [illegible]বং সামাজিক বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা কহিতে কিছুমাত্র অধিকার নাই।"

হিন্দুধর্ম্মের উপস্থিত 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার' উল্লেখ করিয়া লেখক বলেন যে, "উহা নিতান্তই টানিয়া বুনা হইতেছে।" আমাদের প্রাচীন বিধিব্যবস্থাপকেরা এরূপ

বিজ্ঞান জানিতেন না। পরন্তু 'বিজ্ঞানের দ্বারাই যদি হিন্দু বিধি ব্যবস্থার পরীক্ষা করিতে হয় তবে সে কাজটা ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার হাতে না দিয়া বিজ্ঞানবিদের হাতে দেওয়াই ভাল।'

হিন্দুদিগের আহার্য্য সম্বন্ধে চন্দ্রবাবু এইরূপ লিখিয়াছেন, "মনু বা যাজ্ঞবল্ক্য আহার্য্য বা অনাহার্য্য বা অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা যে চিরকালই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির থাকিবে ইহাই বা কেমন কথা। এ রকম কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা [illegible] প্রকৃতিই জানেন [illegible] এইরূপ, [illegible] হইয়া দাঁড়াইয়াছেন [illegible] শক তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের কি ইষ্ট কি অনিষ্ট কিছুই করিতে পারিবেন না। [illegible] দিন বাদে কোথায় চলিয়া যাইবেন তাহার ঠিকানা থাকিবে না।"

'আলোচনা।' ভাদ্রমাস হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে; এখানিও ধর্ম্মবিষয়ক 'মাসিক।' প্রথম সংখ্যাতেই অনেকগুলি বড় বড় লোক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 'সত্যালোচনা' নামক একটী প্রবন্ধ ও সূচনা, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন। 'সারধর্ম্ম' বাবু রাজনারায়ণ বসু, ও জাতিভেদ বিষয়ক একটী প্রস্তাব পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটী ক্ষুদ্র কবিতা আছে। 'যোগিচর্য্যা' পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ। 'সমাজগতি ও তাহার পরিণাম' বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত। তারপর 'আহ্বান' 'নবজীবন' এবং 'ধর্ম্ম ও দর্শন', বলিয়া আরও তিনটী প্রবন্ধ আছে। এ কাগজখানি দেখতে ছোটখাট কিন্তু ইহাতে প্রবন্ধের খুব ছড়াছড়ি।

ভাদ্র সংখ্যা বিজ্ঞান দর্পণে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিকপ্রবন্ধ আছে, তন্মধ্যে 'মধুমক্ষিকা পালন' শীর্ষপ্রস্তাব, উদ্যমশীল বাঙ্গালী মাত্রেরই পঠনীয়।

আমরা একে একে আমাদের প্রধান প্রধান মাসিকপত্রগুলির অংশাধিক পরিমাণে আলোচনা উপরে করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা সাহিত্য সংসারের সুপ্রসিদ্ধ ও উচ্চতম নাম হইতে অপ্রসিদ্ধ ও নিম্ন [illegible] সহিত আমাদের সাক্ষাৎ [illegible] রেক [illegible] পত্রের [illegible] ছি তাহাদের সবগুলির [illegible] অধিক। এই সকল [illegible] কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে এবং ইঁহাদের মধ্যে ব[illegible] হইতে নিতান্ত অজানিতনামা [illegible] বাবরও আছেন। ইহা বস্তুতই বিশেষ আহ্লাদের বিষয় যে নবীন প্রবিন এতাধিক লোক বাঙ্গালাভাষার উন্নতিকল্পে প্রতিদিন পরিশ্রম করিতেছেন, এবং এই সমবেত চেষ্টাদ্বারা আমাদের সাহিত্য যে অচিরাৎ অধিকতর উন্নত হইবে না, তাহা বই বা তাৎপর্য্য কি? তবে বঙ্গীয় লেখকদিগের সাময়িক রচনাবলীদ্বারা যদি আধুনিক সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করা অসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে উহা যে মৌলিকতার দিকে কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর হইতেছে এমত বলা যায় না। কাব্যে উপন্যাসে প্রবন্ধে ইতিহাসে সেই একই রকম একটানা ভাব, একই রকম অনুকরণ একই রকম চর্ব্বিত চর্ব্বণ। আমাদের আধুনিক সাহিত্যের আর যে গুণই থাকুক ইহা আদৌ মৌলি-

কতা প্রবল নহে। সহস্র পৃষ্ঠা সাময়িক সন্দর্ভ 'উলটাইযাও' কদাচিত এক বিন্দু নূতনত্ব পাওয়া যায। যে সকল লেখক প্রথমাবস্থায,—মানসিক সজীবতাব আশা-প্রদ পবিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহাবাও যেন দিন দিন হীনপ্রভ হইযা পড়িতেছেন। বাঙ্গালীশরীবেব অসাময়িক স্থবিবভাব ও দূর্ব্বলতা কি তাহাব সাহিত্যেও বর্ত্তিবে ?

গত কযেক মাস হইতে সহযোগী লেখক দিগের চিন্তা স্রোত ধর্ম্মালোচনাব দিকে হঠাৎ গতি পবিবর্ত্তন কবিযাছে। অতএব আমাদেব মাসিকপত্রগুলিতে ধর্ম্ম-বিষযক প্রস্তাবেবই কিছু আধিক্য। পাঠক দেখি বেন যে ... পা ... ধর্ম্ম ও ... অন্য ... স্থবি ... [illegible]তত্ত্বের আলোচনা আজকাল খুব কম বোধ হয। ইতিহাস সম্বন্ধেও সেই কথা। রাজনীতিব আলোচনা আমাদেব কোন মাসিক পত্রেই হয না বলিলে চলে। এ ভাবটা সম্পূর্ণরূপে সম্বাদপত্রেব উপবেই দেওযা আছে। কিন্তু বিলাতেব প্রধান প্রধান 'মাসিক'গুলিতে 'রাজনৈতিক' প্রস্তাবের ঘটা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয। তবে বিলাতে যাহা হইতেছে, আমাদেব দেশেও ঠিক তাই হইবে তাহাব কিছু মানে নাই। 'নব্যভাবত' বেণ্ট বীল ঘটিত তর্কে প্রবৃত্ত হইযাছেন দেখিযা সন্তোষলাভ কবিযাছি। বিলটাব উপব অনেক সুখ দুঃখ নির্ভব কবিতেছে। অতএব মাসিক সহযোগীদিগেব যিনি যেমন ... , এ প্রসঙ্গে এক আধ কলম ... লিখি... বালেব তোলপাড়ে ... গান উঠিল, কিন্তু দেশেব মাসিক পত্রেব নিদ্রা ভাঙ্গিল না ইহা কতকটা কৌতুকজনক বটে।

—:*:—

মাস সমালোচনা।

পাক্ষিক সমালোচক প্রকাশিত হইতে এবার বিলম্ব হইয়াছে, * অতএব গত দুই মাসেব † সাধাবণ ঘটনাবলী আমরা একত্রে আলোচনা করিব। অন্যান্য বিষয়েব অবতারণা কবার পূর্ব্বে,—গত দুই মাসের জীবন-সংগ্রাম ও উদ্বেগ উত্তেজনাময় রাজনৈতিক ব্যাপাব পর্য্যালোচনা করার পূর্ব্বে,—বাঙ্গালীর দুঃখময় জীবন পর্ব্বের একমাত্র সুখময় অধ্যায়—আশ্বিনানুষ্ঠিত সর্ব্বপ্রধান জাতীয় উৎসব,—বঙ্গের গতাসু পূর্ব্বগৌববের জীবন্ত উজ্জ্বল ইতিবৃত্ত,—আর্য্যধর্ম্মানুষ্ঠানেব ও অধ্যাত্ম—বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চতম আদর্শ, শান্তিরসাস্পদ জগদ্বিখ্যাত 'মহাপূজা'—হিন্দুসমাজের সুখদ শারদীয় সম্মিলনের অগ্রে উল্লেখ করা আব-

* স্থান পরিবর্ত্তন ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন উপলক্ষে নূতন বন্দোবস্তই এই বিলম্বের কারণ।

† ভাদ্র ও আশ্বিন।

শুক। কালচক্রে শারদীয় উৎসব আর একবার ঘুরিয়া আসিয়া চলিয়া গিযাছে। বাঙ্গালী কয়েক দিনের জন্য শোক দুঃখ ভুলিয়া কাজ কর্ম্ম রাখিযা, মহোৎবে 'মাতিয়াছিল; কিন্তু সুখেব দিন শীঘ্রই যায়; 'পূজা' আসিয়াছিল চলিযা গিযাছে, তাহা এখন দূরস্থ অতীতের কাহিনী। কিন্তু অনেকে হযত বলিতেছেন 'পূজা কখন আসিযাছিল ও কোন দিক্ দিয়া চলিযা গেল কই তা'ত দেখিলাম না?' ভাই। দেখ বা ন. দেখ সময় তোমার জন্য বসিয়া থাকিবাব নয়। পূজা আসিয়া চলিযা গিয়াছে; বাঙ্গালী পুনরায় কোঁমব বাঁধিযা ... যন্ত্রে উপস্থিত; বাস্তবাব ...

জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত ...

উৎসবোপলক্ষে এই ক্ষুদ্র 'পাক্ষি...

গ্রাহক ও পাঠক, লেখক ও অনুগ্রাহব অবিভাবক ও বন্ধুবান্ধবদিগকে অভিবাদন পুবসবঃ তাঁহাদেব নিকট উপস্থিত হইতেছি।

এবৎসব সমগ্র দেশের পক্ষে বড় সুবৎসব নহে। বৃষ্টি প্রায় সর্ব্বত্রই কম হইযাছে অতএব শস্যাদি ভাল উৎপন্ন হইবাব আশা নাই। কোন কোন জেলায় অপেক্ষাকৃত অধিক বর্ষা হইয়াছে বটে; কিন্তু মোটেব উপর দেখিতে গেলে সম্বৎসরের বর্ষাব সমষ্টি অত্যন্ত অল্প। নিম্নবাঙ্গালার বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে হৈমন্তিক শস্যের আশা অতি অল্প। বীরভূমে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; তথাকার লোকদিগের প্রাণরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বেহারের উত্তর গাঙ্গেয় কয়েকটী জেলার ও লক্ষণ আমরা ভাল বুঝিতেছি না। ত্রিহুতের অবস্থা আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবগত আছি; তথায় এ বৎসর এককালেই বর্ষা হয় নাই।* অন্যান্য বৎসব নদী প্লাবিত হইয়া যেরূপ বন্যা হয় এবার তাহাও হয় নাই—যথেষ্ট বৃষ্টি হইলেও কেবল হীমালয় নিঃসৃত বারিরাশিদ্বারা সমস্ত ত্রিহুত প্লাবিত হইয়া থাকে। সেই প্লাবনের জলে অনেক উপকাব হয; জমী উর্ব্বরা হয়, এবং তৎ সঙ্গে সর্ব্বত্র সুচারু রূপে কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইযা থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এবৎসব একটী নদীও (ত্রিহুতে সঙ্কীর্ণ সঙ্কীর্ণ অনেকগুলি পার্ব্বতীয নদী আছে) পূর্ণ ও প্লাবিত হয নাই। এখ... জা ত...

অ...

সম্বাদপত্রে লিখিতে ...

মত প্রকৃত কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারে, এমন লোক বীরভূমে আছেন, এজন্যই তথাকার দুর্ভিক্ষকাহিনী প্রকাশ হইযাছে। কিন্তু আমরা বলিতে পারি যে, বেহারের কোন কোন জেলায় প্রকৃতপক্ষে বীরভূমের ন্যায দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, কেবল তথাকার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হইতে পায না বলিয়াই তাহাদের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন উচ্চবাচ্য হয় নাই। বেহারের প্রজার ন্যায় দরিদ্রলোক বোধ করি ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই; কেবল জেলার মাজিষ্ট্রেট বাহাদুররা তাহা-

* ইহা লিখিত হওয়ার পর দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছে। দুই মাস পূর্ব্বে যদি ইহার কণাও বর্ষিত তাহা হইলে আর লোকের অন্নকষ্ট হইত না।

দের একমাত্র 'মা বাপ' কিন্তু ভারতবর্ষীয় ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা সাধারণ প্রজার কষ্টের জন্য কি প্রকার চিন্তিত থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহারা যন্ত্রস্বরূপ; অফিসে বসিয়া সব কারীকর্ম্ম করিতেছেন; "ফাইল দোরস্ত" করিতে পারিলেই তাঁহাদের কর্ম্ম শেষ হইল! সুতরাং দুর্ভিক্ষ হইল কি না দেখিবার জন্য তাঁহাদের অবকাশ কোথায়? বিশেষতঃ উপরওয়ালা সরকার বাহাদুরেরও আজকাল অভিমত নহে যে, দেশের দুর্ভিক্ষের কথা প্রকাশ হয়। কোন মাজিষ্ট্রেট ঘটনাক্রমে যদি কখন লোকের কষ্ট হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট করেন, তাহা হইলে তখনই অমনি তাঁহার উপ চারিদিক হইতে বজ্রাঘাত হইয়া সুতরাং কোথাও কোন মাজিষ্ট্রেট সহজে দুর্ভিক্ষের কথা উঠাইতে সাহসী হয়েন না। কিন্তু আমরা বলি এরূপ লুকাচুরী করিয়া আসলকথা কতদিন অপ্রকাশ থাকিতে পারে, প্রকৃতকথা শেষে প্রকাশ হইবেই হইবে তবে লাভের মধ্যে এই যে যখন উপায় অবলম্বন করা হইবে, তাহার পূর্ব্বেই অনাহারে অনেক লোক মারা পড়িবে। আমাদের একান্ত অনুরোধ গবর্ণমেন্ট দীর্ঘসূত্র পরিত্যাগ করিয়া সময় থাকিতে বেহারে বিশেষতঃ ত্রিহুতের অবস্থার সবিশেষ অনুসন্ধান করুন।

গত মাসের প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা নূতন রাজপ্রতিনিধি নিয়োজন সম্বাদ। আগামী ডিসেম্বরের প্রারম্ভেই লর্ড রিপণ ভারত পরিত্যাগ করিবেন, লর্ড ডফ্রিণ তাঁহার পদে গভর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হইবেন। এই পরিবর্ত্তন বড় সাধারণ নয়। ইহার উপর দেশের অনেক শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। লর্ড রিপণ আরও কিছুকাল থাকিতে পারিতেন; কিন্তু শুনা যাইতেছে, তাঁহার নিজের সুবিধার জন্যই তিনি কিছু-পূর্ব্বে পদ পরিত্যাগ করিতেছেন। লর্ড রিপণের সময় আমরা অনেক রহস্য দেখিলাম, অনেক নাচিলাম, অনেক কুঁদিলাম অনেক হাসিলাম, অনেক কাঁদিলাম; কখন আশা-উন্মত্ত হইয়া হীমালয়শিখরে আরোহণ করিলাম কখনও নিরাশার নির্ঘাততাড়নে মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হইলাম। আমাদের জীবনে এমন ব্যাপার অনেক কাল ঘটে নাই। এক্ষণে দেখা যাউক ... লর্ড ...

... ১। বিলাতী ও ভারত- ...জ পরিচালিত সম্বাদপত্রমাত্রই ...ণের আগমন বার্ত্তায় প্রফুল্ল হই- ...ন; সকলেই বলিতেছেন, এমন ...র্ণর জেনেরল আর কখন হন নাই। কার্য্যে দক্ষ, নীতিতে নিপুণ; এবং সদাশয়তায় অতুল্য; ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরলের উপযুক্ত সকল প্রকার গুণেই ইনি বিভূষিত।

বাস্তবিক যাহা শুনা যাইতেছে, সে সমস্তই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বোধ হইতেছে লর্ড ডফ্রিণের রাজত্বকালে আর আমাদের সুখের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। দেখা যাউক, কতদূর কি ঘটে। কিন্তু অপরাপরের মধ্যে পাওনিয়র ও ইংলিশ ম্যান লর্ড ডফ্রিণের প্রসঙ্গ লইয়া যেরূপ আনন্দোল্লাস করিতেছেন তাহাতে আমাদের ভয়ের বিষয় বটে। লর্ড ডফ্রিণ একজন মহৎবংশীয় এবং উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্ম্মচারী ইনি কানাডার 'গবর্ণর জেনারেল' করি-

য়াছেন, এবং আজীবন ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজ দরবারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 'তরফ' হইতে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। রুষ রাজত্বের গতিবিধি এবং কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে তিনি সম্যকরূপে অভিজ্ঞ, এবং শুনা যাইতেছে যে প্রধানতঃ সেই জন্যই তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রেরিত হইতেছেন। রুষরাজ্যের সঙ্গে মধ্য আসিয়া লইয়া অতি শীঘ্রই ইংলণ্ডের অনেক কথার মিটমাট করিতে হইবে, লর্ড ডফ্রিণ থাকিলে তাহাতে অনেক সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

লর্ড রিপণ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ [illegible]। ভার[illegible]সী ইংরাজেরা এ জন্য অবশ্য বড়ই খুসী [illegible] বাসীর মনের ভাব সম্পূ[illegible] তাঁহারা সকলেই শোকাক্রান্ত, [illegible] বিষাদিত। প্রকৃতকথা বলিতে গে[illegible] রিপণ, কি ইংরাজ কি এ দেশীয় কাহা[illegible] বিশেষ কোন উপকারে আইসেন নাই। কিন্তু তিনি যে অবিচলিতভাবে কর্ত্তব্য-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত রাজনীতি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দুই একবার উদ্যম করিয়াছেন; কেবলমাত্র ন্যায়ানুগত পথে চলিবার জন্য যথাসম্ভব যত্ন করিয়াছেন, তাহাতেই ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। 'আমাদের উপকার হইল না, তা কি করিব?' ভারতবাসী অদৃষ্টমানে; সুতরাং কিছু যে হইল না, তাহা অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়াই কাটাইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া যে ব্যক্তি, আপনার মান সম্ভ্রম হারাইবার ভয় করেন নাই; ভারতরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী—রাজা—হইয়াও অক্ষুব্ধ-চিত্তে যিনি সামান্য সামান্য ইংরাজের অবমাননা সহ্য করিয়াছেন, তাঁহাকে তাহারা কিছুতেই হৃদয়াসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে না।* এই জন্যই অদ্য লর্ড রিপণের ভারত ত্যাগের সম্বাদে সমস্ত ভারতবর্ষ একেস্বরে দুঃখ প্রকাশ করিতেছে লর্ড রিপণকে বিশেষ সমাদরের সহিত বিদায় দিবার কথা উঠিয়াছে, কিন্তু আমরা বোধ করি সে কথা উঠানই বাহুল্যমাত্র। আমাদের বিশ্বাস যে ভারতবাসীরা এবিষয়ে আপনা হইতেই এতদূর করিবে যে, সেরূপ বিদায় আর কখন কোন গবর্ণর জেনেরলের ভাগ্যে ঘটে নাই।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে এক জন গবর্ণর জেনেরল ৫ বৎসরের অধিক-[illegible] ভারতবর্ষে থাকিতে পান না। অতএব [illegible] রিপণের কাল পূর্ণ হইলেই তিনি চলিয়া যাইবেন, তাহা আমরা কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিব না। তবে কথা এই যে, আমাদের ভয় হইতেছে যে, লর্ড রিপণের প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টের শাসন নীতি আমাদের পক্ষে অনেকটা মন্দের দিকে পরিবর্ত্তিত হইবে। ভারতবাসী ইংরাজেরা অত্যন্ত সবল, এবং তাঁহারা বিলাতীয় ইংরাজদিগের সঙ্গে পারিবারিক ও জাতীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই ইংরাজেরা লর্ড রিপণের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে বিলাতের সাধারণ লোকদিগের মত অনেক পরিমাণে কলুষিত করিয়া দিয়াছেন। এরূপ একটা ধারণা প্রায় সকলেরই হইয়াছে যে লর্ড রিপণ ভাল অভিপ্রায়ে কার্য্য করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার বিবেচনাশক্তি অতি কম; তিনি সর্ব্বতোভাবে 'দেশ কাল পাত্র' দেখিয়া

চলিতে পারেন নাই। তিনি উদারনীতি অবলম্বন করিতে গিয়াছেন, কিন্তু সমুচিত বিবেচনার অভাবে সে নীতিদ্বারা তিনি ভারতবাসীদিগকে অনুচিত পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়াছেন। তিনি তাহাদিগের মনে অনাবশ্যক অনেকগুলি স্বত্ব স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত সে স্বত্বস্বাধীনতাগুলি দিতে প্রস্তুত নহেন, সুতরাং তাঁহার এই অযথা ব্যগ্রতায় রাজ্য মধ্যে অনেক অসন্তোষ, এবং জাতিবিদ্বেষের আবির্ভাব হইয়াছে। দেশশুদ্ধ লোক অনর্থক 'আন্দোলন' করিতেছে, এবং প্রতি কথায় গবর্ণমেণ্ট এবং সমগ্র ইংরাজ জাতির উপর নি[illegible] বাদ করি[illegible] কথাগুলি কতদূর [illegible] মাত্রেরই বুঝি[illegible] কিন্তু [illegible] আপন দেশে এই সমস্ত কথা প্রচার করিলে ভারতবাসীদিগের এমন ক্ষমতা নাই, যে তাহারা তাহা নিবারণ করিতে পারে। সেই জন্যই আমাদের ভয় হইতেছে যে, হয়ত লর্ড রিপণ ভারত পরিত্যাগ করিবামাত্র, এবং লর্ড ডফ্রিণ ভারতে পদার্পণ করিবামাত্রই, গবর্ণমেণ্টের নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। লর্ড রিপণের নীতিই যে সুনীতি, সেই নীতি অবিচলিতভাবে প্রবর্ত্তিত হইলেই যে রাজা এবং প্রজা উভয়েরই চিরকালের জন্য মঙ্গল, ইহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ইংরাজেরা বুঝেন না। তাঁহারা বুঝেন যে যদি ভারতরাজ্যে দৃঢ় করিতে হয় তাহা হইলে ভারতবাসীদিগকে তরবারির অগ্রে রাখিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা যে লর্ড রীপণের নীতির সমর্থন করিবেন না ইহা, বলা বাহুল্য। তাঁহারা, যাহাতে লীটন বাহাদুরের কুনীতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

আর সেই জন্যই বোধ হইতেছে, সমগ্র ইংরাজমণ্ডলী লর্ড ডফ্রিনের আগমনবার্ত্তায় এত আহ্লাদিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। নীতি পরিবর্ত্তন প্রয়াস, লর্ড রীপণ কর্ম্ম ত্যাগ না করিতে করিতেই দেখা দিয়াছে। দেশীয় সম্বাদপত্রের স্বাধীনতাহরণের প্রস্তাব, এই প্রয়াসেরই অন্যতম ফল। ইলবার্ট বিলের সময় হইতে দেশীয় এবং ইংরাজদিগের মধ্যে অনেক প্রকার বিদ্বেষপূর্ণ [illegible] পাঠক- [illegible] পারিবেন যে, প্রথমে [illegible] দেশীয়দিগকে গালাগালি আরম্ভ করেন, সাধারণভাবে সাধা[illegible]ভা করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে গা[illegible]ল প্রদান করেন, তদ্ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সম্বাদপত্রের সম্ভে ও গালি বর্ষণ করিতে থাকেন। দেশীলোক ঠাণ্ডা এবং 'ভেতো', অনেক দিন সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে তাহারাও গালির উত্তরে গালি দিতে আরম্ভ করিল। যত দিন ইলবার্ট বিলের একটা নিষ্পত্তি না হইয়াছিল, তত দিন এরূপ পরস্পর গালাগালি রীতিমত চলিয়াছিল; তাহার পর ক্রমশঃ সে সমস্ত অদৃশ্য হইয়া পুনরায় পরস্পর সদ্ভাব হইবে, ইহাই আশা ছিল। কিন্তু আমাদেরই দুর্ভাগ্যক্রমে জুরিসডিক্সন বিলে প্রকৃত বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত না হইতে হইতে বিগত কয়েক মাস মধ্যে এতগুলি লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে যে, তাহা উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনপক্ষে সম্পূর্ণ

অন্তবায। যদি রাজকর্ম্মচারীবা অপেক্ষাকৃত অধিক বিবেচক হইতেন, যদি পক্ষপাতীত্বেব দ্বাবা তাঁহাবা কিছুমাত্র প্রণোদিত না হইতেন, তাহা হইলে অতি সহজেই এবং শীঘ্রই প্রজাপুঞ্জেব পাবস্পাবিক বিদ্বেষ দূবীভূত হইতে পাবিত, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সর্ব্বোচ্চ প্রদেশীয গবর্ণব হইতে নিম্নতম সামান্য ইংবাজ কর্ম্মচাবী পর্য্যন্ত সকলেই বিদ্বেষোদ্দীপ্ত স্বজাতীযদিগেব সঙ্গে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। নীলকব, চাকব, বণিক, সওদাগব প্রভৃতি সাহেবেবা শীর্ষস্থানীয রাজকর্ম্মচাবীদিগেব প্রশ্রয প্রাপ্ত হইযা উৎসাহে এবং নির্ভযে ভারতবাসীদিগকে ... গালি দিতে লাগিলেন। দে... কবিযা থাকিত তাহা হই... ভালই হইত, অপব পক্ষ আপনাদে... তায় আপনাবা লজ্জিত হইযা তুষ্টিভাব অবলম্বন কবিত। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? এ দেশীয় লোকেব বক্ত মাংসেব শবীর ত বটে। সুতবাং তাহাবাও গালি দিতে ছাড়িল না এবং তাহাব সঙ্গে গবর্ণমেণ্টকেও অনেক সময়ে কাবণে এবং কখনও বা অকাবণে নিন্দাবাদ কবিতে লাগিল। গত দুই বৎসব হইতে এইরূপ চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে ইহাব ফল কি হইতেছে? যে ইংরাজেবা অগ্রে গালাগালি দিয়া আমাদিগকে অসতর্ক করিয়া সমরাঙ্গনে আকর্ষিত কবিল, তাহাবাই এক্ষণে এই ব্যাপাবেব সমস্ত দোষটা আমাদের স্কন্ধে প্রক্ষেপ করিতেছে; এবং বলিতেছে যে, ভারতবাসীরা বিজিত; বিজিতের পক্ষে এ সমস্ত বড় অযথা স্পর্দ্ধার কথা; অতএব তাহাদের স...দপত্রের স্বাধীনতা হবণ কর—যাহাতে আর তাহারা মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে না পারে। সেই জন্যই আজকাল কিছু দিন হইতে ইংলিসম্যান এবং পাইওনিয়ব কোন কোন দেশীয সম্বাদপত্রে লিখিত প্রবন্ধের কোন কোন স্থলেব অন্যায অনুবাদ কবিযা প্রকাশ কবিতেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, ভাবতবর্ষীয গবর্ণমেণ্ট এবং বিলাতেব ইংবাজেবা দেখেন যে, ভাবতবাসীবা কিরূপ কৃতঘ্ন, কিরূপ ইংবাজবিদ্বেষী। লর্ড লীটন একবাব যে কুকীর্ত্তি কবিযাছিলেন; লর্ড বীপণ তাহা নির্ম্মূল কবেন, দেখা যাউক লর্ড ডফ্রিণেব আমলে কি হয।

পবন্তু লর্ড বীপণেব যাইবাব কথা উঠি-... যাছে যে, ভাবত-...ধীন মিত্রবাজ্য ...দিগকে একটু ...চত। কাহাবও কাহাবও বাজ্য গবর্ণমেণ্টে খাস কবিয়া লওযা হউক, এবং সকলেবই সৈন্য সংখ্যা হ্রাস কবিযা দেওযা হউক। দুইটী বাজ্যেব উপব ইংবাজদিগের অনেক দিন হইতে দৃষ্টি আছে। কাশ্মীর এবং ব্রহ্মদেশ। কাশ্মীব সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে, অনুগতবাজ্য; কিন্তু ব্রহ্মদেশ স্বাধীন। এই দুই বাজ্যেরই উপব নানাবিধ অনুযোগ সর্ব্বদাই শুনিতে পাওযা যায়। ইংবাজেবা বলেন যে, এই উভয দেশেবই বাজা অত্যন্ত অমানুষ; তাহাবা কেবল নিজের স্বার্থ এবং ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত হয়, কখন প্রজাবর্গের সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। কিন্তু আসল কথা এই যে, দুই রাজ্যেই ইংরাজদিগের ব্যবসায় বাণিজ্যের পথ পরিষ্কৃত নহে; তাঁহারা তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন না।

অবশ্য এমন কথা আমরা বলি না যে, এই দুই রাজ্যের কোন দোষ নাই, কিম্বা ইহার প্রজাগণ সকল প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু ইংরাজেরা যে আসল অভিপ্রায় লুকাইয়া প্রকাশ্যে প্রজাবর্গের উপর অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হয়েন, তাহা অতিশয় ন্যায়বিরুদ্ধ। গত ৩।৪ বৎসর হইতে তাহারা এইরূপ বলিয়া আসিতেছেন, এবং বরাবরই সতৃষ্ণ নয়নে এই দুইটী রাজ্যের উপর দৃষ্টি করিতেছেন। লর্ড রীপণ যদি গবর্ণর জেনেরল না থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এত দিনে তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির উপায় হইয়া যাইত। কিন্তু লর্ড রীপণ পর্ব্বতের ন্যায় উপরোক্ত দুই রাজত্বকে রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি চলিয়া যাইতে অতএব কাশ্মীর ও ব্রহ্মাধিপের ভাগ্যে কি হয় বলা যায় না।

অপিচ গবর্ণর জেনেরল পরিবর্ত্তনের সময় প্রায়ই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিলাতে উদার এবং স্থিতিশীল দুই সম্প্রদায় আছেন, এক এক সম্প্রদায়ের রাজত্বকালে তাঁহারা এক এক প্রকার রাজনীতি অবলম্বন করেন। সেই নিয়ম ক্রমশঃ ভারত গবর্ণমেণ্টেও আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ছাড়া এ দেশে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতগুলি আছেন, তাঁহাদের আবার এক-একটির একএকটী স্বতন্ত্র মত! সেটী খাঁটি 'আংলোইণ্ডিয়ান' মত। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নীতি যাহাই হউক না কেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই আপনার নির্দ্দিষ্ট নীতি একেবারে পরিত্যাগ করেন না। 'উপরওয়ালার' হুকুম কতক কতক 'তামিল' করেন, আর অধিকাংশ বিষয়ে আপনার অভিমত সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্ত রাখিতে চেষ্টা করেন। বাঙ্গালার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই চেষ্টার ভাগ কিছু অধিক, কারণ বাঙ্গালা আজকাল ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত প্রদেশ এবং ইহার শাসনে অনেক বিষয়ে 'আংলো ইণ্ডিয়ান এবং নেটিভ' এতদুভয়ের স্বার্থের পরস্পর সংঘর্ষণ হয়। অতএব সমগ্র রাজনীতির সমালোচনা করিতে হইলে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ পৃথকভাবে বিবেচনা করিতে হয়।

গত কয়েক মাস বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অধীনে [illegible] ঘটনা ঘটিয়া দেশ ম[illegible]

[illegible]র নাই!

প্রথম। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদিগের মোকদ্দমা। এই মোকদ্দমা লইয়া নদীয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট মিঃ টেলার সাহেব এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজার র‍্যামজে কিরূপ লোক হাঁসাইয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। বোধ করি গবর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ কোন কালে কোথাও এরূপ 'ধৃষ্টতা' করেন নাই। যাহা হউক দেখা যাইতেছে যে, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন প্রকারে "শেষরক্ষা" করিয়াছেন। লেফ্টেন্যাণ্ট-গবর্ণর বাহাদুর সম্প্রতি এক অতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে উপরোক্ত অফিসরদ্বয়কে যথেষ্ট তীরস্কার করিয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া স্থানান্তরে 'বদলি' করিয়া দিয়াছেন। এই সুফলটির জন্য ব্যারিষ্টার বাবু মনমোহন ঘোষকে শত সহস্র ধন্যবাদ

দেওয়া উচিত। তিনি প্রবৃত্ত না হইলে এরূপ 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' কিছুতেই হইত না। 'আত্মশ্লাঘি' ও দম্ভের সমুচিত শাস্তি হইয়াছে দেখিয়া যদিও আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি কিন্তু সেই আহ্লাদের সঙ্গে মিঃ টেলার এবং মেজর র‍্যামজের জন্য আমরা একটু দুঃখ প্রকাশ না করিয়াও থাকিতে পারি না। কেননা আমাদের বিবেচনায় এই ব্যাপারে তাঁহাদের সম্পূর্ণ দোষ ছিল না। আসল দোষ যদি ধরা যায়, তাহা হইলে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিজের। ছোট লাট নিজেই চাবা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া পথ দেখাইয়াছেন, অতএব ... ৈর নিম্ন কর্ম্মচারী ... নিতে বাধ্য ... বেধে।
বিচিত্র কি? মিঃ টেলার এবং র‍্যামজে-সাহেবের এই একটু ভুল হইয়াছিল যে, তাঁহারা সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে পারেন নাই, বোকামি করিয়া অনেক ভিতরের কথা বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। যদি তাহা না করিতেন, যদি তাঁহাদের এই বোকামির জন্য বঙ্গেশ্বরকে অপ্রতিভ না হইতে হইত, তাহা হইলে কি কখন এরূপ মন্তব্য বাহির হইত? মিঃ টেলার অনেক দিন কৃষ্ণনগরে ছিলেন, এবং সাধারণের প্রিয় ছিলেন, তবে তাহার অন্তঃকরণ বড় দুর্ব্বল, তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা যেরূপে তাহাকে চালাইতেন, তিনি সেই রূপ চলিতেন। আর মেজর র‍্যামজে সাহেব? তিনি ত একটী 'খাজা' পল্টুনে। বেচারা শাদাসিধা লোক, মনের কথা সব খুলিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, যদিও বাঙ্গালী বালকদিগকে শাস্তি দিতে পারিলে তাহার প্রশংসা হইবে, বোকামি করিয়া ভিতরের কোন কথা খুলিয়া ফেলিয়া লোক হাসাইলে তাহারই নিজের শাস্তি হইবে। তখন আর কেহ তাঁহার মুখ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে না। মন্তব্যে ছোট লাট সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি এ মোকদ্দমার কথা যখন শুনিয়াছিলেন তখন ইহা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল, আর বন্ধ হইবার উপায় ছিল না!!

দ্বিতীয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদিগের মোকদ্দমা। এ মোকদ্দমা ধর্ম্মে ধর্ম্মে আর আদালত পর্য্যন্ত যায় নাই। শিক্ষাবিভাগের কয়েক জন উচ্চ কর্ম্মচারীর হস্তেই ইহার বিচার হইয়াছে। কিন্তু কি আমাদের পোড়া অদৃষ্ট যে, যাহা কিছু ... কাল ঘটিতেছে তাহার শেষ মীমাংসায় আর আমাদের সুখবোধ হয় না। এ মোকদ্দমা সম্বন্ধেও দেশীয় সাধারণ লোকের মত এই যে, বালকদিগের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে। বালকেরা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিল, শিক্ষকের প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা প্রকাশ করা (তাহা আবার সাধারণে) বাস্তবিকই অতি গর্হিত কার্য্য। আমরা এপর্য্যন্ত দেশীয় সম্বাদপত্র যতগুলি দেখিয়াছি, তাহাতে কাহাকেও বালকদিগের আচরণকে অনুমোদন করিতে দেখি নাই। সকলেই তজ্জন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই অসন্তুষ্টি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অনেকে বলিয়াছে যে, মিঃ ওয়েব সাহেবেরও আচরণ অতি গর্হিত হইয়াছিল। যদি ছাত্র শিক্ষকের মধ্যেও জাতি এবং বর্ণ বিদ্বেষ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সে শিক্ষক কিম্বা সে গুরু কি কখন, কি আপনার ছাত্রদিগের নিকট

কি সাধারণের নিকট সম্মানভাজন হইতে পারেন? এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে দেশীয় লোকের এ রূপ ইচ্ছা ছিল যে, ছাত্রদিগের সমুচিত শাস্তি হউক, কিন্তু তৎসঙ্গে মিঃ ওগের সাহেবকেও কিছু সতর্ক করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু এক পক্ষের সমুচিতের উপর দশ আনা শাস্তি হইয়াছে, আর অপর পক্ষের গাত্রে একটি সূচ্যাঘাতও হয় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে কেহই সন্তুষ্ট হয় নাই।

তৃতীয়। ওগের সাহেবের মোকদ্দমা। ইহা একটী শোচনীয় কাণ্ড। ইহা স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প হয়। বিস্তারিত ঘটনা বলী সকলেই জানেন। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া [illegible]ছে। সাধ্বী সুখরমণি প্রা[illegible] ত্যাগ করিয়াছে; সুখরমণির অভাগা [illegible] লজ্জায় অপমানে এবং দুঃখে অন্ধকারে লুকায়িত হইয়াছে, আর মিঃ ওগের বাহাদুর পূর্ব্ববৎ বীরদর্পে ইংরাজ সমাজে বিরাজ করিতেছেন। জয় ইংরাজ বাহাদুরের! জয় আংলো ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স আসোসিয়েসনের! আমাদের পূজ্যপাদ কোন গুরুজন বলিয়াছিলেন যে, যত দিন যথা তথা সতীর সতীত্ব হরণ হইতে আরম্ভ না হইবে, যত দিন হেলেনা এবং সীতা-হরণরূপ কদর্য্য ব্যাপার সমস্ত ঘটিতে আরম্ভ না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত ইংরাজের ভারতবর্ষীয় রাজ্যের কোন ভয় নাই। কিন্তু দেখিতেছি, দেখিতে দেখিতে সেরূপ ঘটনাও এক আধটি ঘটিতে আরম্ভ হইল। সুখরমণি এবং তাহার পতি অতি দরিদ্র এবং নীচ শ্রেণীর লোক; সুতরাং তাহাদের উপর যে অমানুষিক ব্যবহার হইল, তজ্জন্য সমাজের মধ্যে বিশেষ কিছু আন্দোলন হইল না। কথাটা উঠিয়া দুই চারিদিন ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইয়া তাহার পর অগাধ জলধিতলে মিলাইয়া গেল। কিন্তু ভাই ভারতবাসি! ব্যাপারটি বেশ ভাল করিয়া গিলিতে পারিয়াছ ত? গিলিয়া তাহার পর হজম করিতে পারিয়াছ ত? তুমি বলিবে, তাহা না করিব ত কি করিব? কিন্তু ব্যাপারটা কি ঘটিয়াছে, একবার স্মরণ করিয়া দেখ। নিঃসহায় দরিদ্রদম্পতি বিদেশে পথিমধ্যে পেটের দায়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অপরের দাসত্ব করিতে অগ্রসর হইয়াছে। রাত্রিকাল, যাহারা নামে এবং ধর্ম্মতঃ রক্ষক তাহাদের স্মরণা- [illegible]ল। কিন্তু কালরাত্রির ছা[illegible] [illegible] না পড়িতে যে রক্ষক [illegible]হ ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। কিছু পয়সা কাড়িয়া লইল? তাহা নহে। কোন জিনিস অপহরণ করিল? তাহা নহে। প্রাণসংহার করিতে আসিল? তাহাও নহে। কিন্তু দুঃখী গরীব পতির পবিত্র ক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক সাধ্বী সতীস্ত্রীকে কাড়িয়া লইয়া গেল; এবং তৎপরে এক নরপিশাচ জোর করিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করিল! সাধ্বী যতক্ষণ পারিয়াছিল, আপন সতীত্বরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীলোক অবলা কি করিবে? ক্রমশঃ এত বল তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল যে, তাহার প্রভাবে ৩।৪ দিন মধ্যে সে প্রাণ ত্যাগ করিল। লজ্জিত, অপমানিত, শোকসন্তপ্ত, অসহায়, দুর্ব্বল স্বামী ইংরাজ বাহাদুরের, আমাদের রাজা বাহাদুরের ধর্ম্মাধিকরণ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোকদ্দমা হইল; দোষ সাব্যস্ত হইল; কিন্তু অবশেষে যে নর-পিশাচ এই ভয়ানক লোমহর্ষণকারী হত্যা-

কাণ্ডট করিল, তাহার কেবলমাত্র যৎ-সামান্য জরিমানা হইল। উপর আদালত হইতে নথি তলব হইল; ডেপুটী কমিশনর মহামান্য জনসন সাহেব দেখিলেন যে, শাস্তি কিছুই হয় নাই, অত্যন্ত অবিচার হইয়াছে। মোকদ্দমা হাইকোর্টে গেল। কিন্তু হাইকোর্ট, যে হাইকোর্টে দ্বাদশ জন উচ্চ বেতনভোগী জজ, যে জজেরা অবিচার করিবেন না বলিয়া শপথ করিয়া বিচার আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, সেই হাই-কোর্ট শেষটা বলিলেন কি না, বিচার বেস হইয়াছে। কি ভয়ানক। ভয়ানকের ভয়ানক এই!

লন হইয়াছে। আশা ... শেষ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তিবিধানের উপায় করিবেন। কিন্তু গত মাসের মধ্যে তাহার কোন উচ্চ বাচ্যই হয় নাই।

নূতন মিউনিসিপাল বিল আইনানুযায়ী কমিশনর নির্ব্বাচন কার্য্যের নিয়ম, গত মাসের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এই নিয়মগুলি অতি আবশ্যকীয়। বাঙ্গালার প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ইহা সম্যক বুঝান উচিত। বঙ্গদেশে লর্ড রীপণের প্রস্তাবিত স্বায়ত্বশাসন প্রণালীর এই প্রারম্ভমাত্র। এ সম্বন্ধে ইহাতে যদিও আমাদের আশানুরূপ বন্দোবস্ত হয় নাই, তথাপি ইহা আমাদের পক্ষে একটী আবশ্যকীয় বিষয়। আত্মশাসনের যতটুকু আমরা এক্ষণে পাইলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া তৎসম্বন্ধে যদি শীঘ্র আমরা পারদর্শীতা দেখাইতে পারি, তাহা হইলে আবার ইহা অপেক্ষা অধিক অধিকার পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে আমাদের অধিকার জন্মিবে। অতএব বঙ্গবাসী যিনি যে মিউনিসিপালিটী মধ্যে আছেন, তিনি সকল কর্ম্ম ফেলিয়া একবার ভাল করিয়া এই নিয়মগুলি পাঠ করিয়া লউন এবং যাহাতে তদনুরূপকার্য্য হয় তাহার সাহার্য্য করুন। আমাদের ইচ্ছা ছিল সমুদয় নিয়মগুলি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিই, কিন্তু স্থানাভাব। গবর্ণমেণ্টের উচিত, এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা, উর্দ্দূ, এবং হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা এবং বেহারের প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীর মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। যদি গবর্ণ-... ইহাতে প্রস্তুত না থাকেন, তাহা ... লে আমাদের ... সাধারণ সভা যত-... আছেন, তাঁহাদের একার্য্য করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য।

নিয়মগুলি আমরা সমস্ত অনুমোদন করিতে পারি না। নির্ব্বাচকদিগকে অপেক্ষাকৃত কম স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ কি কি গুণ থাকিলে নির্ব্বাচক হইতে পারে, এ বিষয়ে যে নিয়মটী করা হইয়াছে তাহা আদৌ সন্তুষ্টিকর নহে, এবং আমাদিগের পূর্ব্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিয়মিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি বার্ষিক ১॥ টাকা কিম্বা ততোধিক ট্যাক্স দিয়া থাকে, সেই নির্ব্বাচকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে; আর যদি নিজে ১॥ টাকা না দেয়, তাহা হইলে তাহাকে একটী অবিভক্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারের (যাহার কেহ একজন ১॥০ ট্যাক্স দিয়া থাকে) এক জন অংশীদার হইতে হইবে, এবং তদ্ভিন্ন হয় উকীল মোক্তার, নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত, নয় ৫০৲ টাকার ঊর্দ্ধ বেতন

ভোগী হইতে হইতে হইবে। আমাদের বরাবর সংস্কার ছিল যে, উকীল মোক্তার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি একটু বিশেষ বিবেচনা এই করা হইবে যে, তাঁহারা নিজে ট্যাক্সদাতা না হইলেও কিম্বা কোন ট্যাক্সদাতার সঙ্গে সংসৃষ্ট না থাকিলেও কেবলমাত্র মিউনিসিপালিটির অধিবাসী হইলেই কমিশনর নিযুক্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু এক্ষণে প্রকাশিত নিয়মাবলী পাঠ করিয়া আমরা হতাশ্বাস হইয়াছি। যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটি আছে, সে সমস্তই প্রায় সহর স্থান, প্রায়ই জেলার প্রধান নগর। এ সমস্ত ... াল, মোক্তার, ... প্রভৃ... ই অনেকগুলি ভা... বিদে... কে উপস্থিত থাকেন তাঁহা... প্রে... মিউনিসিপালিটির মেম্বর হইবার যোগ... বোধ করি সেইরূপ লোক মেম্বর থাকিলেই মিউনিসিপালিটির কার্য্য অতি সুখ্যাতি এবং দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের এই নিয়ম অনুসারে এ সমস্ত লোক এক রূপ অগ্রাহ্য। তাঁহারা প্রথমতঃ নিজের জেলায় মেম্বর হইতে পাইলেন (কেননা তাঁহারা সর্ব্বদাই বিদেশী,) তার পর যেখানে বারমাস, এমন কি আজন্ম বাস করেন, সেখানেও মেম্বর হইতে পাইলেন না।

এখন সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, দেশের এবং সমাজের কতকগুলি দক্ষ, শিক্ষিত, এবং হিতৈষী লোকের সাহায্য হইতে মিউনিসিপালিটি বঞ্চিত হইতেছে ... বিষয়ে ... করিবেন, এবং যাহাতে এরূপ অনর্থ নিবারিত হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন।

সম্পাদকীয় উল্লেখ।

পক্ষপাতশূন্য হইয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করাই 'পাক্ষিক সমালোচকের' প্রধান উদ্দেশ্য। নিরপেক্ষ ন্যায়পরতাই ইহার একমাত্র মূলমন্ত্র। কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতি চঞ্চল ও দুর্ব্বল। ভ্রমপ্রবণতা মানুষের পদে পদে। 'সমালোচক' কখন ভ্রমে পতিত হইবে না একথা বলিতে পারে না। প্রকৃতিগত চাঞ্চল্য ও দুর্ব্বলতাবশতঃ ভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক। তবে অনেকে ভ্রম করিয়া তাহা স্বীকার বা সংশোধন করিতে লজ্জা বোধ করেন; 'সমালোচক' তাহা করে না। আট মাস কাল এই পত্র সাধারণ্যে প্রকাশিত হইতেছে। এই কালের মধ্যে আমরা যে কিছু

উক্ত করিয়াছি তাহা যথাসম্ভব ন্যায়ের 'কষ্টি' তে কষিয়া লইতে ত্রুটি করি নাই। তবে এতাবৎকাল আমাদিগের সম্যক্ আয়ত্তাধীন মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় ও আরও কতকগুলি কারণবশতঃ সময়ে সময়ে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, এমন কি আমাদিগের যাহা বক্তব্য এক আধ স্থলে তাহার বিপরীত কথা প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট দিয়াছে, এ স্থলে একটা কথার উল্লেখ করিতেছি। ত্রয়োদশ সংখ্যা সমালোচকে প্রথম প্রবন্ধের সম্পাদকীয় টীকায় ৺রণরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল' সম্বন্ধে যাহা প্রকা[illegible] হইয়াছে, তাহা আমাদিগের [illegible]

[illegible]

কথা নয়। ধর্ম্ম [illegible]

মত উহা তাহার বিপরীত। [illegible] গুণ বা দোষের বিষয় এক কথায় বলা অবশ্য অসম্ভব। উহা সমালোচনা করাও আপাততঃ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে ন্যায়ের অনুরোধে আমরা এ কথা বলিতে বাধ্য যে, 'ধর্ম্মমঙ্গল' প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্গ সাহিত্য লাভবান্ হইয়াছে এবং তজ্জন্য উহার প্রকাশক ধন্যবাদেরই পাত্র।

আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিতলোক 'থিওসফিক্' সম্প্রদায় ভুক্ত ও থিওসফিক সভার সভ্য হইয়াছেন, অপিচ ইহাও শুনিতে পাই যে, থিওসফি অস্মদ্দেশীয় দর্শন, বিজ্ঞান ও তত্ত্ব বিদ্যার উপর সংস্থাপিত ও হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র মূলক। কিন্তু 'থিওসফি' শব্দটার একটা প্রকৃত দেশীয় নাম আমরা অদ্যাপি শুনি নাই। থিওসফি সাধারণতঃ জিনিসটা কি ইহা অনেকেই বুঝেন না, অনেক থিওসফিষ্টও হয়ত বুঝেন না, অথচ থিওসফি থিওসফি বলিয়া খুব একটা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ফলতঃ থিওসফি সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত ও কথিত হয়, তাহার সমস্তই বিদেশীয় ভাষায়, এমন কি 'কুট হুমি' প্রভৃতি 'মহাত্মারা' এসম্বন্ধে যে উপদেশ দেন তাহাও বিদেশীয় ভাষায়। আমাদের 'মহাত্মা' ও মুনি ঋষিবর্গও দেশীয় ভাষা ভুলিয়া গিয়া- [illegible]

[illegible] থিওসফির [illegible] গুহ্[illegible] যাহাই থাকুক, [illegible] এত[illegible] তত্ত্ব বিদ্যা মূলক ও [illegible]ম্যক [illegible] পক্ষপাতী বলিয়া পরিচয় দি[illegible] তখন অন্ততঃ উহার মূলসূত্র, সা[illegible]ত ও গবেষণাদি দেশীয় ভাষায় প্রক[illegible]শিত হওয়া আবশ্যক নয় কি? 'পাক্ষিক স[illegible] মধ্যে' আমরা এ সম্বন্ধে দুই একটী প্রস্তাব [illegible] মধ্যে প্রকাশ করার সঙ্কল্প করিয়াছি এবং তজ্জন্য মাতৃভাষানুরাগী থিওসফিষ্টদিগের সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫ম সংখ্যা সমালোচকে' থিওসফির মূলসূত্র সম্বন্ধে 'দর্শন কৌমুদী' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান সংখ্যায় উহার অন্যতম অংশ 'মনুষত্ব' নামক প্রস্তাব প্রকাশিত হইল।

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন১২৯১ সাল; কার্ত্তিক, ১২ পক্ষ। [১৭।১৮ সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও নাস্তিকতা।

"কোন প্রকার উপাসনা, কোন রূপ ধর্ম্মক্রিয়া এবং কোন দেব দেবীর প্রতি দ্বেষ করা উচিত নহে" ইহাই সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ। সনাতন হইতে হিন্দুসন্তানগণ ঐ উপদেশ পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই বর্ত্তমানকালে খ্রীষ্টানদিগের অনুকরণে, ইংরাজীবিদ্যার প্রভাবে, এবং শাস্ত্রার্থের অবগতি অভাবে অনেকেই সেই সর্ব্বশুভকর উপদেশকে অমান্য করিতেছেন। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের দ্বেষী তাঁহারা হয়ত দৃষ্টান্ত দেখাইবেন যে, সাংখ্যবাদীরা বৈদিককর্ম্মকাণ্ডকে বন্ধনের হেতু বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকে স্বীকার করেন নাই, বৌদ্ধেরা ঈশ্বর, সনাতন বেদশাস্ত্র ও বেদোক্তক্রিয়াকে তিরস্কার করিয়াছেন এবং শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ ধর্ম্ম ও দেবদেবী লইয়া পরস্পর বিস্তর দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা কহিবেন যে হিন্দুধর্ম্মের সম্প্রদায় সকলের মধ্যে বহুকাল হইতে দ্বেষভাব চলিয়া আসিতেছে অতএব এখনও কেন না চলিবে। কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রার্থ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের [illegible] ও বিরোধ সত্ত্বেও প্রাচীনকালের [illegible] কেহই [illegible] আচার, ভারতীয় [illegible] প্রসিদ্ধ [illegible] আচার এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই। সেজন্য ভারত সমাজে তাঁহারা কেহই ম্লেচ্ছ শ্রেণীতে গণ্য হন নাই। কিন্তু এই বর্ত্তমানকালের অধিকাংশ কৃতবিদ্যগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছে। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুব্যবহার ও হিন্দুশৌচাচারের বাহিরে গিয়া পড়িতেছেন। সাংখ্য ও বৌদ্ধশাস্ত্রসকল শব্দতঃ নিরীশ্বরবাদ, কিন্তু অর্থতঃ ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগবিদ্যা প্রচার করিয়াও যে সকল শিষ্টপরম্পরাসিদ্ধ আচার ব্যবহার সন্ধ্যা বন্দনা যোগসাধন এবং জন্মজন্মান্তরাদিভেদে পরকালের বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছিলেন এখনকার নব্যগণ হিন্দুধর্ম্মের সেই সনাতন সীমাও অতিক্রম করিতেছেন। এই প্রকার ব্যবহারদ্বারা ঐ সকল বিদ্বানেরা যে তলে তলে ভারতবর্ষীয় সর্ব্বাঞ্চলের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত প্রভৃতি জাতিদিগের তথা গৃহস্থ ও বিরক্ত গণ্য মান্য অগণ্য উপাসক

[illegible] স্ব স্ব ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ সম্বন্ধে চিরপার্থক্য ঘটাইতেছেন তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন না। এবম্বাস হিন্দুধর্ম্মের আশয়ে ও হিন্দুব্যবহার ও আচরণের মধ্যে ভারত যে চিরজীবি থাকিবে এবং স্বকীয় সনাতন মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে তাহা তাঁহারা পরিধান করিতেছেন না। এজন্য ভারতের হিতকামনায় নিম্নে কতিপয় উপদেশ দিতেছি। প্রার্থনা করি, তাঁহারা যথার্থ [illegible] শাস্ত্র [illegible] আলোচনা করুন। তাহা হইলে [illegible] পারিবেন যে, ভারত [illegible] বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় বা শাস্ত্র সকলের মধ্যে পরস্পর সত্ত্ব [illegible] দ্বেষ নিন্দা থাকিলেও এবং ভারতীয় ধর্ম্মে [illegible] পরিবর্ত্তনাদি হইলেও [illegible] এক [illegible] আহত হয় নাই। কিন্তু এই বর্ত্তমানকালের অধিকাংশ কৃতবিদ্য পুরুষেরা হিন্দুধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিতে বসিয়াছেন।

যাঁহারা এই বর্ত্তমান সময়ে আপনাদের নিরীশ্বরবাদের পক্ষ সমর্থনার্থে সাংখ্যদর্শনকে পরমাদরের সহিত গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত শাস্ত্রানুশীলন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে সাংখ্য সূত্রকার মহর্ষি কপিল নাস্তিক বা ভগবদ জ্ঞান বিহীন ছিলেন না। বৌদ্ধেরা বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, বলিয়া এখনকার নাস্তিকমহাশয়েরা মনে করেন যে হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড সকল যে অলিক ও অশ্রদ্ধেয় তাহা পূর্ব্বকালেই ধরা পড়িয়াছিল। বৌদ্ধেরা অতি বুদ্ধিমান ছিলেন বিধায় সে সকল ধর্ম্মকর্ম্ম, বেদবিধি, পূজা অর্চ্চা স্বীকার করেন নাই অতএব এই খ্রীষ্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বিলাতিবিদ্যা ও বিলাতি সভ্যতার যোগে বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে [illegible] সে সমস্ত মানিতে পারি না। কিন্তু উক্ত নাস্তিক মহাশয়েরা যদি [illegible] রূপে বৌদ্ধ মতের সারসংগ্রহ করেন তবে দেখিবেন যে, বৌদ্ধেরা কেবল জীর্ণ সংসার ভয়েতেই হিন্দুক্রিয়াদি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এখনকার নাস্তিকদিগের ন্যায় অবিহিত [illegible] যথা মদ্য মাংস খাইবার [illegible] নাই। বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ মত প্রায় সাংখ্যেরই অনুরূপ। সাংখ্যসূত্র প্রণেতা মহর্ষি কপিল যাগ যজ্ঞে পশুহিংসা অপরিহার্য্য বিধায় ক্রিয়ানিষ্ঠ ছিলেন না। তিনি বেদের অবিরোধে হিংসাত্মক কর্ম্মের বন্ধকত্ব দর্শাইয়া জ্ঞাননিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যেমন বেদ ত্যাগপূর্ব্বক আর্য্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন কপিল তাহা করেন নাই। তিনি কেবল পশুহিংসার ভয়ে যজ্ঞাদি ক্রিয়া ত্যাগ করিলেন—সে ত্যাগও আবার বৈদিকজ্ঞানকাণ্ডীয় কর্ম্মত্যাগ বিধির অনুযায়ী হইল। এ সম্বন্ধে গীতার মোক্ষযোগাধ্যায়ে উৎকৃষ্ট মীমাংসা আছে যথা—"ত্যাজ্যং দোষ বিদিত্যেকে কর্ম্মপ্রাহুর্ম্মনীষিণঃ। যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম নত্যাজ্যমিতি চাপরে।" সন্ধ্যা বন্দনা ও জপ যজ্ঞ ব্যতীত আর আর সমস্ত যজ্ঞ ও ক্রিয়াতেই পশুবলির ব্যবস্থা আছে। ইহাই সনাতন বেদ বিধি। কিন্তু সাংখ্যমতাবলম্বী বিবেকীরা কহেন যে, উক্ত হিংসাদি কর্ম্ম সকল দোষবিশিষ্ট ও বন্ধকস্বরূপ। এ কারণ সন্ধ্যাবন্দনা ও জপ যজ্ঞ ব্যতীত সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য—কেননা

বেদেতে বিধি আছে "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" ভূত মাত্রেরই হিংসা করিবে না। যদিও ঐ বেদেতেই আছে "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" অগ্নি ষোমাদি যাগবিশেষের জন্য পশু বলিদান করিবেক কিন্তু যখন সন্ধ্যাবন্দনাদি ব্যতীত সমস্ত যাগ যজ্ঞ পূজা অর্চ্চায় পশু বলিদান ক্রিয়াঙ্গরূপে আচরিত হয়, তখন তাদৃশ সমস্ত ক্রিয়াই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই সাংখ্যপক্ষের মত। ফলে 'অপরে' অর্থাৎ কর্ম্ম মীমাংসাবাদিরা হিংসাবিশিষ্ট যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকলকে অপরিহার্য্য বলেন। তাহারা বলেন যজ্ঞাদিতে যে পশুহিংসা তাহা কেবল যজ্ঞার্থ বিধি। তাহাতে পুরুষের স্বার্থ নাই। যজমান তাহাতে লিপ্ত নহেন। অতএব 'মাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" এ শাসন যজ্ঞাদিতে প্রযোগ হয় না কেবল লৌকিক হিংসা নিবারণোদ্দেশে উহার গ্রহণ হইবে। এতাবত বৈধ পশুহিংসার দোষ নাই। যজ্ঞ করা প্রয়োজন হইলে তাহাতে বিহিত পশু বলিদান করিবে। অর্থাৎ আপনার উদর পূরণের উদ্দেশে বা অকারণে জীব হত্যা করিবে না। এই বর্ত্তমান সময়ের কৃতবিদ্য যুবকেরা সাংখ্যমত ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রণীত ঈশ্বর নিষেধ ও ক্রিয়া ত্যাগের ব্যবস্থাকে যত আদরের সহিত হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" এই শাসনকে তত গ্রহণ করেন নাই। ক্রিয়া কর্ম্মেতে বলিদান আছে বলিয়া যদি তাঁহারা ক্রিয়া ত্যাগ করিতেন তবে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু দেখিতেছি তাঁহারা ক্রিয়াও ত্যাগ করিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের উদরপূরণের অনুরোধে বলিদান নিত্যই প্রয়োজন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম না মানার বেলায় সাংখ্যবাদী বা বৌদ্ধ, কিন্তু আহারের বেলা তাহারা ঐ উভয়ের কোন বাদীই নহেন। সে সময়ে যজ্ঞীয় বা 'হালাল'কৃত প্রসাদের বিলক্ষণ অনুরাগী। ধিক্ তাহাদের বৌদ্ধমত, ধিক্ তাহাদের সাংখ্যমত।

যদিও বৌদ্ধেরা একমাত্র জীবহিংসাভয়ে বেদ ও বৈদিক কর্ম্মকে স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা চিরপ্রচলিত বেদবিহিত পথানুসারে সন্ধ্যাবন্দনা ও যোগসাধনের প্রয়োজনতা এবং জীবের জন্মজন্মান্তর ও মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। তাহারা মুক্তিকে নির্ব্বাণাখ্যা প্রদান করায় এখনকার সভ্যেরা উন্নতফল
আমাদের ভ...
না মানার
শব্দকে
বৌদ্ধ
লাভের সোপানস্ব ...।
সন্ধ্যাবন্দনা ও যোগসাধন ব্যাকার করিতে তাহা মানেন না। তাহা স্বীকার করা এবং জীবহিংসাদ্বারা আহারের উৎকৃষ্টতা-সাধনে পরাঙ্মুখ থাকা সম্বন্ধে যত তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে বাতুল বলিবেন, কিন্তু বৌদ্ধেরা যে বৈদিক প্রবৃত্তি কর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন কেবল তদ্বিষয়েই তাঁহাদের মতের অনুসরণ করিবেন। এইরূপে বৈষ্ণবদিগেরদ্বারা বহুতর বৈদিক ক্রিয়া হইতে পশুহিংসা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সে জন্য কাহাকেও পশুহিংসার ভয়ে এখন আর বৈদিককর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় না। কিন্তু যাঁহারা বেদ, কর্ম্ম, ব্রহ্ম, পরলোক সম্বন্ধে একেবারে নাস্তিক তাঁহাদের নিকট পশুহিংসা বিহীন হইলেই যে বৈদিকক্রিয়া

আদরণীয় হইবেক এমত নহে। বরং যদি বেদ, যজ্ঞ, ব্রহ্ম, পরলোক বিনা কেবল মদ্য মাংস প্রসাদ পাওয়ার অঙ্গটিকে নিঃশ্রেয়স হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কোন কপিল বা বুদ্ধ স্থাপন করিতেন তাহা হইলে আমরা এতদিন মগ, মুসলমান, ফিরিঙ্গি, যবান সকলকে তাদৃশ হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিতাম, নাস্তিকবাবুদিগের তো কথাই নাই। বৌদ্ধেরা যে শুভ অভিপ্রায়ে বেদ ও বৈদিকক্রিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখেন না; কেবল হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রতি বিরোধী হওয়াই তাঁহাদের ... স্বপক্ষ সমর্থনার্থে তাহারা ... কর্ম্মের নিন্দা ... রূপে গ্রহণ ... সাহেবী ... নহে, ... নহে, ব্রাহ্ম ... সম্বৎ নহে, ... সকল মতের আংশিক বা পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ কেবল ভাণ ও ছলমাত্র। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করিবার উপলক্ষমাত্র। যদি বল তাঁহারা কেন এরূপ অকারণ দ্বেষ করেন। তাহার উত্তর এইমাত্র যে দ্বেষ না করিলে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠিত সনাতন আচার ব্যবহারের লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচার অবলম্বনের সুবিধা হয় না। স্বেচ্ছাচার বিনা সাহেব হওয়া যায় না। সুতরাং দ্বেষ করাই প্রয়োজন—সাহেবে হওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। বুদ্ধ, ও কপিলকে প্রমাণস্বরূপে আশ্রয় করা কেবল স্বকীয় অবৈধাচার ও চপলতা গোপনের নিমিত্তে। আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে, কেবল পশুহিংসার ভয়ে বৌদ্ধমতাবলম্বীরা বৈদিক কর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, সনাতনধর্ম্মের প্রতি দ্বেষবশতঃ নহে। ইহা সত্য যে, বৌদ্ধেরা ঐরূপ বেদ ও বৈদিকধর্ম্মের প্রতি খড়্গহস্ত হওয়াতে সুসভ্য আর্য্যসমাজে প্রথমতঃ নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আর্য্যেরা কেবল বৌদ্ধদিগের ঐ বেদবিদ্বেষেরই দ্বেষী ছিলেনমাত্র, তদ্ভিন্ন তাঁহাদের যোগসাধন প্রভৃতি উৎকৃষ্টক্রিয়ার এবং পুনঃ জন্ম প্রভৃতি কতিপয় সনাতন মতের দ্বেষী হন নাই।

কোন ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করা আর্য্যধর্ম্মের ও আর্য্যশাস্ত্রের প্রকৃতিই নহে। যদিও অবোধ বৈষ্ণব ও অনভিজ্ঞ শাক্ত পরস্পরের মতে অনেক দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু উভয় পক্ষের জ্ঞানীরা তাহাদিগকে তজ্জন্য শাসন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাদৃশ সামঞ্জস্য নিরূপক শাসনপর শাস্ত্র সকল এই ভারতবর্ষে বহু আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে যখন ভারতের চতুর্দ্দিকে মুসলমানধর্ম্ম বিস্তারিত হইল তখন যদিও হিন্দুরা মুসলমানাদিগের সাত্বিক শৌচাচার নাহি বলিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু কখনও এমন মনেও করেন নাই যে, স্বজাতীয় রীতিতে ভগবানের উপাসনাদ্বারা তাঁহারা সদ্গতিলাভ করিবেন না। শাস্ত্রের কঠোরসিদ্ধান্ত যাহাই থাকুক, তাঁহারা জাতীয় অধিকারানুসারে বিশ্বাস করিতেন যে, মুসলমানেরা স্বীয় ধর্ম্মেরদ্বারাতেই ত্রাণ পাইবেন। ফলতঃ হিন্দুরা কখনও পরধর্ম্ম বিদ্বেষী নহেন। এবং পরমার্থ সম্বন্ধে ভারতের এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ও কখনও ভারতীয় অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি দ্বেষ করেন নাই। এই উদারভাবই [illegible]

ধর্ম্মের সারধাতু। ভারতীয় ঋষি, আচার্য্য, পুরোহিত ও উপদেশকগণ অপরধর্ম্মাবলম্বীকে রাজসিক ও তামসিক ভোগপরায়ণ বলিয়া যতই তিরস্কার করেন, কিন্তু কখনও একথা বলেন নাই যে, তোমরা যে দেবতার পূজা কর তিনি ঈশ্বর নহেন, সুতরাং ভারতবাসীদিগের প্রতি যখন অন্যেরা বলেন যে, তোমরা ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সয়তানের পূজা করিতেছ তখন ভারতবাসীগণ চমৎকৃত হন। তাঁহারা জানেন সকল জাতির পূজাই একই ঈশ্বরেতে সমন্বিত, তথাপি উক্ত মূর্খেরা কেন ওরূপ বলে? কিন্তু হায় হায়! এখন তাঁহাদের ঘরের নব্য সভ্যেরাই তাঁহাদিগকে ঐরূপ বলিতে শিখিয়াছে। অতি আক্ষেপের বিষয় যে, বিলাতীয় উচ্চবিদ্যার প্রভাবে এতদূর হইয়া উঠিল। তাহার প্রভাবে ভারতের শান্তভাব বিচলিত হইতে চলিল। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। এখনও যদি ভারতসন্তানেরা শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হন তবে এখনও ভারতের সেই সনাতন দ্বেষ বিহীনভাব রক্ষা পায় এবং দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয়। খ্রীষ্টানি বুদ্ধিতে প্রতিমাপূজা পাপ, সন্ধ্যাবন্দনা পাপ, শ্রাদ্ধশান্তি ক্রিয়াকলাপ পাপ, ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করিলে এবং সাহেবী বা ম্লেচ্ছাচারপরায়ণ হইলে কোন বাহাদুরী প্রকাশ পাইবে না। তাহাতে বরং ভারত-সমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে—অচিরে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত ম্লেচ্ছমণ্ডলে ভারতসন্তানেরা নামরূপ ত্যাগপূর্ব্বক নিমগ্ন হইয়া যাইবেন। অতএব আমরা ভারতমাতার দোহাই দিয়া এক্ষণকার কৃতবিদ্যসম্প্রদায়কে ভারতীয় পূজা অর্চ্চা ও আচার ব্যবহারের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে, নাস্তিক, স্বেচ্ছাচারী, স্বধর্ম্মদ্বেষী ভারতপুত্র ভারতমাতার হৃদয় বিদ্ধকর কণ্টকস্বরূপ। তাঁহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম গেলেই তাঁহার প্রাণ যাইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

দর্শনকৌমুদী।

মনুষ্য-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ব্রহ্ম, শক্তি এবং প্রকৃতি হইতে মনুষ্যের সাতটী সত্তা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং তিন হইতে কি উপায়ে সপ্ত সত্তার উৎপত্তি হইল, তাহাও দেখাইয়াছি। এই সাতটীর মধ্যে কি কি অবস্থায় মনুষ্যে বিরাজ করিতেছে

এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের গুণ কি, এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব। প্রকৃতির সহিত আমরা অধিক পরিচিত বলিয়া প্রকৃতি হইতেই আরম্ভ করিব।

সাতটী সত্ত্বার নিয়ম বলিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। যে নাম কয়েকটী নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তাহা সাধারণ নাম এবং অনেকের দ্বারা অনুমোদিত। সে নামগুলি এই -

১। স্থূল শরীর।
২। প্রাণ অথবা জীবনীশক্তি।
৩। লিঙ্গ শরীর।
৪। কাম রূপ।
৫। মন।
৬। বুদ্ধি। এবং
৭। আত্মা।

এক্ষণে সংক্ষেপে ইহাদিগের উৎপত্তি ও অবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

১ম -স্থূল শরীর। প্রকৃতি এই সত্ত্বার মূল। যে শরীরদ্বারা আমরা গমনাগমন ইত্যাদি কার্য্য করি, তাহাই স্থূল শরীর। স্থূল শরীরের বাহুল্য বর্ণন নিষ্প্রয়োজন, কেননা সকলেই এই শরীর বিষয় অবগত আছেন। তবে এই শরীরের সহিত মনুষ্যের অপরাপর সত্ত্বার যে সম্বন্ধ আছে তাহা জ্ঞাতব্য বটে সে কথা পরে যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। 'শরীর' শব্দটী 'শৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ধাতু অনুসারে ইহার অর্থ এই যে, যাহা শীর্ণ হয় তাহাকেই শরীর বলা যাইতে পারে। ইহার অপর নাম দেহ। 'দেহ' শব্দটী 'দাহ' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা দগ্ধ বা ভস্মীভূত হয়, তাহাই দেহ পদ বাচ্য। এ স্থলে এমন সন্দেহ হওয়া আশ্চর্য্য নহে যে, যে সকল শরীরকে মৃত্যুর পরে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করা হয়, অর্থাৎ ভস্মীভূত করা না হয়, তাহাদিগকে কি প্রকারে দেহ বলা যাইতে পারে? এ কথার উত্তরে শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, সকল দেহেরই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়দ্বারা দাহ সম্ভব; স্থূল শরীর, জড়ের প্রধান দৃষ্টান্তস্বরূপ। ইহা অতি নশ্বর এবং জড়ের ন্যায় সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মৃত্যুর পর, এই শরীর জড়ের রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। কি জীবিত, কি মৃত মনুষ্যের উভয় অবস্থাতেই শরীর কোন না কোন আকার ব্যতীত থাকিতে পারে না। এই জন্য ঋষিরা ইহাকে 'রূপ' বলিয়াছেন।

২য় প্রাণ অথবা জীবনীশক্তি। ইহা ব্রহ্ম, শক্তি ও প্রকৃতির সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার আকার নাই। কিন্তু তথাপি ইহা জড়ের সহকারী। ইহাও স্থূলশরীরের ন্যায় সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মনুষ্য যখন জীবিত থাকে, তৎকালে প্রাণের যে প্রকার স্বভাব থাকে, মনুষ্যের মৃত্যুর পর আর তেমন থাকে না। জীবিত অবস্থায় প্রাণ শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছে, কিন্তু মৃত্যু হইলে ইহাই আবার ঐ শরীরকে স্ফীত ও অবশেষে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছে। মৃত শরীরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে প্রাণ অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া দেহকে ভস্মীভূত করিবে এবং অবশেষে ভস্মের সহিত মিলিত হইয়া আবার বিভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হইবে। আবার ঐ ভস্ম যখন যে রূপ গুণ ধারণ করিবে, প্রাণও তদনুরূপ নিজের গুণ পরিবর্ত্তন করিবে।

৩য়—লিঙ্গ শরীর। ইহা প্রকৃতি ও শক্তির সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। স্থূল শরীরের আকার যে রূপ, ইহার আকারও তদ্রূপ। তবে ইহা অতিশয় সূক্ষ্ম, এমনকি কোন জড়পদার্থ ইহাকে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু ইহাও পার্থিব। সচরাচর মনুষ্য যতক্ষণ জীবিত থাকে, ইহা ততক্ষণ শরীর হইতে কদাপি বিচ্ছিন্ন হয় না এবং মৃত্যুর পরে যখন ইহা দেহ হইতে নির্গত হয় তখনও ইহাকে প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন ঘটনাও মধ্যে মধ্যে দুই একটা ঘটিয়াছে যাহাতে মৃত্যুর অব্যবহিতপরেই, এই শরীরকে শবের নিকট দেখা গিয়াছে। তবে এ প্রকার ঘটনা, সকলের পক্ষে ঘটে না এবং সকলেই এ রূপ লিঙ্গশরীরকে দেখিতে পায় না। আবার যাহারা এ প্রকার শরীর দেখিতে পায়, তাহাদের মধ্যে এমন অনেক অজ্ঞলোক আছে যাহারা ঐ শরীরকে মৃত ব্যক্তির 'ভূত' বলিয়া মনে করে। মানুষ জীবিত থাকিতেও এই শরীরকে স্থূলদেহ হইতে পৃথক্ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইবার নিয়ম আছে। যাঁহারা সে নিয়ম জানেন, তাঁহারাই এই লিঙ্গ শরীরকে স্পষ্ট দেখিয়াছেন এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন। ইদানীং পাশ্চাত্য উপদেব উপাসকেরা (Spiritualist) এবং স্তম্ভন বিদ্যানুশীলনকারী মহোদয়গণ (Magnetisers) এই শরীরের স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। তাঁহারা ইহাকে দ্বৈত (?) (Double) বলেন। পাঠকগণ এ শরীরকে জীব বলিয়া মনে করিবেন না। মৃত্যুর পরেই ইহার সহিত জীবের সম্পর্ক শেষ হইয়া যায়। জীব যে রূপ দেহকে রাখিয়া স্থানান্তরে যায়, ইহাকেও তদ্রূপ পৃথিবীতে ফেলিয়া যায়

মনুষ্যের সপ্ত সত্তাকে নিম্ন ও উচ্চ, এই শ্রেণীতে বিভাগ করিলে, আমরা যে তিনটি সত্তার বিষয় বলিলাম, তাহা নিম্ন শ্রেণীর সত্তা। এক্ষণে উচ্চ শ্রেণীর সত্তার বিষয় বিবৃত হইতেছে।

৪র্থ—কামরূপ। ইহা শক্তি হইতে উৎপন্ন। কামনা ইত্যাদি যে, ইহার কার্য্য, তাহা ইহার নাম হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহার সহিত মনুষ্যের পঞ্চম সত্তার অতি নিকট ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, এমন কি পঞ্চম সত্তার দ্বারাই ইহা সর্ব্বদা চালিত হয় বলিতে হইবে।

৫ম মন। ইহা ব্রহ্ম ও প্রকৃতির যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার কার্য্য—সঙ্কল্প, বিকল্প, স্মরণ ইত্যাদি। এই সত্তার বিদ্যমানতা হেতুই, মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কোন কোন পশুতে এই সত্তার কিয়দংশের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা বাস্তব নহে, অর্থাৎ তাহা পশুর মন নহে। তাহা কেবল চতুর্থ সত্তার আধিক্যমাত্র। এ সত্তা, মনুষ্যে এখনও সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ঋষিরা যাহাকে মনের পূর্ণদীপ্তি বলিয়া গিয়াছেন, মনের সে অবস্থা প্রাপ্ত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

যখন আমাদের পঞ্চম সত্তাই অদ্যাপি সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নাই, তখন ষষ্ঠ সত্তা যে বিস্তর পরিমাণে আবৃত আছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

৬ষ্ঠ—বুদ্ধি। ইহা ব্রহ্ম ও শক্তির সম্মিলনে জন্মিয়াছে। বুদ্ধির স্থূল অর্থ গ্রহণ করিলে, পাঠক ইহার তাৎপর্য্য কিছুই জানিতে পারিবেন না। ঋষিরা 'বুদ্ধি' অর্থে 'আত্মবোধ' বলিয়া গিয়াছেন। 'আত্ম

বোধ' কাহাকে কহে, সাধারণ পাঠককে তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। যাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন এবং অনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহার ভাবার্থ সহজে বুঝিবেন।

৭ম আত্মা। ইহাই স্বয়ং ব্রহ্ম— অশব্দ, অবিনাশী, অরূপ অনন্ত, অজাত, শান্ত, সৎ, চিৎ, ও আনন্দ পরিপূর্ণ অথচ নির্লিপ্ত এবং দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী স্বরূপ। ইহাকে জানিতে পারে না বলিয়াই, লোকে ভ্রমক্রমে অপরাপর নীচ সত্তাকে জীব নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত সপ্ত সত্তা মনুষ্যের কোন কোন্ স্থানে আছে, অথাৎ ইহাদিগের আবাস স্থান কোথায়, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করায় কোন ফল নাই। যাঁহারা যোগ শাস্ত্রের উক্তি পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে সমস্ত সত্তার স্থান স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।

মৃত্যুর পর, মনুষ্যের নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ পার্থিব সত্তাগুলি কি অবস্থায় পরিণত হয়, তাহা একপ্রকার বলা হইয়াছে, এক্ষণে উচ্চতম সত্তাগুলির পরিণাম আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। উচ্চতম সত্তা বলিতে গেলে স্থূল দেহ, প্রাণ ও লিঙ্গশরীর ব্যতীত অপর চারিটীকেই যে স্বর্গীয় বলিতে হইবে, কেহ এমন বিবেচনা করিবেন না। নিম্ন তিনটী জড় ও উচ্চ চারিটী চিৎ স্বরূপ, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু যাহা চতুর্থ সত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জড় ও চেতনের মধ্যবর্ত্তী। রাজা হরিশচন্দ্রের কটকের ন্যায়, উহা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ব্যবধানে থাকে। কামনা পার্থিব; কিন্তু অপর তিনটী উচ্চতম সত্তার দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিষিক্ত বলিয়া, ইহাতে পার্থিব এবং স্বর্গীয় উভয় ভাবই আছে। ইহা সম্পূর্ণ স্বর্গীয় নহে বলিয়া স্বর্গে যাইতে পারে না এবং মৃত্যুর পর মনুষ্যের পার্থিব অংশের সহিত বিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারে না। সকল সময়ে মৃত্যুর পর একেবারে ইহা বিলয় প্রাপ্ত হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইয়াছি যে, কার্য্যের অবর্ত্তমানে কারণ উপস্থিত থাকে, সেই প্রমাণ অনুসারে কামনাকারীর অবর্ত্তমানে কামরূপ যে ধ্বংশ হইবে না, পাঠক তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। যেমন, বালক যে পরিমাণে ভাঁটাটীকে ধাক্কা দিবে, ভাটাটী সেই পরিমাণে চলিতে পারিবে, তেমনই মানব জীবিতাবস্থায় যে পরিমাণে কামনা করিবে, তাহার কামনা সেই পরিমাণে স্থায়ী হইবে। যাহার কামনা প্রবল, তাহার কামরূপ মৃত্যুর পর অনেক দিন থাকে এবং যাহার কামনা নিস্তেজ, তাহার কামরূপ অল্প স্থায়ী। ভাঁটাটির ন্যায়, কামরূপ ও নানা উপাদানে গঠিত এবং যে উপাদানের পরিমাণ অধিক, তাহা সর্ব্বাগ্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাঁটাটীর উপাদানের ন্যায় ইহার উপাদানরঞ্জিত হইলে, উজ্জ্বল বর্ণগুলি প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার কামনা সর্ব্বদা পাপকার্য্যের প্রতি তাহার কামরূপকে মৃত্যুর পর গর্হিত কার্য্যেই আশক্ত হইতে হয়। যাহার কামনা শাস্ত্র বিজ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চায় অনুরক্ত, মৃত্যুর পর তাহার কামরূপ ঐ সকল বিষয়েই আশক্ত হয়। আবার যাহারা অন্তরে মহাপাপী, কিন্তু বাহিরে লোকের নিকট ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের স্বভাবের অভি-

রূপ প্রতিকৃতি হইয়া দাঁড়ায়। কামরূপ মৃত্যুর পরেও বর্ত্তমান থাকে বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ উপাদান না পাইলে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। ইচ্ছা ও কার্য্যে যদিও প্রভেদ অতি অল্প, তথাপি আধার না পাইলে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। কামরূপ ও সেইরূপ, আধার অভাবে আপনার অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে না। মৃত্যুর পর কামরূপকে ও আমরা সচরাচর 'ভূত' বা 'উপদেবতা' বলিয়া থাকি। 'ভূত' শব্দ শুনিয়া হয় ত আমাদিগের ইউরোপীয় বিজ্ঞান পাঠি যুবক গণ হাসিবেন এবং সম্ভবতঃ কহিবেন যে, ভূত তাঁহারা দেখেন নাই, কেবল বৃদ্ধা পিতামহীর গল্পেই শুনিয়াছেনমাত্র। কিন্তু তাঁহারা 'ভূত' দেখুন আর না দেখুন, তাঁহারা যে পাশ্চাত্য প্রদেশের দোহাই দিয়া বেড়ান, সেই স্থানেরও অনেক কৃত-বিদ্য ব্যক্তিগণ ইহা দেখিয়াছেন। আমা দিগের যুবকদিগের ভাগ্যে যদি ভূত দৃষ্ট ঘটিত, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ দেখিতে পাওয়া এত আয়াসসাধ্য হইত না। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য উপদেব উপাসকেরা 'ভূত' শব্দে মৃতের আত্মা বুঝিয়া থাকেন। আমাদের দেশের অনেক অজ্ঞ লোকেরও ঐ রূপ বিশ্বাস আছে; কিন্তু বাস্তব 'ভূত' যাহাকে বলা যায়, তাহা আত্মা নহে; তাহা কাম রূপমাত্র। তবে অনেক দিন উচ্চতম সত্বা-গুলির কোষরূপে অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহাতে মন ও বুদ্ধির কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহার মন বা বুদ্ধি কিছুই নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যাহাকে ঋষিরা মনের সম্পূর্ণ বিকাশ কহেন, তাহা অদ্যাপি সাধারণের ঘটে নাই এবং বুদ্ধি এখনও মন রূপ কোষে আবদ্ধ আছে। অতএব এ দুইটী সত্বার বিষয়, এ স্থলে বিস্তার করিয়া বলা অনেকটা বৃথা বলিতে হইবে।

আত্মা নির্গুণ ও নিশ্চেষ্ট এবং সর্ব্ব তত্বের অতীত। অতএব পূর্ব্বোক্ত ছয়টী সত্বার আবরণ বিচ্ছিন্ন না হইলে আত্মার বিষয় কিছুই জানা যায় না। যিনি পর-মাত্মাকে জানেন, তিনি স্বয়ংই পরমাত্মা। এই হেতু শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মবিদ্ লোককে দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কহেন এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণকে ব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞান করেন।

মৃত্যুর পর বুদ্ধি, মন ও কামরূপের উচ্চ-তম অংশগুলি আত্মা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। বরং উহারা পূর্ব্ববৎ আত্মার আবরণ স্বরূপ থাকিয়া জীবদশায় যে কার্য্য করিয়াছে, তাহার ফলভোগ করে। ভোগাবসানে নূতন কলেবর ধারণ করিয়া আবার কর্ম্মভূমিতে প্রবেশ করে। ঐ কর্ম্মভূমি কোথায় এবং কিরূপেই বা ফল ভোগ হয়, তাহা ক্রমে আলোচনা করা যাইবে। এই সকল বিষয় জানিবার পূর্ব্বে সৃষ্টিপ্রকরণের বিষয় কিঞ্চিৎ জানা আব-শ্যক; সুতরাং আমরা অগ্রে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ক্রমশঃ

শ্রীকু-

বিহারের প্রাচীন ইতিহাস।

—— —:·:———

উপক্রমণিকা।

ভারতের বিশ্বাসযোগ্য প্রাচীন ইতিহাস নাই। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রকৃত ইতিহাস নহে, সে সমস্তই গল্প ও অতিশয় বর্ণনায় পরিপূর্ণ। হিন্দুরা চিরকালই ধর্ম্ম ও দেবতা লইয়া মত্ত, জরায়ুবাস হইতে চিতাশয্যা পর্য্যন্ত হিন্দুর সকল কার্য্যেই দেবতার সংশ্রব। মনুষ্য কীর্ত্তি কিছুই নহে—দেবকীর্ত্তি সর্ব্বস্ব বলিয়া যাহাদি[illegible] জগতে [illegible]দগের বিশ্বাস, তাহারা ম[illegible]ওর প্রকৃত বর্ণনায় রত হইবে কেন? ইতিহাস বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহারা যে, কিঞ্চিৎ অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে দেবতার আসনে বসাইবে তাহা আশ্চার্য্য নহে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি এই কারণে ইতিহাস হইতে পায় নাই। এই সকল গ্রন্থের আলোচনা করিয়া এত অল্প ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায় যে, সে সমস্ত গাঁথিয়া ইতিহাস লেখা অসম্ভব। যখন সমগ্র ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে এই কথা প্রযুজ্য, তখন তাহার সামান্য অংশ বিহারের পুরাতন ইতিহাস যদি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে আক্ষেপের কারণ থাকিত না। কিন্তু সমগ্র ভারতের মধ্যে যদি কোন দেশের ইতিহাস প্রাপ্য হয়, তবে সৌভাগ্যক্রমে বিহারেরই ইতিহাস পাওয়া যায়। এই ইতিহাস কোন ভারতবাসীর রচিত নহে। অতি প্রাচীনকালে বিদেশীয় কতিপয় পণ্ডিত এ দেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়া যাহা দেখিয়া শুনিয়া গিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের দ্বারা ঐ সকল বিবরণ অনুবাদিত হওয়াতে বিহারের এক প্রকার ইতিহাস প্রাপ্তব্য হইয়াছে। এই সকল বিবরণ অবলম্বন করিয়া এবং পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিশ্বাসযোগ্য যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা লইয়া, আমরা বিহারের প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে সঙ্কলন করিব। মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগত গ্রীক-দূত মেগাস্থেনিস এবং চীনদেশাগত পরিব্রাজক হিয়ংথিসান ও ফেহিয়ান পূর্ব্বোক্ত বৈদেশিক পণ্ডিত। যথাস্থানে তাঁহাদিগের বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

প্রথম অধ্যায়—মগধরাজ্য।

বিহারের প্রাচীন নাম মগধ। ঠিক কোন সময়ে মগধরাজ্যের অভ্যুত্থান হয় তাহা স্থির করা কঠিন, তবে ইহা যে রামায়ণোক্ত ঘটনার পরবর্ত্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। যে অংশে মগধ রাজ্য অবস্থিত ছিল বলিয়া এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, রামায়ণে তাহার অতি নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থানের উল্লেখ আছে, কিন্তু মগধের নাম নাই। বিশ্বামিত্র ঋষি অযোধ্যা হইতে রামচন্দ্রকে যে পথ দিয়া জনকরাজভবনে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ বর্ণনায় বাল্মীকি মুনি মগধের সন্নিকটস্থ নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন -

গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থল - অঙ্গদেশ। গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে এক্ষণে ছাপরা জিলার রেভেলগঞ্জনগর অবস্থিত।

মলদ ও করূষ নামে দুই জনপদ। এই দুই জনপদ যে স্থানে অবস্থিত ছিল, তথায় বর্ত্তমান আরা জিলা হইয়াছে।

সোন নদী ও গ্রীজনগর। যে স্থানে সোন নদী আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে সেই স্থানে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রনগর অবস্থিত ছিল।

অবশেষে বিশ্বামিত্র গঙ্গা পার হইয়া বিশালানগর অতিক্রম করিয়া জনকরাজ্য মিথিলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গঙ্গা এবং গণ্ডকী নদীর পূর্ব্বদিকস্থ স্থানের নাম বিশালা। প্রাচীন বিশালার বর্ত্তমান নাম বিশার।

এ সকল স্থান মগধের নিকটবর্ত্তী। রামায়ণের সময়ে মগধের অস্তিত্ব থাকিলে উক্ত বর্ণনায় তাহার নাম থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল, সুতরাং রামায়ণ প্রণীত হইবার সময়ে যে, মগধরাজ্য স্থাপিত হয় নাই, এ প্রকার সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

মহাভারতে রামায়ণের পরবর্ত্তীকালের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। এই মহাভারতে মগধরাজ্যের ও মগধরাজ জরাসন্ধের কথঞ্চিত বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং মগধ যে মহাভারতীয় কালের পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কেবল মগধ বংশীয় রাজাদিগেরই কথঞ্চিৎ বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। ঐ যুদ্ধের অবসান কালে সহদেব মগধের রাজা ছিলেন। সহদেবের পরে ৩৪ জন রাজা রাজ্যশাসন করিলে অজাতশত্রু রাজা হইয়াছিলেন। অজাতশত্রুর সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গৌতম মুনি উদ্ভূত হন। খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে গৌতমের অন্তর্দ্ধান হয়, ইহা নির্ণীত হইয়াছে, সুতরাং আমরা অজাতশত্রুর প্রাদুর্ভূত হইবারও কাল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। অজাতশত্রুর ছয় পুরুষ পরে নন্দ, মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। যে চন্দ্রগুপ্তের কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়, তিনি নন্দের ঊর্দ্ধ্ব নবম পুরুষ, এবং মগধের বৌদ্ধরাজা অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে অবগত হওয়া যায় যে, খ্রীঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে অজাতশত্রু আপন পিতা বিম্বাসুরকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করেন। তিনি বুদ্ধদেবের উপরে প্রথমে অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া অবশেষে তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে শূদ্ররাজা নন্দবংশীয় ভূপতিদিগের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত পুরাণে ভবিষ্যৎ কথাচ্ছলে লিখিত আছে

"মহানন্দের ঔরসে ও শূদ্রানীর গর্ভে অতি বলবান কুমার মহাপদ্ম নন্দের জন্ম হইবে। তাঁহার সময় হইতে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের অবনতি আরম্ভ হইয়া অবশেষে ভারতভূমি শূদ্ররাজাদিগের অধীন হইবে। তিনি আপন বাহুবলে পৃথিবীতে একচ্ছত্র [illegible] ীয় পরশুরামের ন্যায় রাজা রাজা হইয়া দি[illegible] [illegible] শাসন করিবেন। সুমাল্য প্রভৃতি তাঁহার অষ্ট পুত্র একশত বৎসর পৃথিবী শাসন করিবে। কৌটিল্যনামক জনৈক ব্রাহ্মণের কোপে নন্দবংশ ধ্বংশ হইবে এবং তাঁহার সাহায্যে মৌর্য্যবংশীয় নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।"

বিষ্ণুপুরাণে মগধকে পৌণ্ড্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পৌণ্ড্র ও মগধ একই রাজ্য—পৃথক্ পৃথক্ নহে। অথর্ব্ব বেদে মগধের নাম বিকটা মগধদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কাশ্মীর দেশীয় প্রাচীন বৃহৎকথা গ্রন্থে পাটলীপুত্র ও যোগানন্দের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, অথর্ব্ববেদ ও বৃহৎকথা ভারতের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে যখন মগধের নাম ও বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মগধ যে অতি প্রাচীন রাজ্য তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার প্রাচীন ইতিহাস কোন গ্রন্থেই সম্যক পাওয়া যায় না। নন্দবংশীয় কোন রাজার আর অধিক বিবরণ না পাওয়াতে আমরা চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতেই ইতিহাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিতীয় অধ্যায়—চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্তের প্রকৃত জীবনী সম্বন্ধে অতি অল্পই বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। কথিত আছে তিনি মগধের নন্দবংশের কোন নন্দরাজের জারজপুত্র ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই ঘটনাক্রমে তাঁহাকে পঞ্জাব প্রদেশে পলাইয়া যাইতে হইয়াছিল এবং তদবধি চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজাদিগকে পরম শত্রু জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্জাবে অবস্থিতিকালে, মাসিডনের জগদ্বিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডার পঞ্জাব আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজাদিগের উপর জাতক্রোধ হইয়া সেই ক্রোধের প্রতিশোধের জন্য তাহাদিগকে বিপদে ফেলিবার মানসে আলেকজাণ্ডারকে মগধ আক্রমণ করিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, মগধ পঞ্জাব হইতে ১০।১১ দিবসের পথমাত্র, তথাকার রাজা অতি অকর্ম্মণ্য এবং গমনমাত্রই আলেকজাণ্ডার সমস্ত নিম্নগঙ্গদেশ অধিকার করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হয় নাই এবং তাঁহাকেই প্রাণভয়ে তক্ষশীলায় পলায়ন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পলায়নের কারণ এই যে, তিনি আপন বল বিক্রম সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডারের নিকট অত্যন্ত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন এবং তাহাতে আলেকজাণ্ডার* তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হন।

---

* কেহ কেহ বলেন চন্দ্রগুপ্ত সেকেন্দ্রার নিকট এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।